জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

শিক্ষক সংস্করণ

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

পঞ্চম শ্রেণি

লেখক ও সম্পাদক

ড. আব্দুল মালেক
ড. সেলিনা আক্তার
খুরশীদ আকতার
সরোজ কুমার সাহা

পরিমার্জন

লানা হুমায়রা খান
মোঃ মোসলে উদ্দিন সরকার
মোঃ মোস্তফা সাইফুল আলম
মোঃ আবু সালেক খান

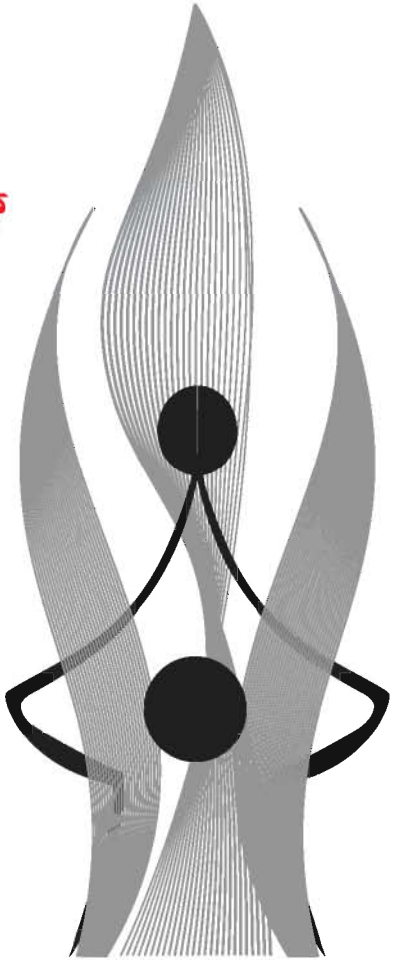

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা - ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হুনান তিয়ানওয়েন জিনহুয়া প্রিন্টিং কো. লি. হুনান প্রভিন্স, চায়না

প্রসঙ্গ-কথা

প্রাথমিক স্তরের যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে প্রবর্তন করা হয়। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০০২ সালে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রথম বারের মতো পরিমার্জন করা হয়। 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হওয়ার পর ২০১১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম পুনরায় পরিমার্জন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রান্তিক যোগ্যতা থেকে শুরু করে বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা, শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা ও শিখনফল নতুনভাবে নির্ধারণ করা হয়। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশের বিষয়টিকে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিমার্জিত নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ২০১৩ সালে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সারা দেশে নতুন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়। শিখন-শেখানো কার্যক্রমের আধুনিকায়নের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একই সঙ্গে যেসব বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক রয়েছে সেগুলোর জন্য শিক্ষক সংস্করণ, যেসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই সেগুলোর জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পরিবেশ পরিচিতি সমাজ ও বিজ্ঞান (সমন্বিত) বিষয়ের জন্য শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়।

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় একটি আবশ্যকীয় বিষয়। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের জন্য এ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক রয়েছে। শিক্ষক সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অর্জন উপযোগী যোগ্যতা, শিখনফল, পাঠ বিভাজন, পিরিয়ড সংখ্যা, শিক্ষা উপকরণ, প্রতিটি পাঠের বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যাবলি, ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের নির্দেশনা , নিরাময়মূলক ব্যবস্থা ,পরিকল্পিত কাজ, মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্ন ইত্যাদি শিক্ষক সংস্করণে উপস্থাপন করা হয়েছে। শিক্ষক সংস্করণের শুরুতে রয়েছে শিক্ষকের জন্য সাধারণ নির্দেশনা। এই নির্দেশনা অনুসরণ করে শিক্ষক শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। প্রত্যেক শিক্ষকেরই নিজস্ব শিক্ষণ পদ্ধতি ও পাঠ উপস্থাপনের কৌশল রয়েছে। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে শিক্ষক সংস্করণে বর্ণিত নির্দেশনার সমন্বয় সাধন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন– এমনটাই প্রত্যাশা করছি।

উল্লেখ্য, 'শিক্ষক সংস্করণ'সমূহ শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযোগী হয়েছে কি না তা যাচাই করার জন্য ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে দেশের সাতটি বিভাগের মোট ৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ট্রাই আউট করা হয়।ট্রাই আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক ক্রিটিক্যাল রিভিউ এর ভিত্তিতে শিক্ষক সংস্করণসমূহ পরিমার্জন করা হয়। সমগ্র কার্যক্রমটি বেশ জটিল এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞগণের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উইং এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষক সংস্করণটি প্রণীত হয়েছে। এটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন ও পরিমার্জন থেকে মুদ্রণ পর্যন্ত যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। যাঁদের জন্য এটি প্রণীত ও প্রকাশিত হলো, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ শ্রেণিকক্ষে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করলে দেশের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে এবং আমাদের এই উদ্যোগ ও প্রয়াস সফল হবে। এর ফলে দেশের প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত মানও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। শিখন শেখানো কার্যক্রমের এই মহৎ আয়োজন বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা

পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে পরিচিতি

- বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকটি পড়ানোর আগে বইটির iv-v পৃষ্ঠা থেকে ভূমিকা অংশটি পড়ে নিন।
- পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায়গুলো সম্পর্কে ভূমিকা অংশে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে অধ্যায়ের ভেতরের বিষয়বস্তুগুলো পাশাপাশি দুইপৃষ্ঠাজুড়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি দুইপৃষ্ঠার বিষয়বস্তু পড়াতে দুইটি পাঠ/ দিন প্রয়োজন হবে।
- প্রথম দিনের পাঠে বইয়ের বাম পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু এবং ডান পৃষ্ঠার 'এসো বলি' অংশের কাজটি আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় দিনের পাঠে 'এসো লিখি', 'আরও কিছু করি' এবং 'যাচাই করি' অংশের কাজ করানো হবে।

পাঠ শুরুর পূর্বে

- যে বিষয়বস্তুটি শ্রেণিতে পড়াতে যাচ্ছেন, শিক্ষক সংস্করণ থেকে সেই বিষয়বস্তুটি ভালো করে পড়ুন। প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট শিখনফলগুলো নোট করে দিন।
- বিষয়বস্তুটি পড়াতে অতিরিক্ত যেসব উপকরণ প্রয়োজন হবে বলে মনে হবে যেমন মানচিত্র, সেগুলো হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন।
- প্রতিটি অংশের কাজের জন্য শিক্ষক সংস্করণে যে সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, সেদিকে লক্ষ রাখুন।
- পাঠ্যপুস্তকের বাম পৃষ্ঠায় আলোচিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিজে খুব ভালো করে বুঝে নিন।
- শ্রেণিতে কোন কাজ কীভাবে করাবেন, তা ঠিক করে নিন। জোড়ায় বা দলে কাজ থাকলে শিক্ষার্থীদের কীভাবে জোড়ায় বা দলে ভাগ করে দেবেন, তাও ভেবে রাখুন।
- পাঠ্যপুস্তকের vi পৃষ্ঠা থেকে দক্ষতা ম্যাট্রিক্স অংশটি ভালো করে দেখুন। শিক্ষার্থীদের কোন দক্ষতাগুলোর উন্নয়ন করবেন, তা ঠিক করুন।
- ইন্টারনেট ব্যবহারের সুযোগ থাকলে যে বিষয়বস্তুটি পড়াবেন, তার ওপর আরও তথ্য সংগ্রহ করুন।

পাঠ পড়ানোর সময়

- কোনো বিষয়বস্তু পড়ানোর সময় পুনরায় শিক্ষক সংস্করণ দেখার প্রয়োজন নেই। কারণ, পাঠ্যপুস্তকে বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা আছে।
- সকল শিক্ষার্থী নিজেদের পাঠ্যবইয়ে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠার নির্দিষ্ট অংশই পড়ছে নিশ্চিত করুন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠের সকল কাজের সঙ্গে যুক্ত করুন। পাঠ পড়া এবং নির্দিষ্ট কাজগুলো থেকে কোনো শিক্ষার্থী যেন বাদ না পড়ে, সেদিকে লক্ষ রাখুন।
- শিক্ষার্থীদের দক্ষতার ধারাবাহিক মূল্যায়নে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য পাঠ্যপুস্তকের কাজগুলোতে অন্য শিক্ষাক্রম যেমন গণিত, নকশা ও অংকন, বিভিন্ন সহযোগিতামূলক কাজ রাখা হয়েছে।

- প্রতিটি বিষয়বস্তুর শেষে 'যাচাই করি' অংশটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী বুঝেছে, তার সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য রাখা হয়েছে।
- নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে নিজস্ব মূল্যায়ন বা আরও কিছু তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে বিষয়বস্তুর পাঠ শেষ করুন।

পাঠশেষে

- শ্রেণিতে যা কিছু পড়াতে ও করাতে চেয়েছেন, তার সবটুকু করাতে পেরেছেন কি না, তা যাচাই করুন। যদি কোনোকিছু করানো না হয়, তাহলে পরবর্তী দিনের জন্য বিষয়টি নোট করে রাখুন।
- শিখনফল ও দক্ষতা ম্যাট্রিক্স অংশগুলো আবারও দেখুন। প্রত্যাশিত দক্ষতাগুলোর চর্চা ও উন্নয়ন করিয়েছেন কি না, তা যাচাই করুন।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনগুলো বিবেচনা করুন। কোনো শিক্ষার্থী কোনোকিছু খুব ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছে অথবা কোনো শিক্ষার্থী কোনোকিছু ঠিকমতো পারেনি– এমন ঘটনার পেছনের কারণগুলো অনুসন্ধান করুন।
- পরবর্তীতে কী করে আরও ভালো করে পাঠ পরিচালনা করা যায়, তার পরিকল্পনা করুন।

সূচিপত্র

১ আমাদের মুক্তিযুদ্ধ	১
২ ব্রিটিশ শাসন	৩৩
৩ বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন	৫৪
৪ আমাদের অর্থনীতি : কৃষি ও শিল্প	৭৪
৫ জনসংখ্যা	৯৭
৬ জলবায়ু ও দুর্যোগ	১১৭
৭ মানবাধিকার	১৩৭
৮ নারী-পুরুষ সমতা	১৫৮
৯ আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৭৩
১০ গণতান্ত্রিক মনোভাব	১৯২
১১ বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী	২০২
১২ বাংলাদেশ ও বিশ্ব	২২৪
• নমুনা প্রশ্ন	২৩৭
• শব্দভাণ্ডার	২৩১

অধ্যায় ১

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১ যুদ্ধের সূচনা

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দিন আহমদ

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গৌরবময় ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি আমাদের এই প্রিয় দেশ বাংলাদেশ। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা এই উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর সৃষ্টি হয় দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্র, একটি ভারত এবং অন্যটি পাকিস্তান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণের ওপর শুরু করে অত্যাচার ও নিপীড়ন। বাঙালিরাও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করে। এরকম কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ ও আন্দোলনের ঘটনা নিচের ছকে দেওয়া হলো :

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন
১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়
১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নারকীয় গণহত্যা ও বাঙালিদের প্রতিরোধ
১৯৭১ সালের ২৬এ মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরু

মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাসের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার, যা 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত। তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথ তলায় (বর্তমান নাম মুজিবনগর) আমবাগানে ১৭ই এপ্রিল এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষনা করা হয়। তিনি পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকার কারণে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। এ সরকারের অন্যতম সদস্যরা হলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী (অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রী) ও এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান (স্বরাষ্ট্র এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী)। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিক পথে পরিচালনা এবং দেশে ও বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠন ও সমর্থন আদায় করার ক্ষেত্রে এই সরকার সফলতা লাভ করে। 'মুজিবনগর সরকার' গঠনের পর মুক্তিযুদ্ধের গতি বৃদ্ধি পায়। এ সরকারের নেতৃত্বে সকল শ্রেণির বাঙালি দেশকে শত্রু মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- 'মুক্তিযুদ্ধ' বলতে কী বুঝ?
- মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য কী?

খ| এসো লিখি

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান শাসনামলের একটা ঘটনাপঞ্জি তৈরি কর। সেই সময়ের আন্দোলনের বছরগুলোকে চিহ্নিত কর।

গ| আরও কিছু করি

পরিবারের বড়দের কাছ থেকে পাকিস্তান আমল সম্পর্কে শোন।

ঘ| যাচাই করি

মুজিবনগর সরকার কোন তিনটি কাজ করেছিল?

১.....

২.....

৩.....

অধ্যায় ১: আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৪.১ মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (২৫এ মার্চ থেকে ১৬এ ডিসেম্বর পর্যন্ত) দিতে পারবে ও এর জন্য গর্ববোধ করতে পারবে।

শিখনফল :

১৪.১.১ বাংলাদেশের প্রথম সরকার কোথায়, কখন ও কেন গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.২ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতন সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৪.১.৩ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও গেরিলা আক্রমণের কথা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.১.৪ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ঘটনা বলতে পারবে।
১৪.১.৫ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.২.১ মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও ত্যাগের কথা বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.২.২ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের (নারী মুক্তিযোদ্ধাসহ) অবদান বর্ণনা করতে পারবে।
১৪.২.৩ মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া উপাধিগুলোর নাম বলতে পারবে।
১৪.৩.১ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে অংশ নেবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ১০টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: যুদ্ধের সূচনা

পৃষ্ঠা ২-৩

শিখনফল :

১৪.১.১ বাংলাদেশের প্রথম সরকার কোথায়, কখন ও কেন গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

২-৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের মাধ্যমে শ্রেণির শিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করুন। এতে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগের ও পরের ইতিহাস আরেকবার মনে করতে পারবে।

পাকিস্তান শাসনামল অর্থাৎ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো বোর্ডে লিখুন। এবার সেই তারিখগুলোতে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করুন। এ ধরনের প্রশ্ন করার মাধ্যমে দেশবিভাগ, পাকিস্তান শাসনামল এবং স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই সহজ হবে।

এরপর বইয়ের পৃষ্ঠা ৩-এর ছকটিতে উল্লিখিত ঘটনাগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে, বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা যাচাই করুন।

- শ্রেণিতে পৃষ্ঠা ২ পড়ুন। প্রথমে প্রথম অনুচ্ছেদ এবং প্রতিবাদ আন্দোলনের ঘটনা নিয়ে ছকটি পড়ুন। পড়ানোর সময় এ ঘটনাগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করুন। এ জন্য পৃষ্ঠা ৩ থেকে 'এসো লিখি' অংশের কাজটিরও উল্লেখ করতে পারেন। তাহলে ঘটনাপঞ্জিটি করার সময় শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

- শ্রেণিতে পৃষ্ঠা ২-এর শেষ অনুচ্ছেদটি পড়ুন। এখানে মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ও কয়েকজন মন্ত্রীর নাম দেওয়া আছে। পৃষ্ঠার উপরদিকে তাঁদের ছবি দেওয়া আছে। প্রত্যেকের নামের সাথে ছবি মিলিয়ে পড়ান।

কা এসো বলি

৩ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'এসো বলি' অংশের কাজটি শিক্ষার্থীদের করান।

এই কাজটিতে মুক্তিযুদ্ধের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের তাৎপর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে বলতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যা যা অর্জন করেছি শিক্ষার্থীরা সেসব বিষয়ে বলতে পারে। যেমন কোনো শিক্ষার্থী বলতে পারে-মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা নিজের ভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি বা এখন আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পেয়েছি ইত্যাদি।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। মুক্তিযুদ্ধ কেন আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আরও ধারণা দিন।

পাঠ ২: যুদ্ধের সূচনা

পৃষ্ঠা ২-৩

শিখনফল :

১৪.১.১ বাংলাদেশের প্রথম সরকার কোথায়, কখন ও কেন গঠিত হয়েছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

২-৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পেছনে অনেক ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। কিছু শিক্ষার্থীকে এমন কিছু ঘটনা বর্ণনা করতে বলুন যেগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটনে ভূমিকা রেখেছে। শিক্ষার্থীরা যেন দেশবিভাগ থেকে শুরু করে পাকিস্তান শাসনামল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ সঠিকভাবে দিতে পারে সেজন্য প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীদের পাকিস্তান শাসনামল একটি ঘটনাপঞ্জি তৈরি করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ঘটনাপঞ্জিতে সরলরেখার উপরে চিহ্নিত চূড়া/পিকগুলোতে ঐ আমলের বিভিন্ন আন্দোলন সংঘটনের বছরগুলো চিহ্নিত করবে। এই কাজটির মাধ্যমে পাকিস্তান শাসনামল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সময়ক্রম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করা যাবে। শিক্ষার্থীরা সময়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে কি না তা লক্ষ রাখুন।

সবগুলো আন্দোলন বোঝানোর স্বার্থে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে ঘটনাপঞ্জির রেখাটি আরও বড় করতে পারে। প্রতিটি প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য তারা সেই আন্দোলনের উপর টীকা এবং নিজেদের আঁকা বা সংগ্রহ থেকে বিভিন্ন ছবি যুক্ত করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটবে এবং তাদের ঘটনাপঞ্জিগুলোও আকর্ষণীয় ও তথ্যসমৃদ্ধ হবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা পরিবারের বড়দের কাছ থেকে বিভিন্ন কাহিনী শুনবে। এতে তারা মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবে। পাকিস্তান শাসনামলের বৈষম্যগুলোও তারা পরিবারের বড়দের কাছ থেকে গল্পাকারে শুনবে ও জানতে পারবে।

এই কাজটি শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ হিসেবে করতে দিন। শিক্ষার্থীরা পরিবারের বয়োজেষ্ঠ্য বা পরিচিতদের কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতা শুনে সেগুলো নিজেদের খাতায় লিখবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। এ কাজটি মূলত বিষয়বস্তু ১ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণার প্রতিফলন তুলে ধরতে সাহায্য করবে। মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটি কাজ হলো-

১. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা
২. দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের সমর্থন আদায়
৩. যুদ্ধের প্রতি জনসমর্থন ধরে রাখা।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। আমাদের জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন। শিক্ষার্থীরা যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে আগ্রহী হয় সেজন্য তাদের অনুপ্রাণিত করুন।

২ মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনী

১৯৭১ সালের ১১ই জুলাই **মুক্তিবাহিনী** নামে একটি বাহিনী গঠন করা হয়। এই বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী। উপপ্রধান সেনাপতি ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।

মুক্তিবাহিনীকে তিনটি ব্রিগেড ফোর্সে ভাগ করা হয়েছিল :

- মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে 'কে' ফোর্স
- মেজর কে এম শফিউল্লাহ্‌র নেতৃত্বে 'এস' ফোর্স
- মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে 'জেড' ফোর্স

আবার যুদ্ধ পরিচালনার সুবিধার জন্য সারাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। নিচে সেগুলো দেখানো হলো :

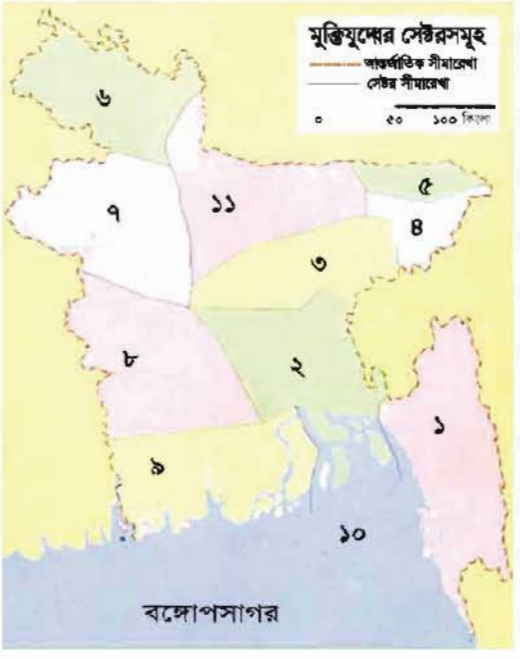

সেক্টর ১: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত।
সেক্টর ২: নোয়াখালী, কুমিল্লা, আখাউড়া, ভৈরব এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশবিশেষ।
সেক্টর ৩: আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্বদিকে কুমিল্লা জেলা, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
সেক্টর ৪: সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, খোয়াই, শায়েস্তাগঞ্জ রেললাইন থেকে পূর্ব ও উত্তর দিকে ডাইউকি সড়ক।
সেক্টর ৫: সিলেট জেলার পশ্চিম এলাকা এবং সিলেট ডাইউকি সড়ক থেকে সুনামগঞ্জ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্ত অঞ্চল।
সেক্টর ৬: ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর জেলা ও ঠাকুরগাঁও।
সেক্টর ৭: সমগ্র রাজশাহী, ঠাকুরগাঁও ছাড়া দিনাজপুরের অবশিষ্ট অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র পাবনা ও বগুড়া জেলা।
সেক্টর ৮: সমগ্র কুষ্টিয়া ও যশোর জেলা ও ফরিদপুরের অংশবিশেষ এবং দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলার এলাকা।
সেক্টর ৯: সাতক্ষীরা দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা জেলার সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল এবং বৃহত্তর বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা।
সেক্টর ১০: অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল চট্টগ্রাম ও চালনা।
সেক্টর ১১: কিশোরগঞ্জ ব্যতীত সমগ্র ময়মনসিংহ অঞ্চল।

এছাড়াও স্থানীয় ছোট ছোট যোদ্ধাবাহিনী ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। তারা গেরিলা ও সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতেন। ত্রিশ হাজার নিয়মিত যোদ্ধাদের নিয়ে গঠিত এই বাহিনীর নাম **মুক্তিফৌজ**। এক লক্ষ গেরিলা ও বেসামরিক যোদ্ধার সমন্বয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন এই মুক্তিফৌজ।

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

১. মুক্তিবাহিনীকে কেন নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীতে ভাগ করা হয়েছিল?

২. বাংলাদেশকে কেন ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?

৩. তোমাদের অঞ্চলটি কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?

৪. সেক্টর ১০ এর প্রধান কাজ কি ছিল?

খ| এসো লিখি

মুক্তিবাহিনী কীভাবে সংগঠিত হয়েছিল, সে সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

গ| আরও কিছু করি

জেনারেল ওসমানী 'বঙ্গবীর' নামে পরিচিত ছিলেন।

১৯৭২ সালে চাকরি থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর সম্পর্কে তোমরা আর কী কী জান?

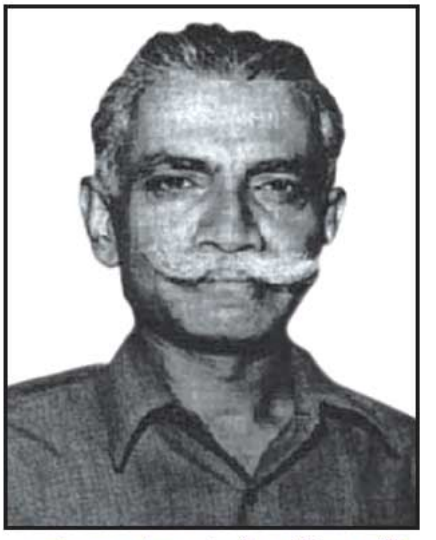

জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

মুক্তিবাহিনী ছিল .....।

পাঠ ৩: মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনী

পৃষ্ঠা ৪-৫

শিখনফল :

১৪.২.১ মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪-৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধের সূচনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পর্যালোচনা করুন। তাদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি কারণ ও শুরুর ঘটনা সম্পর্কে ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চাইতে পারেন।

- শ্রেণিতে 'মুক্তিবাহিনী' ও 'মুক্তিফৌজ' শব্দ দুটি ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের বলুন যে 'মুক্তিবাহিনী' শব্দটি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করা সকল সামরিক ও বেসামরিক মানুষের পুরো সংগঠন আর 'মুক্তিফৌজ' শব্দটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ করা শুধু সামরিক বাহিনীকে বোঝানো হয়।

  এরপর বইয়ে দেওয়া মুক্তিযুদ্ধের এগারটি সেক্টরের মানচিত্রটি শ্রেণিতে বুঝিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের মানচিত্রটি ভালোভাবে খেয়াল করতে বলুন। এরপর তাদের জিজ্ঞাসা করুন-তাদের বিদ্যালয়টি যে স্থানে, তা মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন সেক্টরের অধীনে ছিল? সেই সেক্টর আশেপাশে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল?

- শ্রেণিতে পৃষ্ঠা ৪ পড়ুন। পড়ার সময় এই পাঠের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করুন। যেমন পাঠটি পড়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ফোর্স, মুক্তিবাহিনী, মুক্তিফৌজ, সেক্টর ইত্যাদি সম্পর্কে কী বুঝতে পেরেছে, ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে তা যাচাই করতে পারেন।

কা| এসো বলি

- শ্রেণিতে 'এসো বলি' কাজটি করান। এই কাজটিতে বিষয়বস্তু ২ থেকে ৪টি প্রশ্ন করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনুন। প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তর নিচে দেওয়া হলো-
  ১. যুদ্ধের একটি কৌশল হিসেবে নিয়মিত যুদ্ধের পাশাপাশি সামনা-সামনি আক্রমণে গেরিলা যুদ্ধকে কাজে লাগানোর জন্য মুক্তিবাহিনীকে নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীতে ভাগ করা হয়েছিল।
  ২. বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করার পেছনে কারণ ছিল এতে যুদ্ধের একটি অঞ্চলভিত্তিক পরিচিতি ও সংগঠন গড়ে উঠেছিল।
  ৪. সেক্টর ১০ কে ব্যবহার করা হতো সাগর ও জলপথে প্রতিরোধ তৈরি করার জন্য।

এই কাজটির ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরটি অঞ্চলভেদে আলাদা হবে।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযুদ্ধের সময় নিয়মিত ও গেরিলা বাহিনীর যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। নিয়মিত বাহিনী ও গেরিলা বাহিনীর মধ্যে পার্থক্য এবং মুক্তিযুদ্ধে উভয় বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৪: মুক্তিযুদ্ধের সামরিক বাহিনী

পৃষ্ঠা ৪-৫

শিখনফল :

১৪.২.১ মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও ত্যাগের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪-৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধের সময়কার সামরিক ও গেরিলা বাহিনী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। কিছু শিক্ষার্থীকে মুক্তিযুদ্ধের বাহিনী সম্পর্কে বলতে বলুন। এতে বিষয়বস্তুটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণাও যাচাই করা সম্ভব হবে।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা মুক্তিবাহিনী গঠনে মুক্তিযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা লিখবে। এই কাজটিতে মুক্তিবাহিনী গঠনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সামরিক বাহিনীর দুটি ভাগ- নিয়মিত ও গেরিলা বাহিনী, মুক্তিবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনজন ব্যক্তি জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী, গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স-এর ভূমিকা লিখবে।

গ| আরও কিছু করি

- ✓ 'আরও কিছু করি' কাজটিতে বঙ্গবীর জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বইয়ে দেওয়া নেই এমন কিছু তথ্য খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। এটি মূলত একটি গবেষণাধর্মী কাজ। জেনারেল ওসমানী সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য নিচে দেওয়া হলো-
- ✓ জেনারেল ওসমানী ১৯৩৯ সাল থেকে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি বার্মায় (বর্তমান মায়ানমার) দায়িত্বরত ছিলেন।

- ✓ তিনি ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগদান করেন।
- ✓ ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন।
- ✓ মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভের পর ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে তিনি সশস্ত্র বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং এই বাহিনীকে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীতে ভাগ করে দেন।
- ✓ তিনি জাতীয় জনতা পার্টির প্রধান হিসেবে আমৃত্যু রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন।
- ✓ ক্যান্সারের চিকিৎসা গ্রহণকালে ১৯৮৪ সালে তিনি লন্ডনে মারা যান। তাঁর জন্মস্থান সিলেটে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

ঘ| যাচাই করি

এই অংশের কাজটিতে মুক্তিবাহিনীর সংজ্ঞা দিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। শব্দভাণ্ডার অংশে মুক্তিবাহিনী সম্পর্কে যা লেখা আছে তা এই কাজটির সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে বিভিন্ন বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

৩ মুক্তিযোদ্ধা

মুক্তিযুদ্ধে সমগ্র বাঙালি জাতি জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধে দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষও এ যুদ্ধে অবদান রাখে। নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, আশ্রয় এবং তথ্য দিয়ে সাহায্য করে। অনেক নারী প্রশিক্ষণ নিয়ে যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। সংস্কৃতি কর্মীরা তাঁদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করে। এছাড়াও প্রবাসী বাঙালিরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করে।

মুক্তিযোদ্ধা

প্রতিটি সেক্টরেই গেরিলা বাহিনীর জন্য নির্দেশনা ছিল :

- 'অ্যাকশন গ্রুপ' অস্ত্র বহন করত এবং সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিত।
- 'ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ' শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করত।

সে সময়ে দেশের মানুষের প্রিয় অনেক গানের একটি ছিল 'জয় বাংলা বাংলার জয়'। 'জয় বাংলা' ধ্বনি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রিয় স্লোগান।

ক| এসো বলি

মুক্তিযুদ্ধে নারীরা কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল, তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। তোমাদের পরিচিত কোনো ব্যক্তি বা শিক্ষক কি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

খ| এসো লিখি

'জয় বাংলা বাংলার জয়' গানটির কথাগুলো লেখ। শ্রেণিতে সকলে মিলে গানটি গাও।

গ| আরও কিছু করি

'মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন?' একটি নমুনা উত্তর নিচে দেওয়া হলো-

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এদেশের সাধারণ মানুষ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এদেশের সাধারণ মানুষ নানাভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। পুরুষেরা সরাসরি সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। অনেকেই গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছেন। অনেক নারী প্রশিক্ষণ নিয়ে সম্মুখযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। এদেশের মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। খাদ্য, আশ্রয় এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ করতে প্রেরণা যুগিয়েছে। নারীরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে। এদেশের সকল শ্রেণি পেশার সদস্যরা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে। শুধু রাজাকাররাই মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ছিল।

নমুনা উত্তরের সাথে তোমরা নতুন আর কী যোগ করবে?

ঘ| যাচাই করি

নিজের ভাষায় লেখ :

মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

পাঠ ৫: মুক্তিযোদ্ধা

পৃষ্ঠা ৬-৭

শিখনফল :

১৪.১.৩ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও গেরিলা আক্রমণের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

১৪.২.১ মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

১৪.২.২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের (নারী মুক্তিযোদ্ধাসহ) অবদান বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬-৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের/ বেসামরিক জনগণের অংশগ্রহণ সম্পর্কে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। এরপর শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন পরিবারের বড়দের কাছ থেকে তারা এ সম্পর্কে আরও কিছু জেনেছে কি না ?

- শ্রেণিতে পৃষ্ঠা ৬ পড়ে শোনান। মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন মানুষের অংশগ্রহণ সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন। যেমন সাংস্কৃতিক কর্মীদের ভূমিকা আলোচনা করতে পারেন-মুক্তিযুদ্ধের সময় সাংস্কৃতিক কর্মীরা স্বাধীনতার পক্ষে লিফলেট বিতরণ করতেন, গান, কবিতা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করতেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদেরও বিভিন্ন সাংকেতিক বার্তা পাঠাতেন।

  এভাবে মুক্তিযুদ্ধে অন্যান্যদের ভূমিকাও আলোচনা করুন।

কা| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানের কথা বলতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চান মুক্তিযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে তারা কী জানে? এরপর মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরুন। নারীরা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য খাদ্য, আশ্রয় ও তথ্য সরবরাহ করতেন। তাঁরা সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নানাভাবে আর্থিক অনুদান সংগ্রহ করে সাহায্য করেছেন।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। তারা যেন মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ভালোভাবে বুঝতে পারে ও তাদের অবদানকে সম্মান করতে পারে সেজন্য উৎসাহিত করুন।

পাঠ ৬: মুক্তিযোদ্ধা

পৃষ্ঠা ৬-৭

শিখনফল :

১৪.১.৩ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও গেরিলা আক্রমণের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

১৪.২.১ মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের কথা বর্ণনা করতে পারবে।

১৪.২.২ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের (নারী মুক্তিযোদ্ধাসহ) অবদান বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬-৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযোদ্ধাদের অবদান সম্পর্কে আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের কাহিনী জানতে চাইতে পারেন।

খ। এসো লিখি

এই কাজটিতে শিক্ষার্থীদের 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানটির কথাগুলো লিখতে বলা হয়েছে। সম্ভব হলে শ্রেণিতে গানটি বাজিয়ে শোনান, ইউটিউব থেকে গানের ভিডিও দেখাতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা মুক্তিযুদ্ধের সময় এই গানটির আবেদন কিছুটা হলেও বুঝতে পারবে।
এরপর শিক্ষার্থীদের নিজেদের খাতায় গানের কথাগুলো লিখতে বলুন। কাজটির মাধ্যমে একইসাথে শিক্ষার্থীদের শ্রবণ দক্ষতাও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। গানটি নিচে দেওয়া হলো।

জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়
হবে হবে হবে হবে নিশ্চয়
কোটি প্রাণ এক সাথে জেগেছে অন্ধ রাতে
নতুন সূর্য ওঠার এই তো সময়
জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়

বাংলার প্রতি ঘর ভরে দিতে চাই মোরা অন্নে
আমাদের রক্ত টগবগ দুলছে মুক্তির দীপ্ত তারুণ্যে
নেই ভয়
হয় হোক রক্তের প্রচ্ছদপট
তবু করি না করি না করি না ভয়

জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়

অশথের ছায়ে যেন রাখালের বাঁশরি হয়ে গেছে একেবারে স্তব্ধ
চারিদিকে শুনি আজ নিদারুণ হাহাকার আর ওই কান্নার শব্দ

শাসনের নামে চলে শোষণের সুকঠিন যন্ত্র
বজ্রের হুংকারে শৃঙ্খল ভাঙতে সংগ্রামী জনতা অতন্দ্র
আর নয়
তিলে তিলে বাঙালির এই পরাজয়
আমি করি না করি না করি না ভয়
জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়

ভুখা আর বেকারের মিছিলটা যেন ওই দিন দিন শুধু বেড়ে যাচ্ছে
রোদে পুড়ে জলে ভিজে অসহায় হয়ে আজ ফুটপাতে তারা ঠাঁই পাচ্ছে

বার বার ঘুঘু এসে খেয়ে যেতে দেবো নাকো আর ধান
বাংলার দুশমন তোষামোদী-চাটুকার সাবধান সাবধান সাবধান
এই দিন
সৃষ্টির উল্লাসে হবে রঙিন
আর মানি না মানি না কোনো সংশয়
জয় বাংলা বাংলার জয়
জয় বাংলা বাংলার জয়

মায়েদের বুকে আজ শিশুদের দুধ নেই
অনাহারে তাই শিশু কাঁদছে
গরীবের পেটে আজ ভাত নেই ভাত নেই
দ্বারে দ্বারে তাই ছুটে যাচ্ছে।

মা-বোনের পরনে কাপড়ের লেশ নেই
লজ্জায় কেঁদে কেঁদে ফিরছে
ওষুধের অভাবে প্রতিটি ঘরে ঘরে,
রোগে শোকে ধুকে ধুকে মরছে
অন্ন চাই, বস্ত্র চাই, বাঁচার মতো বাঁচতে চাই
অত্যাচারী শোষকদের আজ
মুক্তি নাই, মুক্তি নাই , মুক্তি নাই।

গ| আরও কিছু করি

এই কাজটিতে 'মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল'-প্রশ্নটির জন্য একটি স্কুলের অনলাইন উত্তর দেওয়া হয়েছে। উত্তরটি কোথায়? শিক্ষার্থীদের সাথে উত্তরটি আলোচনা করুন। উত্তরটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মতামত শুনুন। এই উত্তরটি নিচের এই লিংক থেকে নেওয়া হয়েছে-

h::p://fu:uregenschool.blogspo:.co.uk/2013/05/bangladesh-and- global-s:udies-class-v.h:ml

এরপর শিক্ষার্থীদের এই প্রশ্নের জন্য নিজেদের উত্তর দিতে বলুন। তাদের উত্তরগুলো মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং তাদের উত্তরের সাথে আরও কিছু যোগ করতে চাইলে তা বলুন।

ঘ| যাচাই করি

এই কাজটি মূলত 'আরও কিছু করি' কাজটির মতোই। তবে এই কাজটিতে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পয়েন্ট আকারে উত্তর জানতে হবে। 'সাধারণ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল' প্রশ্নটির উত্তরে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারে- গেরিলাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য ও আশ্রয় সরবরাহ করে, তথ্য সংগ্রহ করে এবং জনসমর্থন আদায়ের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে।

এই উত্তরগুলো ছাড়াও শিক্ষার্থীরা যদি প্রাসঙ্গিক অন্য কোনো পয়েন্ট আনতে পারে তাহলে তাদের উৎসাহিত করুন।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা যেন মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা ভালোভাবে বুঝতে পারে ও তাঁদের অবদানকে সম্মান করতে পারে সেজন্য উৎসাহিত করুন। তাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

৪ পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ

১৯৭১ সালের ২৫ এ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরীহ বাঙালির উপর অতর্কিত আক্রমণকরে। এই আক্রমণের নাম দেওয়া হয়েছিল "অপারেশন সার্চলাইট"। এভাবে বাঙালিদের উপর শুরু হয় পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। তারপর থেকেই গণহত্যা, লুটতরাজ এবং নির্বিচারে ধর-পাকড় চলতে থাকে। এই যুদ্ধে ত্রিশ লাখ বাঙালি শহিদ হয়। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, হাজার হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারায় এবং এক কোটিরও বেশি মানুষ ভারতে আশ্রয় নেয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

এদেশের কিছু মানুষ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তারা শান্তিকমিটি, রাজাকার, আলবদর, আল-শামস নামে বিভিন্ন কমিটি ও সংগঠন গড়ে তোলে। এরা মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা করে হানাদারদের দিয়েছিল। রাজাকাররা হানাদারদের পথ চিনিয়ে, তাবা বুঝিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সাহায্য করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশকে মেধাশূন্য করার পরিকল্পনা করে। ১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে তারা আমাদের অনেক গুণী শিক্ষক, শিল্পী, সাংবাদিক, চিকিৎসক এবং কবি-সাহিত্যিকদের ধরে নিয়ে হত্যা করে। তাঁদের স্মরণে প্রতিবছর ১৪ই ডিসেম্বর 'শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস' পালন করা হয়।

ক| এসো বলি

মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পাকিস্তানি বাহিনী কেন এদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছিল– শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

বিষয়বস্তু ২ ও ৪ এর আলোকে নিচের ছকটি পূরণ কর :

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বাহিনী	মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের বাহিনী
ক	ক
খ	খ
গ	গ

গ| আরও কিছু করি

এখানে কয়েকজন শহিদ বুদ্ধিজীবীর ছবি দেওয়া আছে। তাঁরা কে কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন তা খুঁজে বের কর :

ক. অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেব
খ. অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী
গ. অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা
ঘ. অধ্যাপক রাশীদুল হাসান
ঙ. সাংবাদিক সেলিনা পারভীন
চ. ডা. আলীম চৌধুরী
ছ. ডা. আজহারুল হক

ক

খ

গ

ঘ

ঙ

চ

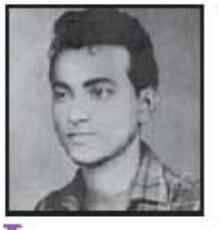
ছ

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালনের উদ্দেশ্য ..... ।

পাঠ ৭: পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ

পৃষ্ঠা ৮-৯

শিখনফল :

১৪.১.২ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতন সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৪.১.৪ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ঘটনা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮-৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও নারকীয় হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে শ্রেণিতে সংক্ষেপে বলুন। এই বিষয়বস্তুটিতে মূলত মুক্তিযুদ্ধের সময়কার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। প্রথমত, ২৫এ মার্চের ভয়াল কালোরাত এবং তারপর থেকে চলমান হত্যাযজ্ঞ; দ্বিতীয়ত, এদেশীয় দালালদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তৃতীয়ত, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড।

  এই তিনটি ঘটনাই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানিরা ও তাদের এদেশীয় বিভিন্ন দোসর কেন মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়জুড়ে নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল এবং কেন তারা যুদ্ধের একেবারে শেষদিকে ১৪ই ডিসেম্বর আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে হত্যা করেছিল-তার তাৎপর্য শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

- শ্রেণিতে ৮ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ থেকে শুরু করে পুরো মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকাণ্ড, এদেশীয় রাজাকার আল-বদর প্রভৃতি দালালদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ১৪ই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড-এই তিনটি বিষয় এই পাঠের মূল বিষয়বস্তু। প্রতিটি বিষয়ই গুরুত্ব সহকারে পড়ান।

  শিক্ষার্থীরা এই বিষয়গুলো নিয়ে কী জানে তা জানতে চান। সেই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের নৃশংসতা নিয়ে তারা কী ভাবে-তা জানতে চান।

কা এসো বলি

৯ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে বুদ্ধিজীবী হত্যার কারণ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। বুদ্ধিজীবী হত্যার কয়েকটি কারণ হতে পারে-

১. বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি পাকিস্তানিদের বিদ্বেষ
২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীগণ বিভিন্নভাবে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন
৩. মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি সামরিক যুদ্ধের ব্যর্থতা
৪. স্বাধীনতার পর জাতিকে মেধাশূন্য করার চক্রান্ত

কাজটি করানোর সময় শিক্ষার্থীদের জানান যে- মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার বিপক্ষে এবং পাকিস্তানিদের পক্ষে কাজ করেছে এমন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বাংলাদেশে। ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২ থেকে বেশকিছু মামলার রায় দেওয়া হয়েছে এবং কয়েকজনের চূড়ান্ত শাস্তি কার্যকর করা হয়েছে।

পর্যালোচনা :

পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা যেন পাকিস্তানিদের অত্যাচার ও গণহত্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখুন।

পাঠ ৮: পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ

পৃষ্ঠা ৮-৯

শিখনফল :

১৪.১.২ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচার ও নির্যাতন সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৪.১.৪ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ঘটনা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮-৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংসতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ এসো লিখি

শ্রেণিতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে দেওয়া ছকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের বাহিনীগুলোর নাম লিখতে বলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বাহিনী সম্পর্কে এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ২ ও বিপক্ষের বাহিনী সম্পর্কে বিষয়বস্তু ৬-এ উঠে এসেছে। এ দুটি বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীরা ছকে নামগুলো লিখবে। এখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ও বিপক্ষের বাহিনীগুলোর কিছু নাম দেওয়া হলো–

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বাহিনী	মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের বাহিনী
তিনটি ব্রিগেড ফোর্স-এস, জেড ও কে ফোর্স	শান্তি কমিটি
মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিফৌজ	রাজাকার
বেসামরিক গেরিলা বাহিনী	আলবদর-আলশামস

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে এদেশের কয়েকজন শহিদ বুদ্ধিজীবীর ছবি দেওয়া আছে। কে কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন সে সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। এই কাজটি মূলত গবেষণাধর্মী কাজ। শিক্ষার্থীরা বড়দের কাছে শুনে, পত্রপত্রিকা থেকে বা অন্য কোথাও থেকে তাঁদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। এ কাজটির জন্য সহায়ক তথ্য নিচে দেওয়া হলো–

- ✓ অধ্যাপক গোবিন্দ চন্দ্র দেব-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক
- ✓ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী-নাট্যকার ও সাহিত্য সমালোচক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক
- ✓ অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক
- ✓ অধ্যাপক রাশীদুল হাসান-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক
- ✓ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন-'শিলালিপি' পত্রিকার প্রকাশক
- ✓ ডা. আলীম চৌধুরী-চক্ষু বিশেষজ্ঞ ও রাজনীতিবিদ
- ✓ ডা. আজহারুল ইসলাম-চিকিৎসক

এ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে বিভিন্ন বই-পুস্তক ও ওয়েবসাইটে। সেরকমই একটি সহায়ক ওয়েবসাইট হচ্ছে– h::p://www.genocidebangladesh.org/?page_id=32;

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে একটি অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে প্রাসঙ্গিক উত্তরটি লিখতে পারবে। এখানে মূল বিষয় হচ্ছে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা।

বুদ্ধিজীবীগণ দেশের জন্য শহিদ হয়েছিলেন। তাঁদের আত্মত্যাগ আমাদের দেশের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে। শিক্ষার্থীরা যেন তাঁদের আত্মত্যাগের মহিমা অনুধাবন করে তাঁদের সম্মান প্রদর্শনে অনুপ্রাণিত হয় তাই এই কাজটির মূল উদ্দেশ্য।

পর্যালোচনা :

পাকিস্তানি বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞ এবং অত্যাচার সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। ২৫এ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ পর্যন্ত তারা এদেশের মানুষের উপর যে নির্মম অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তা আবার মনে করিয়ে দিন। সেইসঙ্গে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নৃশংসতাও মনে করিয়ে দিন।

৫ পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও আমাদের বিজয়

মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টায় প্রতিবেশী দেশ ভারত নানাভাবে আমাদের সাহায্য করে। আশ্রয়গ্রহণকারী বাঙালি শরণার্থীদের ভারত খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা সেবা দেয়। তারা মিত্রবাহিনী নামে একটি সহায়তাকারী বাহিনী গঠন করে। অপারেশন জ্যাকপটে এই বাহিনী বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করে। মিত্রবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ২১এ নভেম্বর মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মিলে গঠন করা হয় যৌথবাহিনী।

১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করে। এর ফলে যৌথবাহিনী একযোগে স্থল, নৌ ও আকাশপথে পাল্টা আক্রমণ করে। তীব্র আক্রমণের ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। ফলে মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে যৌথবাহিনীর পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সত্যিকারের বিজয় অর্জিত হয়। প্রতিবছর ১৬ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় দিবস পালন করি। এর কিছুদিন পর ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেন এবং ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

ক| এসো বলি

মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালি জাতি কীভাবে বিজয় অর্জন করল– শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবে সেগুলো হলো :

- সামরিক বাহিনী
- সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ
- বৈদেশিক সমর্থন ও সহায়তা
- মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত কারণ

খ| এসো লিখি

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করার ছবিটি নিয়ে একটি ছোট অনুচ্ছেদ লেখ।

গ| আরও কিছু করি

পাশের ছবিটি লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার। তিনি পাঞ্জাবে জন্মগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ নিয়ে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ কর।

লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

ঘ| যাচাই করি

১৯৭১ সালের এই দিনগুলোতে কী ঘটেছিল?

২১এ নভেম্বর .....

৩রা ডিসেম্বর .....

১৬ই ডিসেম্বর .....

পাঠ ৯: পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও আমাদের বিজয়

পৃষ্ঠা ১০-১১

শিখনফল :

১৪.১.৫ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৯-১০ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা থেকে শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচার ও গণহত্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা আরেকবার সংক্ষেপে বলে পাঠটি পড়ানো শুরু করুন। মুক্তিযুদ্ধের শেষে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোনো ধারণা আছে কি না তা জিজ্ঞাসা করুন। যুদ্ধের শেষে বাঙালিদের বিজয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা কিছু জানলে তা বলতে তাদের উৎসাহিত করুন।

- শ্রেণিতে ১০ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীরা কী বুঝল তা যাচাই করুন। এই পাঠের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য মিত্রবাহিনীর সঙ্গে যৌথবাহিনী গঠন, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়লাভ ও পাকিস্তানি বাহিনীর ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ। প্রতিটি বিষয় শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিন।

কাজ এসো বলি

শ্রেণিতে ১০ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এখানে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় নিয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। মাত্র নয় মাসে কীভাবে বিজয় অর্জন করল তা নিয়ে শ্রেণিতে নানা রকম যুক্তি তর্কের আয়োজন হতে পারে।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো শিক্ষার্থীদের সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ আমাদের জাতীয় জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ কেন তা আবার মনে করিয়ে দিন।

পাঠ ১০: পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ ও আমাদের বিজয়

পৃষ্ঠা ১০-১১

শিখনফল :

১৪.১.৫ পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণের ঘটনা বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৯-১০ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শ্রেণিতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে ১০ নম্বর পৃষ্ঠায় দেওয়া পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের ছবিটি সম্পর্কে একটি ছোট অনুচ্ছেদ লিখতে বলা হয়েছে। ছবিতে উপস্থিত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করুন। তাঁদের নামগুলো শিক্ষার্থীদের অনুচ্ছেদ লিখতে সহায়তা করবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ সম্পর্কে কিছু তথ্য খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। এ কাজটি বাড়ির কাজ হিসেবে দিতে পারেন অথবা শ্রেণিতেও করাতে পারেন। এ সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য নিচে দেওয়া হলো-

১. ১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের জন্য সহায়তা পাঠিয়েছিলেন

২. ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নেতৃত্বে যৌথবাহিনী গঠিত হয়

৩. ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতীয় বিমানঘাঁটিতে পূর্বপরিকল্পিত বিমান হামলা চালায়

৪. ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে ১৯৭১ সালের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি তারিখ দেওয়া আছে এবং শিক্ষার্থীরা তারিখগুলোর পাশে ঘটনাগুলো লিখবে। প্রতিটি তারিখের ঘটনাসমূহ নিচে দেওয়া হলো।

✓ ২১ নভেম্বর: মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী মিলে গঠিত হয় যৌথ বাহিনী।

- ✓ ৩রা ডিসেম্বরঃ পাকিস্তানি বাহিনী ভারত আক্রমণ করে।
- ✓ ১৬ ডিসেম্বরঃ পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়।

পর্যালোচনা :

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে তা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। একই সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ঐতিহাসিক বিজয় সম্পর্কেও আরেকবার মনে করিয়ে দিন।

৬ মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় উপাধি

মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় উপাধি প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধে অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করে শহিদ হয়েছেন এমন সাতজনকে বীরশ্রেষ্ঠ (সর্বোচ্চ) উপাধি প্রদান করা হয়। নিচে তাঁদের ছবি দেওয়া হলো।

ক. ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
খ. ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
গ. সিপাহি হামিদুর রহমান
ঘ. ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ
ঙ. সিপাহি মোস্তফা কামাল
চ. ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন
ছ. ল্যান্স নায়েক মুন্সি আব্দুর রউফ

এছাড়াও সাহসিকতা এবং ত্যাগের জন্য আরও তিনটি উপাধি দেওয়া হয়েছে। উপাধিগুলো হলো :

- ★ বীর উত্তম
- ★ বীর বিক্রম
- ★ বীর প্রতীক

সকল মুক্তিযোদ্ধা এবং অগণিত সাধারণ মানুষের অবদানে আমরা লাভ করেছি আমাদের স্বাধীনতা।

ক| এসো বলি

মনে কর, সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যকে তোমরা সংবর্ধনা দেবে। মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ অবদানের জন্য তাঁদের পরিবারকে দেশের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা দাও।

খ| এসো লিখি

'এসো বলি'র বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশ্যে দেওয়া বক্তৃতাটি লেখ।

গ| আরও কিছু করি

এটি ঢাকায় অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। এই জাদুঘরে কী আছে বলে তোমাদের মনে হয়?

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মৃতিসৌধের নকশা তৈরি কর। স্মৃতিসৌধের ফলকে খোদাই করার জন্য কিছু কথা লেখ।

ঘ| যাচাই করি

বামপাশের সাথে ডানপাশের বাক্যাংশগুলো মিল কর :

ক. মুক্তিবাহিনী প্রধান	লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
খ. পাকিস্তানের এদেশীয় সহযোগী	জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী
গ. মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য দেওয়া সর্বোচ্চ পুরস্কার	রাজাকার
ঘ. যৌথবাহিনী প্রধান	বীর বিক্রম
	বীরশ্রেষ্ঠ

পাঠ ১১: মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় উপাধি

পৃষ্ঠা ১২-১৩

শিখনফল :

১৪.২.৩ মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া উপাধিগুলোর নাম বলতে পারবে।
১৪.৩.১ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে অংশ নেবে।

শিখন উপকরণ :

১২-১৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার এদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের চারটি রাষ্ট্রীয় উপাধিতে ভূষিত করেছেন। শ্রেণিতে এই স্বীকৃতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে পাঠটি পড়ানো শুরু করুন।

- শ্রেণিতে ১২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় সর্বোচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত সাতজন বীরশ্রেষ্ঠের নাম ও ছবি দেওয়া আছে। এছাড়া আরও তিনটি রাষ্ট্রীয় উপাধি বীর উত্তম, বীর বিক্রম ও বীর প্রতীক সম্পর্কেও বলা হয়েছে। কোন উপাধি কতজন মুক্তিযোদ্ধা পেয়েছেন তাও বলতে পারেন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ সম্পর্কে পড়ানো শেষে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চান।

ক| এসো বলি

- 'এসো বলি' অংশের কাজটি মূলত শিখনফল ১৪.৩.১-কে কেন্দ্র করে। এই কাজটিতে সাতজন বীরশ্রেষ্ঠ পরিবারের সদস্যকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের বক্তৃতা দিতে বলা হয়েছে। কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে বীরশ্রেষ্ঠদের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার জন্য তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

  শিক্ষার্থীদের বক্তৃতাটি যেন তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক হয়– সেদিকে খেয়াল রাখুন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় তারা যেন মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারে সেজন্য প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

পর্যালোচনা :

মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় উপাধি সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। মুক্তিযুদ্ধে মহান আত্মত্যাগের জন্য বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের এই স্বীকৃতি দিয়েছেন-এ বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ১২: মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় উপাধি

পৃষ্ঠা ১২-১৩

শিখনফল :

১৪.২.৩ মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া উপাধিগুলোর নাম বলতে পারবে।
১৪.৩.১ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশ গড়ার কাজে অংশ নেবে।

শিখন উপকরণ :

১২-১৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। এই অধ্যায়ে আলোচিত প্রতিটি বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন। প্রতিটি ঘটনা কেন আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা যেন শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

খ| এসো লিখি

শ্রেণিতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে উপরের 'এসো বলি' কাজটি থেকেই করতে বলা হয়েছে। 'এসো বলি' অংশে শিক্ষার্থীরা যে বক্তৃতা তৈরি করেছিল, তা লিখতে বলুন। শিক্ষার্থীদের লেখার সময় তাদের শব্দচয়ন ও লেখার মান খেয়াল করুন। বক্তৃতাটি যেন মানসম্পন্ন হয় সেজন্য তাদের সাহায্য করুন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটি শ্রেণিতে করাতে পারেন অথবা বাড়ির কাজ হিসেবেও দিতে পারেন। এই কাজটিতে মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী বা ৫০ তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি স্মৃতিসৌধের নকশা তৈরির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের কল্পনা মিশিয়ে স্মৃতিসৌধটির নকশা তৈরি করবে। শিক্ষার্থীদের আঁকা নকশাগুলো দেখুন, ভালো হলে প্রশংসা করুন।

স্মৃতিসৌধটির ফলকে খোদাই করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসর্গলিপি ধরনের কিছু কথা লিখতে বলুন। কথাগুলো যেন সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর হয় সেজন্য তাদের সহায়তা করুন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে ছকের বাম ও ডান পাশের বাক্যাংশগুলোর মিলকরণ করতে বলা হয়েছে।

এ অংশের প্রশ্নগুলোর উত্তর নিচে দেওয়া হলো–

ক. জেনারেল মুহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী

খ. রাজাকার

গ. বীরশ্রেষ্ঠ

ঘ. লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

পর্যালোচনা :

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সেই চেতনা শিক্ষার্থীদের মনে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন তারা যেন মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের সুমহান আত্মত্যাগের কথা মনে রেখে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়।

অধ্যায় ২

ব্রিটিশ শাসন

১ ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ

মোঘল আমলে পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ, ফরাসি বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী ব্যবসায় করতে ভারতীয় উপমহাদেশে আসে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা টিকে থাকে। ভারত এবং ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ১৬০০ সালে তারা ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে।

বাংলার সম্পদের জন্য এই অঞ্চলের প্রতি ইংরেজদের আগ্রহ ছিল। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। তিনি ১৭৫৬ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে বাংলার নবাব হন। তরুণ নবাবের সাথে তাঁর পরিবারের কিছু সদস্যের, বিশেষ করে খালা ঘষেটি বেগমের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল। এছাড়া রায়দুর্লভ এবং জগৎশেঠের মতো ব্যবসায়ীদের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হন তিনি।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা

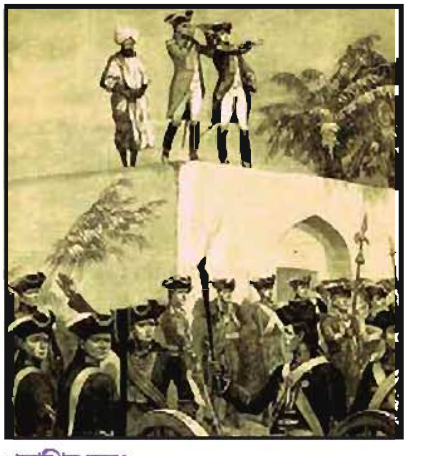

পলাশির যুদ্ধ

এই বণিকেরা অবশেষে ১৭৫৭ সালের ২৩এ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। সৈন্যবাহিনীর প্রধান মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নবাব পরাজিত হন। পরে নবাবকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলায় ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছরের ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

১. ইংরেজরা কেন ভারতে এসেছিলে?
২. বাংলার প্রতি ইংরেজদের কেন আগ্রহ ছিল?
৩. ১৭৫৭-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কারা বাংলা শাসন করে?
৪. নবাবের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করে?
৫. নবাব কেন যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন?
৬. পলাশির যুদ্ধের পরে কী হয়েছিল?

খ| এসো লিখি

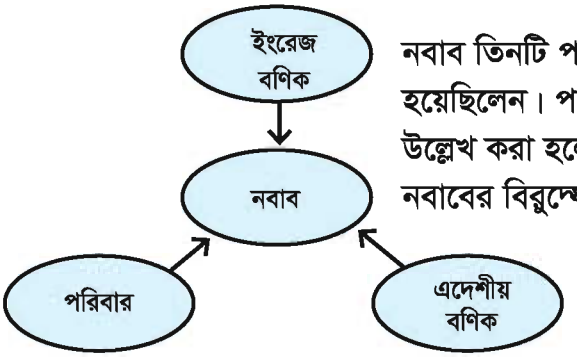

নবাব তিনটি পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। পাশের চিত্রে পক্ষগুলোর নাম উল্লেখ করা হলো। কোন পক্ষে কারা এবং কেন নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল তা লেখ।

গ| আরও কিছু করি

মোঘলরা বাংলাকে বলত 'যেকোনো জাতির স্বর্গ'। মোঘল আমলের বাংলার শাসকদের সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

পলাশির যুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়েছিল?

ক. ১৮৫৭ খ. ১৯৪৭ গ. ১৯১৪ ঘ. ১৭৫৭

অধ্যায় ২: ব্রিটিশ শাসন

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৫.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনকাল সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে।

শিখনফল :

১৫.১.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (শাসনকাল, আগমনের কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ

পৃষ্ঠা ১৪-১৫

শিখনফল :

১৫.১.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (শাসনকাল, আগমনের কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১৪-১৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ২০০ বছরেরও বেশি আগে সংঘটিত পলাশির যুদ্ধ ও সেই যুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ শাসন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রেণিতে এ বিষয়ে একটি ঘটনাপঞ্জি আঁকতে পারেন। আমাদের বর্তমান অবস্থান, এই সময় থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং তারও ২০০ বছরের বেশি আগে ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা -এই বিষয়গুলো ঘটনাপঞ্জিতে চিহ্নিত করুন।

- শ্রেণিতে ১৪ নম্বর পৃষ্ঠার প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ পড়ুন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন কেন ইংরেজ বণিকেরা এদেশে বাণিজ্য করতে আসে এবং সেই সময়ে বাংলার শাসক কে ছিলেন। তরুণ নবাব ও তাঁর চারপাশের সমস্যাগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন দক্ষতা যাচাই করুন। এরপর তৃতীয় অনুচ্ছেদটি পড়ুন। পলাশির যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে এই অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে ।

ক | এসো বলি

শ্রেণিতে ১৫ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে পলাশির যুদ্ধের পটভূমি এবং যুদ্ধকালীন ঘটনা নিয়ে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নগুলোর উত্তর আলোচনা করুন। প্রশ্নগুলোর উত্তর নিচে দেওয়া হলো-

১. বাণিজ্য করতে
২. এদেশের সম্পদ
৩. নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা
৪. নবাব বয়সে তরুণ ছিলেন এবং পরিবার ও ব্যবসায়ীরা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল
৫. নবাবের সেনাপতি তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।
৬. নবাবকে খুন করা হয় এবং ব্রিটিশরা ভারতের শাসনভার নেয়।

পর্যালোচনা :

পলাশির যুদ্ধের পটভূমি এবং এর ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন সেই সময়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বাংলা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পাঠ ২: ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ

পৃষ্ঠা ১৪-১৫

শিখনফল :

১৫.১.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (শাসনকাল, আগমনের কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১৪-১৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা পূর্বের পাঠে যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। তাদের কাছ থেকে এ যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে চাইতে পারেন।

খ | এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটিতে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী তিনটি পক্ষের নাম একটি চিত্রে দেখানো হয়েছে। এই পক্ষগুলোতে যাঁরা ছিলেন তাঁদের পরিচয় এবং নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কারণ লিখতে বলা

হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় পক্ষগুলো সম্পর্কে লিখবে। কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পলাশির যুদ্ধে নবাবের বিপক্ষ শক্তি সম্পর্কে নিজেদের জানা বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারবে। কোনো ঘটনার কারণগুলো কীভাবে আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শন করা যায় ও সংক্ষিপ্ত আকারে লেখা যায়- তার একটি ভালো উদাহরণ এই কাজটি।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে বাংলায় মোগল শাসকদের সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। এটি একটি গবেষণামূলক কাজ। এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীরা বই ও ওয়েবসাইটের সাহায্য নেবে। কাজটির জন্য সহায়ক কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হলো–

বাংলা মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৫৭৪ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলা ছিল মোঘল সাম্রাজ্যের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল। বাংলার সম্পদের উৎস ছিল ধান চাষ, মসলিনের মতো মিহি সুতা ও বস্ত্র, জাহাজ নির্মাণ। এছাড়া বাংলাতেই পাওয়া যেত পৃথিবীর সবচেয়ে মিহি পাটের আঁশ।

ঘ| যাচাই করি

এই অংশের কাজটিতে দেওয়া হয়েছে একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন। প্রশ্নটির মাধ্যমে পলাশির যুদ্ধ সংঘটনের সাল জানতে চাওয়া হয়েছে। সঠিক উত্তরটি হবে ঘ) ১৭৫৭ সাল।

পর্যালোচনা :

পলাশির যুদ্ধের পটভূমি সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। সেইসাথে এ যুদ্ধের ফলাফলস্বরূপ ভারত ও বাংলা অঞ্চলে কী ঘটেছিল-শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দিন। তাদের বুঝিয়ে বলুন-পলাশির যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব পরাজিত হয়েছিলেন এবং এরপর ধীরে ধীরে বাংলার শাসনভার ব্রিটিশদের হাতে চলে যায়। পরবর্তী প্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশরা এদেশ শাসন করে এবং অনেক বিদ্রোহ ও আন্দোলনের পর ১৯৪৭ সালে ভারত আবার স্বাধীন হয়।

২ বাংলায় ব্রিটিশ শাসন

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত একশ বছর এদেশে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন চলে। ইতিহাসে যা কোম্পানির শাসন নামে পরিচিত। কোম্পানির প্রথম শাসনকর্তা ছিলেন লর্ড ক্লাইভ। প্রায় একশ বছর পরে ১৮৫৭ সালে কোম্পানির নীতি ও শোষণের বিরুদ্ধে সিপাহিদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহ করে। ইংরেজরা এই বিদ্রোহ দমন করলেও শাসন ব্যবস্থা আগের মতো চালাতে পারেনি। কোম্পানির শাসন রদ করে ১৮৫৮ সালে বাংলাসহ সমগ্র ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রানি সরাসরি নিজ হাতে তুলে নেয় যা চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

ব্রিটিশ শাসনের কিছু খারাপ দিক :

- 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ফলে এদেশের মানুষের মধ্যে ধর্ম, বর্ণ, জাতি এবং অঞ্চলভেদে বিভেদ সৃষ্টি হয়।
- অনেক কারিগর বেকার ও অনেক কৃষক গরিব হয়ে যায় এবং বাংলায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ বাংলা ১১৭৬ সালে (ইংরেজি ১৭৭০) হয়েছিল যা 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত।
- অল্পসংখ্যক জমিদার অনেক জমির মালিক হন এবং বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গরিব হয়ে যায়।

ব্রিটিশ শাসনের কিছু ভালো দিক :

- নতুন নতুন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হয়।
- সড়কপথ ও রেলপথ উন্নয়ন এবং টেলিগ্রাফ প্রচলনের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়।
- শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ঘটে। এসময় সামাজিক সংস্কারসহ শিক্ষা, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

১৮১৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু কলেজ'

ক। এসো বলি

বাংলার ইতিহাসে এই ব্যক্তিদের ভূমিকা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- মীর জাফর
- মীর কাশিম
- লর্ড ক্লাইভ
- রাজা রামমোহন রায়

খ। এসো লিখি

ব্রিটিশদের 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির ফলে কী হয়েছিল?

গ। আরও কিছু করি

এই চারজন বাংলার নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের অবদান সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের কর।

রাজা রামমোহন রায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সৈয়দ আমীর আলী

ঘ। যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাকে ..... সাল থেকে ..... সাল পর্যন্ত ..... বছর শাসন করেছিল।

পাঠ ৩: বাংলায় ব্রিটিশ শাসন

পৃষ্ঠা ১৬-১৭

শিখনফল :

১৫.১.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (শাসনকাল, আগমনের কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, স্বাধীন আন্দোলন, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১৬-১৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ১৬০০ সাল থেকে ১৭৫৭ সাল সাল পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ অর্থাৎ এদেশে ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের আগ্রহ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়া পর্যন্ত গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন যে এর পরের ১০০ বছর অর্থাৎ ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল এই পাঠে আলোচনা করা হবে।

- শ্রেণিতে ১৬ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের মতামত যাচাই করুন। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের 'খারাপ' ও 'ভালো' দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী ধারণা পোষণ করে, তা যাচাই করুন।

  শিক্ষার্থীরা যেন ব্রিটিশ শাসনের 'ভালো' ও 'খারাপ' উভয় দিকই বুঝতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখুন। তাদের বলুন এই শাসনামলের শুধু ভালো বা শুধু খারাপ দিক বুঝলে হবে না, ভারতে কোম্পানি শাসনের প্রভাব বুঝতে হলে উভয় দিকই ভালোভাবে বুঝতে হবে।

কা এসো বলি

- শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই অংশে বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ চারজন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। সহায়ক বই বা অন্য কোনো উৎস থেকে তথ্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করুন।

  এই চারজন ব্যক্তি সম্পর্কে সহায়ক তথ্য নিচে দেওয়া হলো-

  মীর জাফর : মীর জাফর ছিলেন নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার অধীনস্থ সেনাপতি। তিনি উপঢৌকনের লোভে নবাবের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের দিন অর্থাৎ ২৩ জুন, ১৭৫৭ তারিখে মীর জাফর ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীরা যুদ্ধ না করে ব্রিটিশদের সহায়তা করেছিলেন। দুপুরের দিকে যুদ্ধ শুরুর আগে প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে নবাবের গোলাবারুদ ভিজে গেলে নবাব অনেকটাই অসহায় হয়ে পড়েন। এরপর মীর জাফর নবাবকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ করতে বলেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাজধানী রক্ষার

জন্য মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে অগ্রসর হলে নবাব নিজের লোকেদের হাতে ধরা পড়েন এবং নিহত হন। এরপর ব্রিটিশরা মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসায় কিন্তু মীর জাফর তাদের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করে। ব্রিটিশরা তখন মীর জাফরকে নবাবের আসন থেকে সরিয়ে তাঁর জামাতা মীর কাশিমকে বাংলার নবাব করে।

মীর কাশিম : মীর কাশিম বাংলার নবাব ছিলেন ১৭৬০ থেকে ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত। তিনি তাঁর শ্বশুর মীর জাফরের চেয়ে বেশি জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। কিন্তু তিনিও বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে সচেষ্ট ছিলেন এবং এজন্য ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুঘল বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সাথে যোগ দেন। কিন্তু এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। মীর কাশিম বক্সারের যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন এবং ফলাফলস্বরূপ বাংলায় কোম্পানির একচেটিয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

লর্ড ক্লাইভ : ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে একটি বাণিজ্য কোম্পানি থেকে ভারতের রাজনৈতিক শাসনকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। বক্সারের যুদ্ধের পর তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ ক্লাইভের শাসনাধীনে ছিল এবং তাদের কাছ থেকে তিনি বছরে প্রায় ৪ মিলিয়ন পাউন্ড রাজস্ব আদায় করতেন। তিনি ভারতে বেশকিছু প্রশাসনিক ও সামরিক সংস্কার করেছেন। লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৭ সালে ভারত ত্যাগ করেন।

রাজা রামমোহন রায় : বাংলায় নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। রামমোহন রায় তখনকার সামাজিক, শিক্ষাগত ও ধর্মীয় সংস্কারে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। পাশাপাশি তিনি ছিলেন একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ভারত থেকে ব্রিটিশদের রাজস্ব পাচারের বিরোধী।

পর্যালোচনা :

১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত কোম্পানি শাসনের ১০০ বছরের ভালো ও খারাপ দিকগুলো সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা যেন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পায় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

পাঠ ৪: বাংলায় ব্রিটিশ শাসন

পৃষ্ঠা ১৬-১৭

শিখনফল :

১৫.১.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (শাসনকাল, আগমনের কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১৬-১৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- কোম্পানির ১০০ বছরের শাসন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। কোম্পানি শাসনের প্রভাব সম্পর্কে আরেকবার মনে করিয়ে দিন।

খ| এসো লিখি

শিক্ষার্থীদের 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই অংশে ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সাথে 'ভাগ কর শাসন কর' নীতির যোগসূত্র খুঁজতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রথমে 'ভাগ কর শাসন কর' নীতিটি সম্পর্কে বলুন। এ সম্পর্কে সহায়ক তথ্য নিচে দেওয়া হলো-

ব্রিটিশ ইস্ট কোম্পানি যখন ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করে তার আগ পর্যন্ত মুসলিম শাসকেরা ক্ষমতায় ছিল। মুসলিম শাসকদের ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশরা ভারতের হিন্দুদের পৃষ্ঠপোষকতা করার চিন্তা করে। এরই একটা ফলাফল ছিল হিন্দু গণজাগরণ। যতদিন ব্রিটিশদের জন্য হিন্দু গণজাগরণ একটা হুমকিতে পরিণত হয়নি ততদিন পর্যন্ত ব্রিটিশরা এই পৃষ্ঠপোষকতা চালিয়ে যায়। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানদের আলাদা করে দেবার এই নীতিই 'ভাগ কর শাসন কর' নীতি হিসেবে পরিচিত।

ব্রিটিশদের এই নীতির অন্যতম উদাহরণ হিন্দু কলেজ। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রিটিশরা হিন্দুদের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে থাকে। ১৮১৬ সালে রাজা রামমোহন রায়কে প্রতিষ্ঠাতা কমিটির প্রধান করে স্কটিশ ঘড়িনির্মাতা ডেভিড হেয়ার এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। শুরুতে এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল ২০ জন। ১৮২৮ সালে এই কলেজের ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০০ জনে, ছাত্ররা সবাই ছিল হিন্দু। পরে ১৮৫৩ সালে লর্ড ডালহৌসি কলেজটিকে স্থানান্তর করেন এবং এর নাম দেন প্রেসিডেন্সি কলেজ। এতে করে মুসলমান শিক্ষার্থীরাও ভর্তির সুযোগ পায় তবে সেই সময়েও কলেজে হিন্দু শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি ছিল। ডালহৌসির স্থানান্তরিত সেই ভবনে প্রেসিডেন্সি কলেজ এখনও আছে।

শিক্ষার্থীরা কাজটির উত্তরে লিখতে পারে-'ব্রিটিশরা এই কলেজটি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেবল হিন্দুদেরই শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিল যাতে করে মুসলিমরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।"

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে বাংলার নবজাগরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন এমন চারজন ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য খুঁজতে বলা হয়েছে। এটি একটি গবেষণাধর্মী কাজ। এই কাজটির জন্য সহায়ক তথ্য নিচে দেওয়া হলো-

রাজা রামমোহন রায় : রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে 'এসো বলি' অংশে বেশকিছু তথ্য দেওয়া আছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) : বিদ্যাসাগর একজন সমাজ সংস্কারক ছিলেন। তিনি বাংলা বর্ণমালাকে সহজতর করে তুলেছিলেন। আধুনিক বাংলা গদ্যের যাত্রা শুরু হয় তাঁর হাত ধরে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতে বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ আইন প্রচলনের অন্যতম পুরোধা।

নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) : কলকাতার অন্যতম সমাজ সংস্কারক ছিলেন তিনি। হিন্দুদের সাথে সাথে মুসলমান শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। সমাজ সংস্কারে অসাধারণ অবদানের জন্য ব্রিটিশ সরকার ১৮৮০ সালে তাঁকে 'নবাব' উপাধি দেয়।

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) : সৈয়দ আমীর আলীও একজন সমাজ সংস্কারক। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। মুসলমানদের মধ্যে একইসাথে শিক্ষা ও রাজনীতি প্রসারের উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি। ব্রিটেনেও আইন বিষয়ে কাজ করেছেন তিনি। সৈয়দ আমীর আলীই ১৯১০ সালে ব্রিটেনের প্রথম মসজিদ তৈরি করেন।

ঘ। যাচাই করি

এই অংশে একটি বাক্যে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু ৩-এর আলোকে উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করবে। এই কাজটিতে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল চিহ্নিত করতে বলা হয়েছে। সঠিক উত্তরটি নিচে দেওয়া হলো–

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ১০০ বছর শাসন করেছিল।

পর্যালোচনা :

ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে উল্লেখযোগ্যভাবে সমাজ সংস্কার হয়েছে। এ সময় হিন্দু ও মুসলমান, উভয় ধর্মের অনেকেই সমাজে বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজ করে গেছেন। সেইসব কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন।

৩ ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ

আঠার শতকের শেষভাগ থেকে উনিশ শতক জুড়ে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে অনেকবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এমনই একটি আন্দোলনে বিদ্রোহী নেতা তিতুমির ইংরেজ বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য বারাসতের কাছে নারকেলবাড়িয়া গ্রামে একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৩১ সালের যুদ্ধে তিতুমির পরাজিত ও নিহত হন।

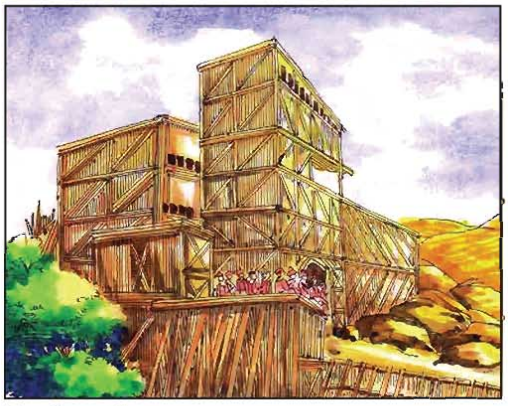

তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা

মঙ্গল পাণ্ডে

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের গুরুত্ব অপরিসীম পশ্চিম বাংলার ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে এ বিদ্রোহ শুরু হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।

সিপাহি বিদ্রোহের কিছু কারণ :

- সেনাবাহিনীতে সিপাহি পদে ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্য ছিল। সেখানে পঞ্চাশ হাজার ব্রিটিশ এবং তিন লক্ষ ভারতীয় সিপাহি ছিল।
- ভারতের বিভিন্ন এলাকার সৈন্যদের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল।
- ১৮৫৬ সালের পর ভারতের বাইরেও সৈন্যদের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
- কামান ও বন্দুকের কার্তুজ পিচ্ছিল করার জন্য গরুর এবং শুকরের চর্বি ব্যবহারের গুজব নিয়ে ধর্মীয় অশান্তি তৈরি করা হয়েছিল।
- সৈন্যদের আন্দোলনকে সমর্থন জানানোর জন্য সাধারণ মানুষ প্রস্তুত ছিলেন। এই আন্দোলন দ্রুতই সৈন্যদের থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হাতে এ বিদ্রোহ দমন করে। এ বিদ্রোহে প্রায় এক লক্ষ ভারতীয় মারা যায়।

পরবর্তীতে ভারতের শাসনভার ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে মহারানি ভিক্টোরিয়ার হাতে চলে যায়। তিনি স্বাধীনভাবে ভারত শাসন করতে থাকেন।

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহের কারণগুলো আলোচনা কর। প্রতিটি কারণ কেন গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

খ| এসো লিখি

সিপাহি বিদ্রোহের কারণগুলো গুরুত্ব অনুসারে সাজিয়ে লেখ :

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ
১.
২.
৩.
৪.
৫.

গ| আরও কিছু করি

ঢাকার বাহাদুর শাহ্ পার্কে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহী বাঙালি সিপাহিদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এখানে একটি স্মৃতিসৌধ আছে। এই পার্ক সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ কর।

বাহাদুর শাহ্ কে ছিলেন? ১৯ শতকে এই পার্কের নাম 'ভিক্টোরিয়া পার্ক' রাখা হয় কেন?

১৯৫৭ সালে নির্মিত সিপাহি বিদ্রোহের স্মৃতিসৌধ, বাহাদুর শাহ্ পার্ক, ঢাকা।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলাফল কী ছিল?

পাঠ ৫: ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ

পৃষ্ঠা ১৮-১৯

শিখনফল :

১৫.১.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (শাসনকাল, আগমনের কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১৮-১৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা ১৮৫৭ সালে বাংলায় সংঘটিত সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে কিছু জানে কি না তা যাচাই করুন। এছাড়া তারা তিতুমির ও তাঁর বাঁশের কেল্লা সম্পর্কে কী জানে-তাও যাচাই করুন। ব্রিটিশ শাসনামলে এই বিদ্রোহ দুইটি ব্যাপক আকারে সংঘটিত হয়। তিতুমির বিদ্রোহ করেছেন একইসাথে ব্রিটিশ শাসক ও অত্যাচার। জমিদারদের বিরুদ্ধে, তাঁর আন্দোলন অনেকাংশেই ধর্মীয় আন্দোলন ছিল। অন্যদিকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর অধীনস্থ সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছিল মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের প্রতিবাদে।

- শ্রেণিতে ১৮ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে কোম্পানি শাসনামলের দুইটি বড় বিদ্রোহ—তিতুমিরের বিদ্রোহ ও সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিদ্রোহগুলো ভালোভাবে পড়ান এবং তিতুমিরের বিদ্রোহ ও সিপাহি বিদ্রোহের মধ্যে পার্থক্য ভালোভাবে বুঝিয়ে বলুন। এই বিদ্রোহগুলোর ফলাফল বুঝিয়ে দিন।

কা এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' কাজটি করান। এই কাজে সিপাহি বিদ্রোহের কারণগুলো আলোচনা করতে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি কারণের গুরুত্বও আলোচনা করতে বলা হয়েছে। ১৮ নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লিখিত প্রতিটি কারণ কেন বিদ্রোহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন। যেহেতু এই বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহ সেকারণে ভারতীয় সকল জনগণের চেয়ে কেবল সিপাহিদের সাথে সম্পর্কিত এমন বিষয়গুলোই এখানে আলোচনা করুন।

পর্যালোচনা :

কোনো অসন্তোষ বা ক্ষোভ থেকে কীভাবে একটি বড় বিদ্রোহের সৃষ্টি হয় তা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ থেকেই যে সিপাহি বিদ্রোহ ঘটেছিল তা আবার শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৬: ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ

পৃষ্ঠা ১৮-১৯

শিখনফল :

১৫.১.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (শাসনকাল, আগমনের কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

১৮-১৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- তিতুমিরের বিদ্রোহ ও সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। সিপাহি বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন। এতে একইসাথে বিদ্রোহগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণাও জানতে পারবেন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে সিপাহি বিদ্রোহের কারণগুলো গুরুত্ব অনুসারে সাজাবে। যেহেতু শ্রেণিতে বেশ কিছু জোড়া হবে সেহেতু একেক জোড়া একেকভাবে কারণগুলো সাজাবে এটা স্বাভাবিক। শিক্ষার্থীরা যেভাবেই কারণগুলো সাজাক না কেন, প্রতিটি জোড়াকে জিজ্ঞাসা করুন তারা কী কী কারণে গুরুত্বের এই ক্রমটি বেছে নিয়েছে।

গ| আরও কিছু করি

এই অংশের কাজটিতে বাহাদুর শাহ্ পার্কের ছবি দেওয়া আছে। এই পার্কটি সিপাহি বিদ্রোহের প্রতীক। এই পার্কটির নামকরণ করা হয় বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেওয়া মোঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নামানুসারে। ১৮৫৭ সালে এই স্থানে বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে শাস্তি দেওয়া হয়। ১৮৫৮ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার ভারতের সিংহাসনে আরোহণের ঘোষণাও দেওয়া হয় এই পার্কটি থেকে এবং পার্কটির নাম রাখা হয় 'ভিক্টোরিয়া পার্ক'। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে পার্কটির নাম রাখা হয় 'বাহাদুর শাহ পার্ক'। ১৯৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের শহিদদের স্মরণে এখানে একটি স্মৃতিসৌধ নিমাণ করা হয়।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে সিপাহি বিদ্রোহের ফলাফল সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। সিপাহি বিদ্রোহের কয়েকটি ফলাফল নিচে দেওয়া হলো-

- এ যুদ্ধে অনেক সৈন্য নিহত হয়েছিল।

- অসন্তোষ স্থায়ী হয়েছিল।
- রানি ভিক্টোরিয়া ভারতের মহারানি হয়েছিলেন এবং ভারতে প্রথম ভাইসরয় নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

পর্যালোচনা :

১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহ সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এ বিদ্রোহকে বলা হয় 'ভারতের ইতিহাসে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন'। এই নামকরণের তাৎপর্য বুঝিয়ে বলুন।

৪ পরবর্তী প্রতিরোধ আন্দোলন

বিশ শতক পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে। শিক্ষা প্রসার এবং নবজাগরণের ফলে দেশপ্রেমের চেতনা বিস্তার লাভ করে। ১৮৮৫ সালে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' নামে রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। ব্রিটিশরা ভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রসারে ভীত হয়ে পড়ে এবং ১৯০৫ সালে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, একে বঙ্গভঙ্গ বলে। আসামকে অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ববাংলা অঞ্চল গঠিত হয়। কিন্তু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হলে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয় অর্থাৎ দুই বাংলাকে একত্রিত করে দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ ছিল ১৯০৬ সালে ভারতীয় মুসলিম লীগ নামে রাজনৈতিক দল গঠন। ভারতের বড় আন্দোলনগুলোর মধ্যে ছিল স্বরাজ আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন এবং সশস্ত্র যুব বিদ্রোহ। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে ক্ষুদিরাম, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং মাস্টারদা সূর্যসেনের আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা চিরস্মরণীয়। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অনেক সাহসী তরুণ ব্রিটিশদের পক্ষে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তাই বলে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেমে থাকেনি স্বাধীনতারজন্য ভারতীয়দের আন্দোলন চলতে থাকে।

ক্ষুদিরাম বসু

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

মাস্টারদা সূর্যসেন

রাজনৈতিক আন্দোলনের তৃতীয় ধাপে নেতৃত্ব দিয়েছেন নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এবং শের-ই-বাংলা এ. কে. ফজলুল হক। এসময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের কবিতা, গান ও লেখার মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধিকার চেতনা আরও বেগবান হয়। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া এসময় নারীশিক্ষা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ইংরেজরা ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং পাকিস্তান ও ভারত নামে দুইটি আলাদা রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ক| এসো বলি

কবি সাহিত্যিকগণ কীভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে পারেন, শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে বিশ শতকে বাংলায় যেসব প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছে, সেগুলোর একটি ঘটনাপঞ্জি তৈরি কর।

গ| আরও কিছু করি

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং বেগম রোকেয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের কর।

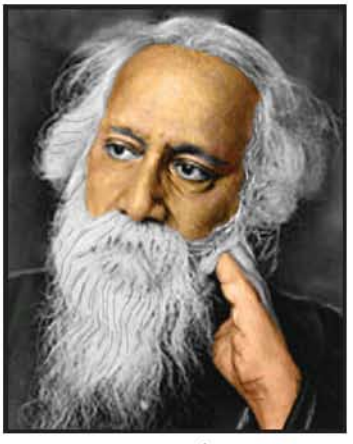

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাজী নজরুল ইসলাম

বেগম রোকেয়া

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

নিচের কোনটি বাংলার নবজাগরণের সাথে সম্পর্কিত?

ক. নতুন ভবন খ. শিল্প সাহিত্য গ. জন্মহার ঘ. সিপাহি বিদ্রোহ

পাঠ ৭: পরবর্তী প্রতিরোধ আন্দোলন

পৃষ্ঠা ২০-২১

শিখনফল :

১৫.১.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (শাসনকাল, আগমনের কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

২০-২১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কী জানে তা যাচাই করুন। তারা এ সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের লেখা কোনো কবিতা বা ছড়া পড়েছে কি না তাও জিজ্ঞাসা করুন।

- শ্রেণিতে ২০ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনামলে সংঘটিত আন্দোলনগুলোর তিনটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে, এই পর্যায়গুলো ভালোভাবে চিহ্নিত করুন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের অধীনে হওয়া বঙ্গভঙ্গ কীভাবে ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগকে প্রভাবিত করেছে তা আলোচনা করুন। অনেকেই ভেবেছিলেন যে বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ব বাংলা লাভবান হয়েছিল কারণ তখন থেকে ঢাকাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল এবং এর ফলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশের কাজটিতে রাজনৈতিক আন্দোলনে কবি সাহিত্যিকগণের ভূমিকা আলোচনা করতে বলা হয়েছে। বাংলার বিভিন্ন কবিতা, গান বা অন্যান্য লেখা থেকে এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করুন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'প্রার্থনা' কবিতাটির উদাহরণ দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিতে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি লিখেছিলেন, এই গানটি মানুষের মনে বাংলার একাত্মতার বোধ তৈরি করেছিল, বঙ্গভঙ্গ রদ করতে গানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আবার কাজী নজরুল ইসলামের বিভিন্ন লেখাও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসারে সাহায্য করেছিল।

পর্যালোচনা :

প্রতিরোধ আন্দোলন একটা সফল পরিণতি না পাওয়া পর্যন্ত কীভাবে বছরের পর বছর চলতে থাকে তা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। ভারত স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত একের পর এক প্রতিরোধ আন্দোলন কিভাবে ভারতের স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করেছে তা আবার বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৮: পরবর্তী প্রতিরোধ আন্দোলন

পৃষ্ঠা ২০-২১

শিখনফল :

১৫.১.১ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন (শাসনকাল, আগমনের কারণ, ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, স্বাধীনতা আন্দোলন, ১৯৪৭-এর স্বাধীনতা) সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

২০-২১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিরোধ আন্দোলনগুলোর তিনটি পর্যায় সম্পর্কে গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে কোনো পর্যায়েরই অবদান কম নয়।

খ| এসো লিখি

২১ নম্বর পৃষ্ঠা থেকে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে সিপাহি বিদ্রোহ পরবর্তী বিভিন্ন আন্দোলনের একটি ঘটনাপঞ্জি করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ১৮৫৮ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিদ্রোহগুলোর সময় ঘটনাপঞ্জি উল্লেখ করবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম ও বেগম রোকেয়ার সম্পর্কে কিছু তথ্য খুঁজতে বলা হয়েছে। এই তিনজনের সাহিত্যকর্ম বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নিচে এই তিন বরেণ্য সাহিত্যিক সম্পর্কে কিছু তথ্য দেওয়া হলো-

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) : বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন একাধারে একজন কবি, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, চিত্রকর। তাঁর গানের গীতিকার, সুরকার ও শিল্পী-সব ছিলেন তিনি নিজেই। ১৯১৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করা রবীন্দ্রনাথই ছিলেন প্রথম অ-ইউরোপীয় নোবেল বিজয়ী। ১৯১৫ সালে তিনি পঞ্চম জর্জ কর্তৃক নাইট উপাধি লাভ করেন কিন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালে তিনি এ উপাধি পরিত্যাগ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারত ও বাংলাদেশ-দুদেশেরই জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) : কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি। তাঁর রচনাশৈলীর জন্য তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। লেখার পাশাপাশি তিনি ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করেছিলেন। নারী স্বাধীনতার জন্যও কাজী নজরুল ইসলাম লড়াই করেছেন। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্যই তাঁকে 'বিদ্রোহী কবি' খেতাব দেওয়া হয়।

বেগম রোকেয়া : পাঠ্যবইয়ের ৬৪ নম্বর পৃষ্ঠায় বেগম রোকেয়া সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে একটি সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু ৩ ও ৪ থেকে শিক্ষার্থীরা বাংলার নবজাগরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে। এই প্রশ্নটিতে জানতে চাওয়া হয়েছে বাঙালি নবজাগরণ কিসের সাথে সম্পর্কিত? প্রশ্নটির সঠিক উত্তর খ) শিল্পসাহিত্য।

পর্যালোচনা :

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ সবগুলো ঘটনা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এই অধ্যায়ে এই ঘটনাগুলোই আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কীভাবে ব্রিটিশদের ভারত উপমহাদেশ ত্যাগ ত্বরান্বিত করেছিল-সে সম্পর্কেও ধারণা দিন।

অধ্যায় ৩

বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

১ মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর

বাংলাদেশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন আছে। এই নিদর্শনগুলো থেকে আমরা অতীতের সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে জানতে পারি।

মহাস্থানগড়

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৯০০ বছরের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে এই নিদর্শন। মৌর্য আমলে এই স্থানটি 'পুণ্ড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল। বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে করতোয়া নদীর তীরে মহাস্থানগড় অবস্থিত।

এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- চওড়া খাদবিশিষ্ট প্রাচীন দুর্গ
- প্রাচীন ব্রাহ্মী শিলালিপি
- মন্দিরসহ অন্যান্য ধর্মীয় ভগ্নাবশেষ
- পোড়ামাটির ফলক, ভাস্কর্য, ধাতব মুদ্রা, পুঁতি
- ৩.৩৫ মিটার লম্বা 'খোদাই পাথর'

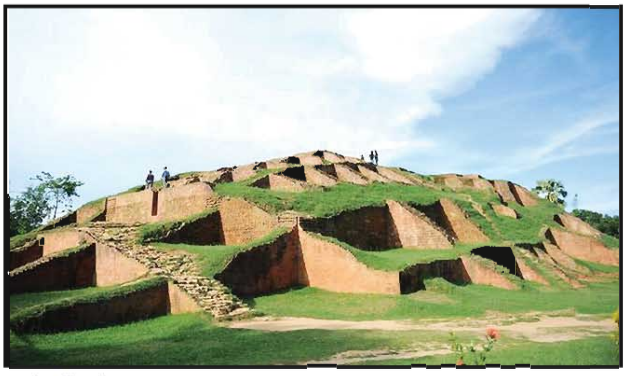

মহাস্থানগড়

উয়ারী-বটেশ্বর

নরসিংদী জেলার উয়ারী ও বটেশ্বর নামক দুইটি গ্রামে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের মৌর্য আমলের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সভ্যতাটি সমুদ্র বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কিত ছিল। প্রাচীন নগরসভ্যতার নিদর্শনস্বরূপ এখানে প্রাচীন রাস্তাঘাটও পাওয়া গেছে। এখানে প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে রৌপ্যমুদ্রা, হাতিয়ার এবং পাথরের পুঁতি।

উয়ারী-বটেশ্বরের নিদর্শনসমূহ

ক। এসো বলি

প্রাচীন নিদর্শনগুলো রক্ষা করা প্রয়োজন কেন, শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। জাদুঘরে সংরক্ষিত নিদর্শনগুলো থেকে আমরা কী জানতে পারি?

খ। এসো লিখি

পাথরে খোদাই করা বুদ্ধের দণ্ডায়মান চিত্রটি লক্ষ কর। যারা এটা দেখেনি, তাদের জন্য এটি সম্পর্কে বর্ণনামূলক একটি রচনা লেখ।

খোদাই পাথর

গ। আরও কিছু করি

পর্যটকদের জন্য মহাস্থানগড়ের একটি আকর্ষণীয় পোস্টার তৈরি কর। মহাস্থানগড়ের কোন কোন বিষয় মানুষকে আকৃষ্ট করবে?

ঘ। যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

দুইটি নিদর্শনই খ্রিস্টপূর্ব ..... অব্দের কাছাকাছি ..... সাম্রাজ্যের ইতিহাস বহন করে।

অধ্যায় ৩: বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৫.২ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন ও সংশ্লিষ্ট ইতিহাস সংক্ষেপে জানবে।

শিখনফল :

১৫.২.১ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁ, লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল) সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.২.২ এসব ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সময় ও যুগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.২.৩ এসব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
১৫.২.৪ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর

পৃষ্ঠা ২২-২৩

শিখনফল :

১৫.২.১ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁ, লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল) সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.২.২ এসব ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সময় ও যুগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.২.৩ এসব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
১৫.২.৪ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২২-২৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা বাংলাদেশের কোনো ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখেছে কি না। এদেশের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলো কোন কোন সময়ের তা একটি টাইমঘটনাপঞ্জি লাইন এঁকে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন।

- শ্রেণিতে ২২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে বাংলাদেশের প্রাচীন দুই নিদর্শন মহাস্থানগড় ও উয়ারী বটেশ্বর

সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নিদর্শন সম্পর্কে পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করুন। শিক্ষার্থীদের বলুন বাংলাদেশের প্রাচীনতম স্থাপত্য নিদর্শন মহাস্থানগড়, মহাস্থানগড়ে গড়ে উঠেছিল এ অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন নগর সভ্যতা। তাদের আরও জানান যে উয়ারী বটেশ্বরের সভ্যতাও এই অঞ্চলে বৌদ্ধ সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

কা এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে প্রাচীন নিদর্শনগুলো রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। কিছু শিক্ষার্থী যদি এই নিদর্শনগুলো রক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তা খুঁজে না পায়, তাহলে ছোট পরিসরে একটি বিতর্ক আয়োজন করতে পারেন। বিতর্কে দুই দলের যুক্তি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তারা একসময় নিদর্শনগুলো রক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারবে।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর মধ্যে মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এই নিদর্শনগুলো রক্ষার গুরুত্ব আলোচনা করুন। সেই সাথে নিদর্শনগুলো রক্ষায় আমাদের প্রত্যেকের কী করণীয় তা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন।

পাঠ ২: মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর

পৃষ্ঠা ২২-২৩

শিখনফল :

১৫.২.১ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁ, লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল) সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.২.২ এসব ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সময় ও যুগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.২.৩ এসব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
১৫.২.৪ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২২-২৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। এই নিদর্শনগুলো রক্ষা করা প্রয়োজন কেন সে সম্পর্কেও আরেকবার বলুন। গত পাঠের পর এই নিদর্শনগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনোরকম ধারণাগত পরিবর্তন হয়েছে কি না তা জানতে চান।

খ| এসো লিখি

এই অংশের কাজটিতে একটি প্রাচীন বুদ্ধমূর্তির ছবি দেওয়া আছে এবং শিক্ষার্থীদের এই মূর্তিটি সম্পর্কে একটি বর্ণনামূলক লেখা লিখতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বলুন মূর্তিটি ভালোভাবে দেখে বর্ণনা লিখতে। শিক্ষার্থীরা যেন গুছিয়ে মূর্তিটি সম্পর্কে লিখতে পারে সেজন্য প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন। তাদের ভাষা যেন প্রাসঙ্গিক ও আকর্ষণীয় হয় সে বিষয়ে লক্ষ রাখুন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে পর্যটকদের উদ্দেশ্যে মহাস্থানগড় সম্পর্কে একটি পোস্টার তৈরি করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পোস্টারটি তৈরি করতে বলুন। মহাস্থানগড়ের কোন কোন জিনিস পর্যটকদের আকৃষ্ট করবে তা পোস্টারে অন্তর্ভুক্ত করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা আকর্ষণীয় জিনিসগুলো সম্পর্কে লিখে বা ছবি এঁকে বা অন্য কোনো উপায়ে পোস্টারে তথ্য দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের পোস্টারগুলো যেন আকর্ষণীয় হয় সেজন্য প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করুন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূর্ণ করতে বলা হয়েছে।
বাক্যটিতে বিষয়বস্তু ১-এ আলোচিত মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই কাজটির উত্তর নিচে দেওয়া হলো-
দুইটি নিদর্শনই খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০-৪০০ অব্দের কাছাকাছি মৌর্য সাম্রাজ্যের ইতিহাস বহন করে।

পর্যালোচনা :

মহাস্থানগড় ও উয়ারী-বটেশ্বর সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এই নিদর্শনগুলো রক্ষার গুরুত্ব ও আমাদের করণীয় শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

২ পাহাড়পুর ও ময়নামতি

পাহাড়পুর

এই ঐতিহাসিক নিদর্শনটি ৭৮১-৮২১ খ্রিস্টাব্দে পাল রাজা ধর্মপালের শাসনামলে নির্মিত হয়। পাহাড়পুর রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। এখানে ২৪ মিটার উঁচু গড় রয়েছে, এটি 'সোমপুর মহাবিহার' নামেও পরিচিত।

পাহাড়পুর

এই চমৎকার বৌদ্ধ বিহারের চারপাশে ১৭৭টি গোপন কুঠুরি আছে। এছাড়া এখানে মন্দির, রান্নাঘর, খাবার ঘর এবং পাকা নর্দমা আছে। এখানে পাওয়া গেছে জীবজন্তুর মূর্তি ও টেরাকোটা।

ময়নামতি

ময়নামতি

অষ্টম শতকের রাজা মাণিক চন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতির কাহিনী এই জায়গার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে কুমিল্লা শহরের কাছে ময়নামতি অবস্থিত।

এটি বৌদ্ধ সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। তবে এখানে হিন্দু ও জৈন ধর্মেরও নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধাসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানকার অন্যান্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে জীবজন্তু অঙ্কিত পোড়ামাটির ফলক, যেমন বেজির সঙ্গে যুদ্ধরত গোখরা সাপ, আগুয়ান হাতি ইত্যাদি। এখানকার জাদুঘরে বিভিন্ন মুদ্রা ও পাথরের ফলকের নিদর্শনও আছে।

ক| এসো বলি

পাহাড়পুর ও ময়নামতির মধ্যে কোন স্থানটি তোমরা দেখতে যেতে চাও তা জোড়ায় আলোচনা কর। স্থানটি দেখতে চাওয়ার কারণগুলো কী কী?
কীভাবে তোমার পরিবারের সদস্যদের এ স্থানটিতে যেতে রাজি করাবে?

খ| এসো লিখি

ছবিতে দেওয়া এই চমৎকার পোড়ামাটির ফলকটি পাহাড়পুরে পাওয়া গেছে। পর্যটকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত লিফলেটের জন্য ফলকটি সম্পর্কে একটি উপযুক্ত বাক্য তৈরি কর।

গ| আরও কিছু করি

মনে কর, তুমি একজন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং তুমি পাহাড়পুর আবিষ্কার করেছ। সেখানে খনন করার পর তুমি যা যা খুঁজে পেতে পার সেগুলোর বর্ণনা দাও।

ঘ| যাচাই করি

নিচের নিদর্শনগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে পাওয়া গেছে। যে বিষয়টি যে স্থানের, ছকে সে অনুযায়ী লেখ।

উঁচুগড়　　বৌদ্ধ ধর্মীয় নিদর্শন　　গোপন কুঠুরি
অষ্টম শতক　　বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল　　বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল

পাহাড়পুর	পাহাড়পুর ও ময়নামতি	ময়নামতি

পাঠ ৩: পাহাড়পুর ও ময়নামতি

পৃষ্ঠা ২৪-২৫

শিখনফল :

১৫.২.১ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁ, লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল) সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.২ এসব ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সময় ও যুগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.৩ এসব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

১৫.২.৪ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২৪-২৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- পাহাড়পুর ও ময়নামতির নিদর্শন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিন। সম্ভব হলে মানচিত্রে এই স্থানগুলো চিহ্নিত করুন। এতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে প্রাচীন বাংলাদেশে কত বৈচিত্র্যময় সভ্যতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

- শ্রেণিতে ২৪ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এখানে পাহাড়পুর ও ময়নামতির নিদর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নিদর্শন সম্পর্কে পড়ার সময় শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করুন। নিদর্শনগুলোর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব সহকারে পড়ান।

কা এসো বলি

- শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন তারা পাহাড়পুর ও ময়নামতির মধ্যে কোন স্থানটি দেখতে যেতে চায় এবং কেন? এছাড়া তারা কীভাবে পরিবারের অন্য সদস্যদের রাজি করাতে পারে সে বিষয়েও আলোচনা করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনা করার জন্য সময় দিন এবং তারপর উপস্থাপন করতে বলুন।

পর্যালোচনা :

পাহাড়পুর ও ময়নামতি সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এই নিদর্শনগুলো থেকে প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে কী ধারণা পাওয়া যায়-তা শিক্ষার্থীদের বলুন।

পাঠ ৪: পাহাড়পুর ও ময়নামতি

পৃষ্ঠা ২৪-২৫

শিখনফল :

১৫.২.১ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁ, লালবাগকেল্লা ও আহসান মঞ্জিল) সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.২ এসব ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সময় ও যুগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.৩ এসব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

১৫.২.৪ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২৪-২৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- পাহাড়পুর ও ময়নামতির নিদর্শন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা গত পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। এই নিদর্শন দুইটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আরও কোনো তথ্য জানে কি না তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন সে সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের বলুন।

খ| এসো লিখি

এই কাজটিতে শিক্ষার্থীদের একটি লিফলেট তৈরি করতে বলা হয়েছে। কাজটিতে দেওয়া পোড়ামাটির চমৎকার ফলকটি লিফলেটে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। এই ছবিটির জন্য শিক্ষার্থীরা একটি পরিচিতিমূলক শিরোনাম/ক্যাপশন দেবে। ক্যাপশনটি সংক্ষিপ্ত, আকর্ষণীয় ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন একটি ভালো ক্যাপশন খুঁজে পায় সেদিকে লক্ষ রাখুন। তারা পোড়ামাটির এই ফলকটি সম্পর্কে আরও কোনো তথ্য জানলে তাও লিখতে পারে, যেমন-এখানে কোন রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, এই ধরনের তথ্য লিখতে পারে।

গ| আরও কিছু করি

শ্রেণিতে 'আরও কিছু করি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে শিক্ষার্থীদের পাহাড়পুর আবিষ্কারের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলা হয়েছে। এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করতে হবে। নিজেদের একজন প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে চিন্তা করে তারা বর্ণনাটি লিখবে। পাহাড়পুর কোন শাসনামলের এবং সেই শাসনামলের কোন কোন জিনিস সেখানে পাওয়া সম্ভব সে বিষয়ে বিষয়বস্তু ২ শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে।

ঘ| যাচাই করি

শ্রেণিতে 'যাচাই করি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের সাথে সম্পর্কিত কিছু জিনিসের নাম দেওয়া আছে। কাজে দেওয়া ছকটির নির্ধারিত স্থানে শিক্ষার্থীরা এই জিনিসগুলোর নাম লিখবে। অর্থাৎ যে স্থানে যে জিনিসটি পাওয়া গেছে শিক্ষার্থীরা তা সেই স্থানের নামের ঘরে লিখবে। শুধু পাহাড়পুরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর নাম ছকের 'পাহাড়পুর' লেখা ঘরে লিখবে, তেমনি ময়নামতির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর নাম লিখবে 'ময়নামতির' ঘরে। আবার যে জিনিসগুলো উভয় স্থানের সাথে সম্পর্কিত সেগুলোর নাম লিখবে 'পাহাড়পুর ও ময়নামতি' লেখা ঘরে।

এই কাজের উত্তরগুলো হলো-
পাহাড়পুর—ছোট ঢিবি/গড়, বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, গোপন কুঠুরি
পাহাড়পুর ও ময়নামতি— বৌদ্ধ ধর্মীয় নিদর্শন, অষ্টম শতক
ময়নামতি—বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল

পর্যালোচনা :

পাহাড়পুর ও ময়নামতির নিদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এই দুইটি স্থানের বৈশিষ্ট্য এবং এই স্থানগুলোতে কী কী জিনিস পাওয়া গেছে তা পুনরালোচনা করুন।

৩ সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা

সোনারগাঁও

সোনারগাঁও লোক শিল্প জাদুঘর

সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা সতের শতকের ঐতিহাসিক নিদর্শন। সোনারগাঁও ঢাকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নারায়ণগঞ্জ জেলায় মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগাঁও প্রাচীন বাংলার মুসলমান সুলতানদের রাজধানী ছিল। এখনও সেখানে সুলতানি আমলের অনেক সমাধি রয়েছে, যার একটি গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের মাজার। ১৬১০ সালে এক যুদ্ধে ঈসা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ পরাজিত হওয়ার পর সোনারগাঁও এর পরিবর্তে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করা হয়। উনিশ শতকে হিন্দু বণিকদের সুতা বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে এখানে পানাম নগর গড়ে ওঠে। সোনারগাঁও-এর গৌরব ধরে রাখার জন্য শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ১৯৭৫ সালে এখানে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। লোকশিল্প জাদুঘরটি বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র।

লালবাগ কেল্লা

ঢাকার দক্ষিণ-পশ্চিমে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে লালবাগ কেল্লা নির্মাণ করা হয়। আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম শাহ্ এই দুর্গটির নির্মাণ কাজ শুরু করলেও শেষ করতে পারেননি। দুর্গটি সম্পূর্ণ ইটের তৈরি। দুর্গের মাঝখানে খোলা জায়গায় মোঘল শাসকগণ তাঁবু টানিয়ে বসবাস করতেন। দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশপথ এবং একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

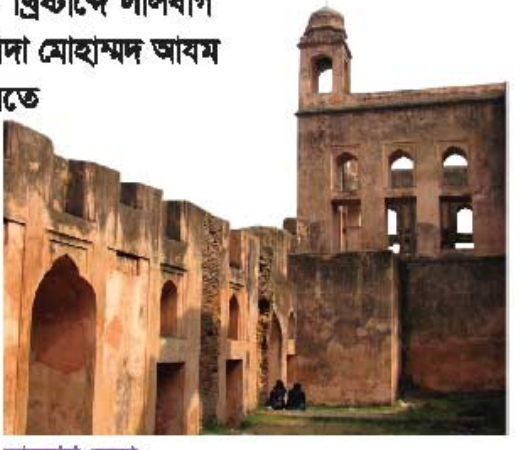
লালবাগ কেল্লা

ক| এসো বলি

মানুষ কেন যুগে যুগে নদীর ধারে গুরুত্বপূর্ণ শহর নির্মাণ করেছে? শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

নিচের স্থানগুলোতে উল্লেখযোগ্য কী কী দেখার আছে সেগুলো লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

স্থান	
সোনারগাঁও	
পানাম নগর	
লালবাগ কেল্লা	

গ| আরও কিছু করি

বিদ্যালয় থেকে সোনারগাঁও শিক্ষা সফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে প্রধান শিক্ষক বরাবর একটি আবেদনপত্র লেখ।

পানাম নগর

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

সোনারগাঁও-এর নির্মাণকাল .....

.....

পাঠ ৫ঃ সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা
পৃষ্ঠা ২৬-২৭

শিখনফল :

১৫.২.১ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁ, লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল) সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.২.২ এসব ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সময় ও যুগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.২.৩ এসব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।
১৫.২.৪ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২৬-২৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক ধারণা দিন। এই দুটি স্থাপত্য নিদর্শন যে তুলনামূলক কম সময় আগের তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিন। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের এই স্থাপত্য নিদর্শনগুলোর অবস্থান বাংলাদেশের মানচিত্রে দেখান।

- শ্রেণিতে ২৬ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় সতের শতকের ঢাকার দুইটি নিদর্শন সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি নিদর্শনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য গুরুত্ব দিয়ে পড়ান। নিদর্শনগুলো পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা সেটি সম্পর্কে কী জানে তা যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে যুগে যুগে নদীর পাড়ে নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনের কারণ আলোচনা করতে বলা হয়েছে। নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে নদীর ভূমিকা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন। প্রাচীনকালে নদীর পানি ছাড়া চাষাবাদ সম্ভব ছিল না, সম্ভব ছিল না কোনো ভবন নির্মাণ করাও। চাষাবাদ না হলে নগরবাসীর খাদ্যসমস্যা দেখা দিত, এছাড়া আগেকার দিনে মানুষ নদীর পানি পান করত-নগর সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে নদীর এসব ভূমিকার কথাও উল্লেখ করতে পারেন।

পর্যালোচনা :

সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এই নিদর্শনগুলো থেকে আমরা তুলনামূলক আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে কী জানতে পারি তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৬: সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা

পৃষ্ঠা ২৬-২৭

শিখনফল :

১৫.২.১ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁ, লালবাগকেল্লা ও আহসান মঞ্জিল) সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.২ এসব ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সময় ও যুগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.৩ এসব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

১৫.২.৪ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২৬-২৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা গত পাঠে যা শিখেছে তা পুনরালোচনা করুন। এই নিদর্শনগুলো সম্পর্কে তারা আরও কিছু জানে কি না তা যাচাই করুন। নিদর্শন দুইটি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন তা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

খ| এসো লিখি

শ্রেণিতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটি করানোর জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এবার জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন সোনারগাঁও, পানাম নগর এবং লালবাগ কেল্লায় কী কী জিনিস দেখার আছে। আলোচনা শেষে কাজটিতে দেওয়া ছকে সেগুলো লিখতে বলুন। এ কাজটি করতে বিষয়বস্তু ৩ শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবে। এই কাজটি মূলত শিক্ষার্থীদের নোট নেওয়ার দক্ষতা যাচাইয়ে সাহায্য করবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে সোনারগাঁও-এ শিক্ষাসফরে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের কাছে একটি চিঠি লিখতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বলুন সোনারগাঁও সফরে যাওয়া প্রয়োজন কেন-তা যেন তারা ভালোভাবে লিখতে পারে। সোনারগাঁও গেলে তারা কী কী জানতে/দেখতে পারবে এবং সেগুলো জানা/দেখা কেন প্রয়োজন-তা ভালোভাবে বুঝিয়ে লিখতে বলুন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে সোনারগাঁও সম্পর্কে একটি বাক্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বাক্যটি

এভাবে শেষ করতে পারে 'সোনারগাঁওয়ের নির্মাণকাল সতের শতাব্দী, এসময় মুসলিম শাসকেরা ক্ষমতায় ছিলেন'।

পর্যালোচনা :

সোনারগাঁও ও লালবাগ কেল্লা সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এই দুইটি স্থানের বৈশিষ্ট্য এবং স্থানগুলোতে কী কী জিনিস পাওয়া গেছে তা পুনরালোচনা করুন। এই নিদর্শনগুলো রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বলুন।

৪ আহসান মঞ্জিল

বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে নির্মিত আহসান মঞ্জিল ছিল বাংলার নবাবদের রাজপ্রাসাদ। মুঘল আমলে বরিশালের জামালপুর পরগনার জমিদার শেখ এনায়েতউল্লাহ এ প্রাসাদটি তৈরি করেন। আঠারো শতকে তাঁর পুত্র শেখ মতিউল্লাহ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রাসাদটি ফরাসি বণিকদের কাছে বিক্রি করে দেন। ১৮৩০ সালে খাজা আলিমুল্লাহ্ ফরাসিদের নিকট থেকে এটিকে ক্রয় করে আবার প্রাসাদে পরিণত করেন। এই প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে লম্বা বারান্দা। এছাড়া রয়েছে জলসা ঘর, দরবার হল, রংমহল। আহসান মঞ্জিল বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন।

আহসান মঞ্জিল

জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি ঘটলে এ ভবনটি তার ঐতিহ্য হারায়। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রাসাদটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নেওয়ার পর তার প্রাচীন ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হয়। ১৮৮৮ সালের টর্নেডোতে ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরে তা মেরামত করা হয়। বর্তমানে এটি জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক| এসো বলি

প্রাচীন স্থাপনাগুলো রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়, তারপরও সেগুলো সংরক্ষণ করা উচিত কী না, এ নিয়ে শ্রেণিতে একটি বিতর্ক আয়োজন কর। বিতর্কে দুইটি দল পক্ষে ও বিপক্ষে বলবে। দলের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন কর।

খ| এসো লিখি

এই অধ্যায়ে চারটি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ঐতিহাসিক স্থাপনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সময়ের পাশে সেই সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

সময়	যা ঘটেছে
খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ	
৮০০ খ্রিষ্টাব্দ	
সতের শতক	
উনিশ শতক	

গ| আরও কিছু করি

এই অধ্যায়ে যে চারটি সময় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তার ঘটনাপঞ্জি তৈরি কর। প্রতিটি সময়ের উল্লেখযোগ্য স্থান ও নিদর্শনগুলোর ছবি দাও।

ঘ| যাচাই করি

নিচের অংশ পড়ে ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শনগুলোর নাম লেখ :

ক. মৌর্য আমলে এই স্থানটি 'পুণ্ড্রনগর' নামে পরিচিত ছিল .....

খ. এখানে প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে রয়েছে রৌপ্যমুদ্রা, হাতিয়ার এবং পাথরের পুঁতি .....

গ. এখানকার জাদুঘরে বিভিন্ন মুদ্রা ও পাথর ফলকের নিদর্শনও আছে .....

ঘ. দুর্গের দক্ষিণে গোপন প্রবেশ পথ এবং একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে .....

পাঠ ৭: আহসান মঞ্জিল

পৃষ্ঠা ২৮-২৯

শিখনফল :

১৫.২.১ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁ, লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল) সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.২ এসব ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সময় ও যুগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.৩ এসব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

১৫.২.৪ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২৮-২৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই অধ্যায়ে আলোচিত শেষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আহসান মঞ্জিল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন। আঠার শতকে নির্মিত এই ভবনটি এখন জাদুঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে- সে তথ্যটি শিক্ষার্থীদের জানান।

- শ্রেণিতে ২৮ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় আহসান মঞ্জিল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নির্মাণের সময় থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ভবনটি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আহসান মঞ্জিল কোন সময়ে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখনও কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব সহকারে বোঝান।

কা এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটি মূলত এই অধ্যায়ের পাঠ ১-এ একবার করা হয়েছিল। পুরো অধ্যায়টি পড়ে প্রাচীন নিদর্শনগুলো সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনার কতটা পরিবর্তন হয়েছে তা যাচাই করুন।

পর্যালোচনা :

আহসান মঞ্জিল সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এই ভবনটি কী কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো সে সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের আরেকবার বলুন। আহসান মঞ্জিল সংরক্ষণের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৮: আহসান মঞ্জিল

পৃষ্ঠা ২৮-২৯

শিখনফল :

১৫.২.১ বাংলাদেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন (পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, ময়নামতি, সোনারগাঁ, লালবাগ কেল্লা ও আহসান মঞ্জিল) সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.২ এসব ঐতিহ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সময় ও যুগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১৫.২.৩ এসব ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

১৫.২.৪ ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করবে।

শিখন উপকরণ :

২৮-২৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আহসান মঞ্জিল সম্পর্কে আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। আহসান মঞ্জিলসহ অন্যান্য প্রাচীন স্থাপনা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন কেন তা জানতে চাইতে পারেন।

খ| এসো লিখি

শ্রেণিতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটি করানোর জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এই অধ্যায়ে আলোচিত ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো সম্পর্কে কাজটিতে একটি ছক দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে ছকটি পূরণ করবে। ছকের বামপাশে কিছু উল্লেখযোগ্য সময় লেখা আছে, ডানপাশের ঘরগুলোতে লিখতে হবে সেই সময়ে কী ঘটেছিল। যেমন- বামপাশে সময়ের ঘরে 'খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ' লেখা আছে, এর ডানপাশের ঘরে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারে-'এই সময় পুণ্ড্রনগরে বাংলার প্রাচীনতম সভ্যতার শুরু হয়।'

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে এই অধ্যায়ে আলোচিত নিদর্শনগুলোর একটি ঘটনাপঞ্জি তৈরি করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সময়ক্রম অনুযায়ী গড়ে ওঠা নিদর্শনগুলো সম্পর্কে ঘটনাপঞ্জি তৈরি করবে। এই অধ্যায়ে অবশ্য নিদর্শনগুলো সময়ক্রম অনুযায়ী আলোচনা করা হয়েছে । এ কারণে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সুবিধা হবে কোন নিদর্শনটি কোন সময়ে গড়ে উঠেছিল, ঘটনাপঞ্জি তৈরির সময় এ থেকে তারা সহযোগিতা পাবে।

ঘটনাপঞ্জি তৈরি করার সময় শিক্ষার্থীদের ছবি সংযোজন করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলুন ঘটনাপঞ্জিগুলো আকর্ষণীয় ডিজাইনে তৈরি করতে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে চারটি বাক্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। কাজটি করানোর সময় লক্ষ রাখুন যেন শিক্ষার্থীরা বাক্যগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে সম্পূর্ণ করে।

এখানে যে উত্তরগুলো হবে সেগুলো হলো:

ক) মহাস্থানগড়

খ) উয়ারী-বটেশ্বর

গ) ময়নামতি

ঘ) লালবাগ কেল্লা

পর্যালোচনা :

এই অধ্যায়ে আলোচিত আমাদের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা যেন এইসব স্থাপনা সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং এগুলো সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ রাখুন।

অধ্যায় ৪

আমাদের অর্থনীতি : কৃষি ও শিল্প

১ চাল, গম ও ডাল

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ কৃষিকাজের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। বর্তমানে দেশের চাহিদা পূরণ করেও বিদেশে কৃষিপণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে। চাষাবাদের জন্য এদেশের মাটি খুব উপযোগী কারণ বাংলাদেশ একটি উর্বর **ব-দ্বীপ** অঞ্চল। মোট জাতীয় **অর্থনীতির** শতকরা প্রায় ২০ ভাগ আসে কৃষি থেকে। এই পাঠে আমরা তিনটি প্রধান খাদ্যশস্য সম্পর্কে জানব : ধান, গম এবং ডাল।

ধান

ভাত বাংলাদেশের মানুষের প্রধান খাদ্য। তাই ধান আমাদের প্রধান ফসল। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের জলবায়ু ও ভূমি ধান চাষের উপযোগী। বাংলাদেশে প্রধানত আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ধরনের ধান চাষ হয়।

ধানখেত

গমখেত

গম

বাংলাদেশে গমের আটায় তৈরি বিভিন্ন খাবারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফলে গম চাষের প্রসার ঘটছে। শীতকালে গমের চাষ করা হয়। বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে গম উৎপাদন বেশি হয়।

ডাল

ডাল বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্য। বিভিন্ন ধরনের ডাল আছে যেমন ছোলা, মসুর, মটর, মুগ, মাসকলাই, অড়হর ইত্যাদি। বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে ডাল বেশি চাষ হয়। তবে দেশের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশ থেকে ডাল আমদানি করতে হয়।

ডাল

ক। এসো বলি

অর্থনীতি শব্দের অর্থ কী তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।
কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে যা জান তা শ্রেণিতে আলোচনা কর :

- তুমি কোন কোন ফসল উৎপন্ন হতে দেখেছ?
- ফসল কোথায় বিক্রি করা হয়?
- কৃষিজাত কোন খাবার খেতে তুমি পছন্দ কর?

খ। এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছকে লেখ।

	ধান	গম	ডাল
আমরা কীভাবে এটি খাই			
এটি কোথায় উৎপন্ন হয়			

গ। আরও কিছু করি

নিচের ছকে কয়েকটি শস্যের উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ (মিলিয়ন টন) দেওয়া আছে। ছকটি ভালোভাবে লক্ষ কর ও নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- কোন শস্যটি আমাদের দেশে সবচেয়ে বেশি উৎপন্ন হয়?
- কোন শস্যটি সবচেয়ে বেশি আমদানি করা হয়?

	ধান	গম	ডাল
উৎপাদন	৩৪	১	০.৭৫
আমদানি	০	০.৫	৩

ঘ। যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।
আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য কোনটি?
ক. ধান খ. গম গ. ডাল ঘ. ভুট্টা

অধ্যায় ৪: আমাদের অর্থনীতি: কৃষি ও শিল্প

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৫.৩ বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্য, পণ্য আমদানি ও রপ্তানি সম্পর্কে জানবে।

শিখনফল :

১৫.৩.১ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.২ বাংলাদেশ যে একটি কৃষিভিত্তিক দেশ বলতে পারবে।
১৫.৩.৩ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.৪ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান উল্লেখ করতে পারবে।
১৫.৩.৫ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান আমদানি দ্রব্যের নাম বলতে পারবে।
১৫.৩.৬ বাংলাদেশের রপ্তানি দ্রব্যগুলো উল্লেখ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ১২টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: চাল, গম ও ডাল

পৃষ্ঠা ৩০-৩১

শিখনফল :

১৫.৩.১ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.২ বাংলাদেশ যে একটি কৃষিভিত্তিক দেশ বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩০-৩১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন বাংলাদেশের কৃষি সম্পর্কে তারা কী জানে। এখানে কী কী ফসল উৎপাদিত হয়? কৃষির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন মানুষ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানান। এছাড়া কৃষি থেকে কীভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় সে সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন।

- শ্রেণিতে ৩০ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের কৃষিজাত তিনটি দ্রব্য ধান, গম ও ডাল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি দ্রব্য সম্পর্কে পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করুন। পড়ানোর

সুবিধার জন্য বোর্ডে ফসলগুলোর নাম লিখতে পারেন।

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে শিক্ষার্থীদের পরিচিত কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যেসব কৃষিজাত দ্রব্য উৎপন্ন হতে দেখেছে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করবে। এই ফসল কোথায় বিক্রি হয়? এছাড়া শিক্ষার্থীরা কৃষিজাত কোন খাবার খেতে পছন্দ করে সে সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ে সহায়তা করবেন।

পর্যালোচনা :

কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের পরিচিত ফসলগুলো সম্পর্কে আরেকটু আলোচনা করুন। আমাদের অর্থনীতিতে এসব ফসলের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ২: চাল, গম ও ডাল

পৃষ্ঠা ৩০-৩১

শিখনফল :

১৫.৩.১ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.২ বাংলাদেশ যে একটি কৃষিভিত্তিক দেশ বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩০-৩১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- কৃষি সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ধান, গম ও বিভিন্ন প্রকারের ডালের অবদান আবার বুঝিয়ে বলুন।

খ| এসো লিখি

এই অংশের কাজটিতে আমাদের দেশের কৃষিজাত দ্রব্য ধান, গম ও ডাল সম্পর্কে কিছু তথ্য লিখতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা ছকের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর লিখবে। তারা নিচের উত্তরগুলোর মতো করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

	ধান	গম	ডাল
আমরা কীভাবে এটি খাই	ভাত, পায়েস, মুড়ি, চিড়া, পিঠা হিসেবে	রুটি, কেক হিসেবে	ডাল, খিচুড়ি হিসেবে
এটি কোথায় উৎপন্ন হয়	বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে	বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে	বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটির ছকে দেওয়া তথ্যগুলো থেকে দুইটি প্রশ্নের উত্তর জানবে। এখানে ছকে পরিসংখ্যানের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন ও আমদানির পরিমাণ দেখানো হয়েছে। এই পরিমাণ থেকে শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

ছক থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত ফসল ধান এবং সবচেয়ে বেশি আমদানি করতে হয় ডাল।

ঘ| যাচাই করি

এই অংশের কাজটিতে রয়েছে একটি সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন। এই প্রশ্নটিতে আমাদের দেশের প্রধান খাদ্যশস্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর ক) ধান।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান, গম ও বিভিন্ন ধরনের ডাল এদেশের মানুষের জীবনে কী ভূমিকা রাখে তা শিক্ষার্থীদের জানান। সেই সঙ্গে এই ফসলগুলো অর্থনীতিতে কী অবদান রাখছে সে সম্পর্কেও বুঝিয়ে বলুন।

২ আলু, তৈলবীজ এবং মসলা

আলু

আলু

আলু একটি প্রয়োজনীয় খাদ্য। আমাদের দেশের উর্বর দোআঁশ ও বেলে মাটি আলু চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এখানে গোল আলু ও মিষ্টি আলুর চাষ বেশি হয়। দেশের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত আলু বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

তৈলবীজ

আমরা তৈল দিয়ে অনেক খাবার রান্না করি। সরিষা, বাদাম বা তিসির বীজ পেষণ করে আমরা তৈল পেয়ে থাকি। তবে চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের বিদেশ থেকে তৈল আমদানি করতে হয়।

সরিষার খেত

মরিচ

মসলা

খাবারকে সুস্বাদু করতে আমরা খাবারে বিভিন্ন ধরনের মসলা ব্যবহার করি। আমরা পেঁয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ ইত্যাদি উৎপাদন করি। দেশে যে পরিমাণ মসলা উৎপন্ন হয়, তাতে দেশের মসলার চাহিদা অনেকখানি পূরণ হয়। তবে ঘাটতি মেটাতে কিছু পরিমাণ মসলা আমদানি করতে হয়।

ক| এসো বলি

নিচের উপাদানগুলো কীভাবে ফসলের চাষকে প্রভাবিত করে তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- আবহাওয়া ও জলবায়ু
- মাটি
- ভোক্তার চাহি ।

খ| এসো লিখি

নিচের ছকের তথ্য পূরণ কর।

	আলু	তৈলবীজ
উদ্ভিদের কোন অংশটি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়?		
রান্নায় এটা কীভাবে ব্যবহার করা হয়?		

গ| আরও কিছু করি

নিচের ছকটি ব্যাখ্যা কর।

	আলু	তৈল
উৎপাদন (মিলিয়ন টন)	৪	০.৫
রপ্তানি/আমদানি	রপ্তানি	আমদানি

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

এই অধ্যায়ে আমরা ৬টি কৃষি পণ্য সম্পর্কে জেনেছি, এগুলোর মধ্যে যেগুলো আমরা বাড়িতে খাওয়ার জন্য উৎপাদন করি, সেগুলো হলো.....

.....।

পাঠ ৩: আলু, তৈলবীজ ও মসলা

পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

শিখনফল :

১৫.৩.১ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.২ বাংলাদেশ যে একটি কৃষিভিত্তিক দেশ বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩২-৩৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা নিজেদের আশেপাশে আলু, তৈলবীজ বা কোনো মসলার চাষ হতে দেখেছে কি না। এসব ফসল সম্পর্কে তারা কী জানে তাও জিজ্ঞাসা করুন। তারপর শ্রেণিতে এই ফসলগুলো সম্পর্কে কিছু তথ্য দিন।

- শ্রেণিতে ৩২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের প্রধান তিনটি কৃষিজাত দ্রব্য আলু, তৈলবীজ ও বিভিন্ন প্রকার মসলা সম্পর্কে আলোচনা করা আছে। এগুলোর মধ্যে কোনগুলো শিক্ষার্থীরা দেখেছে ও খেয়েছে তা তাদের কাছ থেকে শুনুন।

কাজ এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে বাংলাদেশের কৃষিতে আবহাওয়া ও জলবায়ু, মাটির ধরন এবং ভোক্তার চাহিদার প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। এই উপাদানগুলো ভেদে কৃষিতে কী কী প্রভাব পড়ে শিক্ষার্থীরা তা লিখবে। যেমন-শিক্ষার্থীরা লিখতে পারে যে পাহাড়ি অঞ্চলের মাটির ধরন আলাদা হওয়ায় সেখানে জুম চাষ হয়, সমতলে জুম চাষ সম্ভব নয়।

পর্যালোচনা :

আলু, বিভিন্ন প্রকার তৈলবীজ ও মসলা সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। আমাদের অর্থনীতিতে এই ফসলগুলোর অবদান বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৪: আলু, তৈলবীজ, মসলা

পৃষ্ঠা ৩২-৩৩

শিখনফল :

১৫.৩.১ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.২ বাংলাদেশ যে একটি কৃষিভিত্তিক দেশ বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩২-৩৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে আলু, তৈলবীজ ও মসলা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

শ্রেণিতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই অংশে আলু ও তৈলবীজের কোন অংশগুলো এবং কীভাবে ব্যবহৃত হয় তা লিখতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এভাবে লিখতে পারে-

	আলু	তৈলবীজ
কোন অংশটি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়	কাণ্ড	বীজ
রান্নায় এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয়	সবজি	মসলা/তৈল

গ| আরও কিছু করি

এই কাজটিতে একটি ছক থেকে আলু ও তৈলবীজের আমদানি, রপ্তানির বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে। ছকে আলু ও তৈলবীজের উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে এবং তা থেকে ঐ দ্রব্যটি আমদানি না রপ্তানি করা হয় তাও দেখানো হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পরিমাণ ও ধরন দেখে বলবে কোনটি আমদানি/রপ্তানি দ্রব্য এবং কেন। যেমন, শিক্ষার্থীরা এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে- আলুর উৎপাদন ৪ মিলিয়ন টন, এ কারণে চাহিদার তুলনায় বেশি থাকে এবং বিদেশে রপ্তানি করা হয়। অন্যদিকে তৈলবীজের উৎপাদন ০.৫ মিলিয়ন টন, তাই তৈলবীজ দেশের চাহিদা পূরণ করতে পারে না এবং বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

ঘ | যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে একটি বাক্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। বস্তুত বিষয়বস্তু ১ ও ২-এ যে ছয়টি কৃষিজাত দ্রব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তার সবগুলোই আমরা বাড়িতে খাই, এজন্য শূন্যস্থানে ছয়টি নামই বসবে।

পর্যালোচনা :

বিষয়বস্তু ১ ও ২-এ আলোচিত খাদ্যশস্যগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। বাংলাদেশের বিশাল জনসংখ্যার চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিদেশে রপ্তানি করার মাধ্যমে এই খাদ্যশস্যগুলো দেশের অর্থনীতিতে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে তা বুঝিয়ে বলুন।

৩ পাট, চা ও তামাক

যেসব কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা হয়, সেগুলোকে অর্থকরী ফসল বলে।

পাট

পাট হলো আমাদের প্রধান অর্থকরী ফসল। বিশ্বে ভারতের পরে বাংলাদেশেই সবচেয়ে বেশি পাট উৎপন্ন হয়। তবে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর ও নওগাঁ জেলায় বেশি পাট উৎপন্ন হয়। পাটকে 'সোনালী আঁশ' বলা হয়। পাট দিয়ে রশি ও চটের থলে বা বস্তা তৈরি হয়। পাট রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। আমাদের জলবায়ু পাট চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

পাটখেত

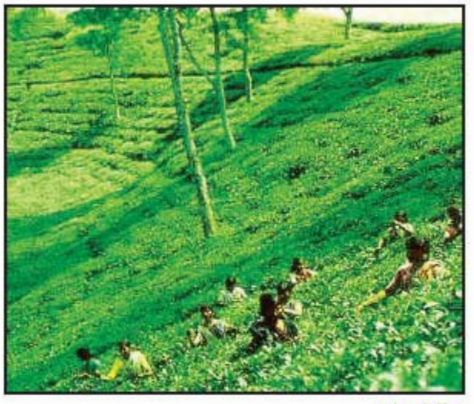

চা বাগান

চা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের সিলেট ও চট্টগ্রামে চা বেশি উৎপন্ন হয়। তবে বর্তমানে দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলাতেও চা চাষ হচ্ছে। বাংলাদেশের চায়ের বিশেষ সুনাম থাকায় বিদেশে এর চাহিদা রয়েছে। চা রপ্তানি করে বাংলাদেশ অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

তামাক

বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে তামাক চাষ হয়। তবে রংপুর জেলায় তামাকের চাষ বেশি হয়। সিগারেট ও বিড়ি তৈরিতে তামাক ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে উৎপন্ন তামাকের বেশির ভাগ রপ্তানি করা হয়। তামাক মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, তাই তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশের অন্যান্য অর্থকরী ফসলের মধ্যে তুলা, রেশম, সুপারি ও রাবার উল্লেখযোগ্য।

ক| এসো বলি

মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে অর্থকরী ফসলজাত বিভিন্ন পণ্য কীভাবে ব্যবহার করে তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- পাট
- চা

খ| এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে তথ্য নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ কর।

	পাট	চা
কী কাজে ব্যবহার হয়		
কোথায় উৎপন্ন হয়		

গ| আরও কিছু করি

মাছ আমাদের দেশের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য। এদেশের মোট কৃষিজ আয়ের প্রায় ২৩% আয় হয় মাছ থেকে। এদেশের রপ্তানিকৃত মাছের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো হিমায়িত চিংড়ি এবং হিমায়িত অন্যান্য মাছ।

বাংলাদেশে কোথায় কোথায় মাছ চাষ হয়?

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

আমরা কৃষিপণ্য রপ্তানি করি কারণ.....।

পাঠ ৫: পাট, চা ও তামাক

পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

শিখনফল :

১৫.৩.১ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.২ বাংলাদেশ যে একটি কৃষিভিত্তিক দেশ সে সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩৪-৩৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে পাট, চা ও তামাক সম্পর্কে ধারণা দিন। এই ফসলগুলো খাদ্যশস্য থেকে আলাদা এবং এগুলোকে কেন অর্থকরী ফসল বলা হয় তা বুঝিয়ে বলুন। অর্থকরী ফসলের সংজ্ঞা এবং অর্থনীতিতে এসব ফসলের গুরুত্ব সম্পর্কে জানান।

- শ্রেণিতে ৩৪ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় পাট, চা ও তামাক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোও কৃষিজাত দ্রব্য কিন্তু খাদ্যশস্য নয়। প্রতিটি ফসল সম্পর্কে পড়ানোর সময় এগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন।

ক | এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে পাট ও চা ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। আলোচনার জন্য নমুনা নিচে দেওয়া হলো–

- ✓ পাট একটি তন্তু বা আঁশ যা পাটজাত বিভিন্ন পণ্য যেমন, দড়ি, ব্যাগ, কাপড় ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহার হয়।
- ✓ চা বিশ্বজুড়ে সমাদৃত একটি পানীয় ; চা পাতা থেকে তৈরি পানীয় মানুষ পান করে।

পর্যালোচনা :

রপ্তানির উদ্দেশ্যে চাষকৃত অর্থকরী ফসলগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই ফসলগুলোর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিন।

পাঠ ৬: পাট, চা ও তামাক

পৃষ্ঠা ৩৪-৩৫

শিখনফল :

১৫.৩.১ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.২ বাংলাদেশ যে একটি কৃষিভিত্তিক দেশ সে সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩৪-৩৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- অর্থকরী ফসল পাট, চা ও তামাক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এই অংশের কাজটি মূলত 'এসো বলি' কাজটির সম্প্রসারণ। এই কাজটির নমুনা উত্তর নিচে দেওয়া হলো-

	পাট	চা
কী কাজে ব্যবহৃত হয়	বয়ন তন্তু হিসেবে	পানীয় হিসেবে
কোথায় উৎপন্ন হয়	বাংলাদেশের সব অঞ্চলে	উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে
মোট উৎপাদনের পরিমাণ	৪৫ লক্ষ মেট্রিক টন	৭০ হাজার মেট্রিকটন

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটির মাধ্যমে বাংলাদেশে রপ্তানিযোগ্য মাছের উৎস জানতে চাওয়া হয়েছে। এ কাজে সহায়ক তথ্য হিসেবে মাছ রপ্তানির উপর একটি পরিসংখ্যান দেওয়া আছে। প্রশ্নটির মূল উদ্দেশ্য রপ্তানিযোগ্য মাছ কোথায় কোথায় চাষ করা হয় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করা।

ঘ| যাচাই করি

এ কাজটিতে একটি অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। কাজটির উদ্দেশ্য রপ্তানির কারণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করা। শিক্ষার্থীরা শূন্যস্থানে লিখতে পারে 'কারণ এ থেকে আমরা বৈদেশিক

মুদ্রা অর্জন করি'।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসলগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এই ফসলগুলোর গুরুত্ব বুঝিয়ে দিন।

৪ বাংলাদেশের শিল্প

বস্ত্র শিল্প

বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর জেলাতে অধিকাংশ বস্ত্রকল রয়েছে। এছাড়াও এদেশের তাঁত শিল্পে উন্নতমানের সুতি, সিল্ক ও জামদানি শাড়ি তৈরি হচ্ছে। একসময়ে এদেশে তৈরি মসলিন কাপড় জগৎ বিখ্যাত ছিল। এদেশে বস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। দেশের বস্ত্র শিল্পগুলো দেশের চাহিদা সম্পূর্ণ মেটাতে পারেনা। এজন্য বিদেশ থেকে বস্ত্র আমদানি করতে হয়।

তাঁত

পোশাক কারখানা

পোশাক শিল্প

বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হলো পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহ ভাগ আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি করার মাধ্যমে। বাংলাদেশের পোশাক কারখানায় লক্ষ লক্ষ নারী ও পুরুষ কাজ করে। তাদের তৈরি পোশাক বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রতিবছর অনেক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

এছাড়াও **চামড়াজাত** দ্রব্য যেমন জুতা, বেল্ট, ব্যাগ ইত্যাদি এদেশ থেকে রপ্তানি করা হয়।

পাট শিল্প

কাঁচামাল হিসেবে আমরা যেমন পাট রপ্তানি করি, তেমনি পাটজাত পণ্যও রপ্তানি করি। পাট কলগুলো প্রধানত নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, খুলনার দৌলতপুরসহ নদী তীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে এসব অঞ্চলের পরিবহন সুবিধা। আমরা পাট দিয়ে ব্যাগ, কার্পেট এমনকি বস্ত্রও তৈরি করি। এসব পণ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে, বিদেশেও রপ্তানি করা হয়।

কাঁচামাল হিসেবে পাট

ক| এসো বলি

আমাদের আমদানি করা ৪টি এবং রপ্তানি করা ৪টি পণ্য সম্পর্কে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

আমদানি	রপ্তানি
বুনন তুলা	ছেলেদের পোশাক
পেট্রোলিয়াম	টি-শার্ট
কাঁচামাল হিসেবে তুলা	সোয়েটার
পাম তেল	মেয়েদের পোশাক

- উপরের কোন উপাদানগুলো পোশাক শিল্পের অংশ?
- উপরে বর্ণিত পোশাক শিল্পের কোন উপাদানগুলো আমদানি করা হয়?
- কোন পোশাকগুলো রপ্তানি হয়?
- আমরা এখনও তুলা আমদানি করি কেন?

খ| এসো লিখি

মনে কর কৃষি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত নিল যে দেশের সত্তর হাজার হেক্টর তামাক খেতকে তুলা খেতে পরিণত করবে। তামাক চাষের চেয়ে তুলা চাষ কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা করে কৃষকদের উদ্দেশ্যে কিছু লেখ।

গ| আরও কিছু করি

উপরের ছকটি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে পোশাক কর্মীদের অবদান সম্পর্কে তথ্য খুজে বের কর।

ঘ| যাচাই করি

এদেশে কোথায় কোন কৃষিপণ্য উৎপন্ন হয় তা মিলকরণের মাধ্যমে দেখাও :

ক. গম	সিলেট ও চট্টগ্রাম
খ. চা	রংপুর
গ. পাট	বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চল
ঘ. তামাক	ময়মনসিংহ

পাঠ ৭: আমাদের পোশাক শিল্প

পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

শিখনফল :

১৫.৩.৩ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.৪ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩৬-৩৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে জিজ্ঞাসা করুন শিক্ষার্থীরা এদেশের পোশাক শিল্প সম্পর্কে কী জানে। এই পৃষ্ঠার ছবিগুলো দেখিয়ে আমাদের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলুন।

- শ্রেণিতে ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় বস্ত্র, পোশাক ও পাট শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজে বিভিন্ন আমদানি ও রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তু ৩ থেকে ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীরা এসব প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করবে। কোনো বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বুঝতে সমস্যা হলে তাদের সহায়তা করুন।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৮: আমাদের পোশাক শিল্প

পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭

শিখনফল :

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। কর্মসংস্থানে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এই শিল্পের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলুন।

শিখন উপকরণ:

৩৬-৩৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। কর্মসংস্থানে ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এই শিল্পের গুরুত্ব বুঝিয়ে বলুন।

খ| এসো লিখি

এই অংশের কাজটিতে তামাক চাষের চেয়ে তুলা চাষ কেন গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার্থীকে সে সম্পর্কে কৃষকদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখতে বলা হয়েছে। চিঠিতে তুলা চাষের উপকারিতা এবং তামাক চাষের অপকারিতা তুলে ধরতে বলুন। শিক্ষার্থীরা লিখতে পারে—আমাদের এখনও তুলা আমদানি করতে হয়। তুলার উপর আমাদের বস্ত্র শিল্প অনেক বেশি নির্ভরশীল। বস্ত্র শিল্প আমাদের অর্থনীতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এজন্য তুলা চাষ বাড়ানো উচিত।

গ| আরও কিছু করি

এই কাজটিতে পোশাক কর্মীদের অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তথ্য খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা পত্র-পত্রিকা থেকে বা অন্য কোন ভাবে এসব তথ্য খুঁজতে পারে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা মিলকরণ করবে। মিলকরণের সব উত্তর শিক্ষার্থীরা পাঠগুলোতে পাবে।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন।

৫ বৃহৎ শিল্প ও কুটির শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বৃহৎশিল্প ও কুটির শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশের কিছু কিছু কারখানায় বিপুল পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হয়। আবার কিছু কিছু কারখানা রয়েছে যেখানে স্বল্প পরিমাণে স্থানীয়ভাবে পণ্য উৎপন্ন হয়।

বৃহৎ শিল্প

বাংলাদেশে যে সকল বৃহৎশিল্প রয়েছে তার মধ্যে সার, সিমেন্ট, ওষুধ, কাগজ, চিনি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের ফেঞ্চুগঞ্জ, ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, চট্টগ্রাম, তারাকান্দি প্রভৃতি স্থানে সার কারখানা আছে, তবুও বিদেশ থেকে আমাদের **সার** আমদানি করতে হয়।

আমাদের নির্মাণ শিল্পের জন্য সিমেন্ট দরকার হয় যা আমাদের দেশের বিভিন্ন **সিমেন্ট** কারখানাগুলোতে উৎপন্ন হয়।

উন্নতমানের ওষুধ তৈরির জন্য **ওষুধ** কারখানা আছে।

কাগজ কলগুলোতে গাছের গুড়ি থেকে কাগজ তৈরি করা হয়। তিনটি সরকারি কাগজ কল রয়েছে চন্দ্রঘোনা, খুলনা এবং পাকশিতে। এছাড়াও বেসরকারিভাবে বেশ কিছু কাগজকল স্থাপিত হয়েছে যা দেশের চাহিদার অনেকাংশ পূরণ করে। তবে কিছু পরিমাণ কাগজ আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।

আমাদের চিনিকলগুলোতে **চিনি** উৎপাদন ও পরিশোধন করা হয়। এদেশে সরকারি চিনি কল ছাড়াও বেশ কিছু বেসরকারি চিনিকল রয়েছে। তবে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ চিনি আমদানি করতে হয়।

কুটির শিল্প

যখন কোনো পণ্য ক্ষুদ্র পরিসরে বাড়ি-ঘরে অল্প পরিমাণে তৈরি করা হয় তখন তাকে কুটির শিল্প বলে। বাংলাদেশের সুন্দরবন, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের বনাঞ্চলে **কাঠ** পাওয়া যায়। এই কাঠ দিয়ে বাড়িঘর এবং আসবাবপত্র তৈরি হয়, যেমন: খাট, টেবিল, চেয়ার, বেঞ্চ, আলমারি ইত্যাদি। গৃহস্থালির নানা কাজে **কাঁসার** তৈরি জিনিস ব্যবহার করা হয়। জামালপুর জেলার ইসলামপুর, টাঙ্গাইল জেলার কাগমারি এবং ঢাকা জেলার ধামরাই কাঁসা শিল্পের জন্য বিখ্যাত। আমরা মাটি দিয়ে **মাটির পাত্র** এবং **পোড়ামাটির** নানা জিনিস তৈরি করি, যেমন হাঁড়ি-পাতিল, থালা, ফুলদানি, টালি ইত্যাদি।

কুটির শিল্প

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- তুমি বাংলাদেশে কোন কোন শিল্প কারখানা দেখেছ?
- তুমি কি দেখেছ এই কারখানাগুলো থেকে কী তৈরি হয়?
- শিল্প কারখানাগুলো কত বড়?
- শিল্প কারখানার ভবনগুলো কী ধরনের?

খ| এসো লিখি

বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বা বৃহৎ শিল্প বা কুটির শিল্প থেকে যে কোনো একটি শিল্প বেছে নাও। এই শিল্পে কোন কোন কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় বর্ণনা কর। কাজটি জোড়ায় কর।

গ| আরও কিছু করি

যে কোনো একটি প্রসিদ্ধ শিল্প সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের কর।

- কোম্পানিটির নাম কী?
- শিল্পটির কারখানা কোথায়?
- সেখানে কী তৈরি হয়?
- কারখানাটি কত বড়?

ঘ| যাচাই করি

নিচের শিল্প কারখানাগুলো সঠিক কলামে লেখ।

কাঁসা সিমেন্ট কাগজ মাটির পাত্র সার

বৃহৎ শিল্প	কুটির শিল্প

পাঠ ৯: বৃহৎ শিল্প ও কুটির শিল্প

পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

শিখনফল :

১৫.৩.৩ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.৪ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩৮-৩৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকার শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে তা জিজ্ঞাসা করুন। বৃহৎ ও কুটির শিল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন।

- শ্রেণিতে ৩৮ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ান। এই পৃষ্ঠায় বৃহৎ ও কুটির শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় পড়ানোর সময় সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন।

কাএসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। বাংলাদেশের শিল্প কারখানা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের জানাশোনা থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবে।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের বৃহৎ ও কুটির শিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন।

পাঠ ১০: বৃহৎ শিল্প ও কুটির শিল্প

পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯

শিখনফল :

১৫.৩.৩ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প সম্পর্কে বলতে পারবে।
১৫.৩.৪ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৩৮-৩৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাংলাদেশের বৃহৎ ও কুটির শিল্প সম্পর্কে আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এই শিল্পগুলোর অবদান আলোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

এই কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। কাজটিতে প্রতিটি জোড়া একটি করে শিল্প কারখানা বেছে নিয়ে সে সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবে। এই কাজটির জন্য স্থানীয় শিল্প কারখানার উপর শিক্ষার্থীদের জানাশোনা থাকতে হবে।

গ| আরও কিছু করি

এই কাজটিতে বৃহৎ বা কুটির শিল্প কারখানা সম্পর্কে আরও তথ্য খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। নিজেরা শুনেছে সেরকম একটি শিল্প কারখানা বেছে নিয়ে তারা কাজটি করবে।

ঘ| যাচাই করি

এ কাজটিতে ছকের নির্দিষ্ট স্থানে বৃহৎ ও কুটির শিল্পগুলোর নাম লিখবে।
বৃহৎ শিল্প-সিমেন্ট, কাগজ ও সার শিল্প
কুটির শিল্প-কাঁসা, মাটির পাত্র

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশের বৃহৎ ও কুটির শিল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন।

অধ্যায় ৫

জনসংখ্যা

১ পরিবারের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

আমরা চতুর্থ শ্রেণিতে অধিক জনসংখ্যার বিভিন্ন পরিসংখ্যান সম্পর্কে জেনেছি। অধিক জনসংখ্যার ফলে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের চাহিদা পূরণে পরিবারের উপর চাপ সৃষ্টি হয়।

খাদ্য

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। কয়েক বছর আগেও আমরা সকলের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে পারতাম না। প্রায় ২৫ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হতো। বর্তমানে আমরা সকলের জন্য খাদ্য উৎপাদন করতে সক্ষম। তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বসতি স্থাপনের কারণে কৃষি জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে, তা না হলে ভবিষ্যতে আবার খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে এবং খাদ্য আমদানি করতে হবে।

বস্ত্র

মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র। পরিবারের লোকসংখ্যা বেশি হলে বাবা-মা অনেক সময় সব সন্তানের প্রয়োজনীয় পোশাক কিনে দিতে পারেন না। উপযুক্ত পোশাক না থাকায় অনেক শিশু বিদ্যালয়ে আসতে চায় না।

বাসস্থান

জাতিসংঘের তথ্যমতে, বাংলাদেশে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ গৃহহীন। প্রতিবছর প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ মোট জনসংখ্যার সাথে যুক্ত হচ্ছে। সকলের জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করা সরকারের জন্য অনেক কঠিন। তাই নিরাপত্তা আর কাজের খোঁজে এই সব গৃহহীন মানুষ শহরে চলে আসছে। পাশের চিত্রে দেখা যাচ্ছে শহরে আসা ছিন্নমূল মানুষেরা মানবেতর অবস্থায় বসবাস করছে।

গৃহহীন মানুষ

ক| এসো বলি

শিক্ষকের সহায়তায় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

চতুর্থ অধ্যায়টি দেখ। সেখান থেকে আমরা আমদানি করি এমন তিনটি খাদ্যের নাম নিচের ছকে লেখ। আমরা সেই খাদ্যগুলো কী পরিমাণে আমদানি করি তাও উল্লেখ কর।

আমদানি করা খাদ্য	আমদানির পরিমাণ

গ| আরও কিছু করি

শহরের গৃহহীন শিশুদের জীবনের একটি দিন কল্পনা কর। তাদের কী কী সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা আলোচনা কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

বাংলাদেশে প্রতিবছর কতজন শিশু জন্মগ্রহণ করে?

ক) ১০ লক্ষ খ) ১২ লক্ষ গ) ২৫ লক্ষ ঘ) ৩০ লক্ষ

অধ্যায় ৫: জনসংখ্যা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১২.১ মানুষের মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে জানবে
১২.২ বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে জানবে
১২.৩ বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে রূপান্তরের গুরুত্ব ও উপায় সম্পর্কে জানবে।

শিখনফল :

১২.১.১ মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা)।
১২.২.১ জীবনযাত্রার মানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.৩.১ জনসম্পদ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.৩.২ দেশের জন্য জনসম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.৩.৩ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা অনেকাংশে মোকাবেলা করা সম্ভব তা উপলব্ধি করবে।
১২.৩.৪ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায় বলতে পারবে।
১২.৩.৫ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে যে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে তা বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: পরিবারের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

পৃষ্ঠা ৪০-৪১

শিখনফল :

১২.১.১ মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা)।
১২.২.১ জীবনযাত্রার মানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪০-৪১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং জনসংখ্যা সমস্যা সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ

আলোচ্য। এই অধ্যায়ে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তু ১-এ পরিবারের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

- শ্রেণিতে ৪০ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় পড়ানোর সময় বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন। ছোট ছোট প্রশ্ন করে যাচাই করুন তারা কতটুকু বুঝতে পারছে।

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব আলোচনা করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের এলাকায় এই তিনটি ক্ষেত্রে অধিক জনসংখ্যার যেসব প্রভাব লক্ষ করে সেগুলোই আলোচনা করবে। এই কাজটির মাধ্যমে নিজেদের এলাকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই সম্ভব।

পর্যালোচনা :

পারিবারিক পর্যায়ে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। অধিক সদস্যসংখ্যার কারণে পরিবারে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রভাব দেখা যায় তা শিক্ষার্থীদের আরেকবার বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ২: পরিবারের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

পৃষ্ঠা ৪০-৪১

শিখনফল :

১২.১.১ মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা)।

১২.২.১ জীবনযাত্রার মানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪০-৪১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- পরিবারে অধিক জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা গত পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। এই প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চান।

খ| এসো লিখি

শ্রেণিতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটির মাধ্যমে আমাদের বার্ষিক আমদানিকৃত খাদ্যগুলোর নাম ও পরিমাণ জানতে চাওয়া হয়েছে। ৪র্থ অধ্যায় থেকে শিক্ষার্থীরা এই অংশের কাজটি করতে পারে। ঐ অধ্যায়ের পৃষ্ঠা ৩০-এ ডাল ও গম আমদানির পরিমাণ দেওয়া আছে। বার্ষিক গম আমদানির পরিমাণ ০.৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ও ডাল আমদানির পরিমাণ ৩ লক্ষ মেট্রিক টন। এছাড়া ৩৪ নম্বর পৃষ্ঠায় তৈলবীজ ও বিভিন্ন মসলা আমদানির উল্লেখ আছে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে শহরের গৃহহীন শিশুদের একটি দিন কল্পনা করে শিশুরা যেসব সমস্যার সম্মুখিন হয় সে সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে। এই কাজটির মাধ্যমে গৃহহীন শিশুদের প্রতি শিক্ষার্থীদের সহমর্মিতার বোধ তৈরি হবে । কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তি ব্যবহার করতে হবে কারণ অনেক শিশুরই গৃহহীনদের সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান নেই।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির মাধ্যমে আমাদের দেশের বার্ষিক জন্মহার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। এর সঠিক উত্তর হবে ঘ) ৩০ লক্ষ।

পর্যালোচনা :

জনসংখ্যা সম্পর্কিত প্রথম বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। পারিবারিক পর্যায়ে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

২ সমাজের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব

সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব পড়ে।

শিক্ষা

সমাজের অগ্রগতিতে শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের মোট জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ এখনও অক্ষরজ্ঞানহীন। দরিদ্রতার কারণে অনেক পিতা–মাতা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে না। এমনকি বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও, অনেক শিশু পরিবারকে কাজে সাহায্য করতে গিয়ে লেখাপড়া শেষ না করে ঝরে পড়ে।

স্বাস্থ্য

আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্যা অনেক কম। এজন্য চাহিদামতো অনেক মানুষ পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা পায় না। স্বাস্থ্যহীনতার কারণে অনেকে উপার্জন করতে পারে না এবং আমাদের অর্থনীতিতেও তারা অবদান রাখতে পারছে না।

পরিবেশ

অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। মানুষ গাছপালা কেটে বাড়িঘর তৈরি করছে। অধিক ফসল ফলাতে গিয়ে জমিতে প্রচুর রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে পুকুর ও নদীর পানি দূষিত হচ্ছে। ভূ-গর্ভের পানি উত্তোলনের কারণে সামগ্রিকভাবে আমাদের পরিবেশ ও জলবায়ুর উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে।

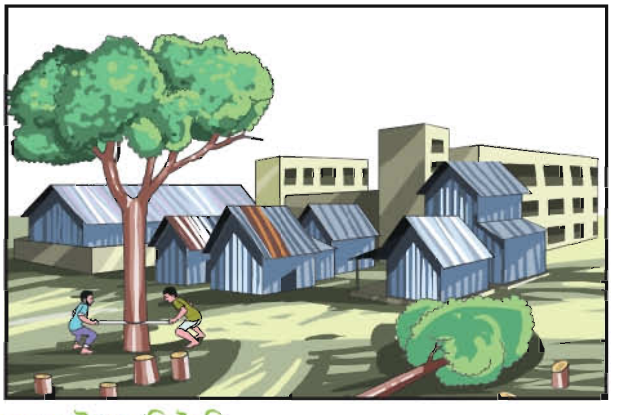

বন কেটে ঘরবাড়ি তৈরি

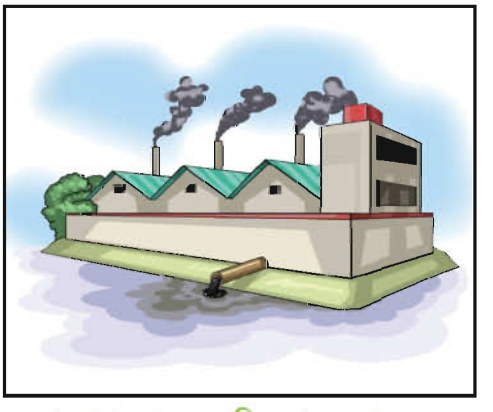

কলকারখানার মাধ্যমে পানি ও বায়ু দূষণ

ক| এসো বলি

ছোট দলে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা কর :

- সমাজে কীভাবে সাক্ষরতার হার বাড়ানো যায়?
- কীভাবে আরও বেশি সংখ্যক শিশু বিদ্যালয়ে আনা যায়?

এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিটি দলে আলোচনা কর ও সবচেয়ে ভালো ধারণা শ্রেণিতে সবার সামনে উপস্থাপন কর।

খ| এসো লিখি

স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে একজন চিকিৎসকের ভূমিকা কী?

গ| আরও কিছু করি

অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে চলাচলের ক্ষেত্রে রাস্তা ঘাটে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়।
একজন পরিকল্পনাকারী হিসেবে নিম্নের বিষয়গুলোর জন্য তোমার পরিকল্পনা কী হবে?

- রেলপথ
- বাসযাত্রী
- গাড়ি চালক
- পথচারী

ঘ| যাচাই করি

পরিবেশের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার ৩টি প্রভাব লেখ।

১.....

২.....

৩.....

পাঠ ৩: সমাজের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

শিখনফল :

১২.১.১ মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা)।

১২.২.১ জীবনযাত্রার মানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪২-৪৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে পরিবারের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠে আরেকটু বড় পরিসরে সমাজের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠে সমাজের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এসব প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা দিন।

- শ্রেণিতে ৪২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন।

কা এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই অংশে সমাজে সাক্ষরতার হার বাড়ানো এবং শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বলুন কাজটিতে দেওয়া বিভিন্ন প্রশ্নের আলোকে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে। কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন সংস্কারমূলক কাজ ও উদ্যোগ নিয়ে প্রাসঙ্গিক কথা বলতে বলুন।

পর্যালোচনা :

অধিক জনসংখ্যার ফলে সমাজে কী কী প্রভাব পড়ে তা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এ প্রভাবগুলো কীভাবে এড়ানো বা কমানো যায় সে সম্পর্কেও তাদের বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৪: সমাজের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

পৃষ্ঠা ৪২-৪৩

শিখনফল :

১২.১.১ মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা)।

১২.২.১ জীবনযাত্রার মানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪২-৪৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর প্রভাব নিয়ে আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। এই প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা কেন জরুরি তাও বুঝিয়ে বলুন।

খ| এসো লিখি

শ্রেণিতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এ কাজটিতে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে একজন চিকিৎসকের ভূমিকা সর্ম্পকে লিখবে। শিক্ষার্থীদের বলুন এজন্য বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসুবিধা ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করতে। নিজেদের আশপাশের অবস্থা বিবেচনা করে ও চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করে স্বাস্থ্য সেবা উন্নয়নে চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে অতিরিক্ত জনসংখ্যার সাথে পথঘাট বা যোগাযোগ ব্যবস্থার যোগসূত্র খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে। এ কাজটিতে শিক্ষার্থীরা নিজেকে পরিকল্পনাকারী হিসেবে কল্পনা করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন ধরনের পরিকল্পনা প্রয়োজন তা লিখবে। এ কাজটির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত জনসংখ্যার সাথে রাস্তা ঘাট ও চলাচলের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করা। সেই সঙ্গে জনসংখ্যা বেশি হলে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে বিশেষ পরিকল্পনা প্রয়োজন, এই বিষয়টিও শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে পরিবেশের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার ৩টি প্রভাব লিখবে। বিষয়বস্তু ২-এর 'পরিবেশ' উপশিরোনামটি থেকে যেকোনো বিষয় নিজেদের মতো বেছে নিয়ে শিক্ষার্থীরা এই কাজটি করতে পারে। যেমন-শিক্ষার্থীরা 'মানুষ গাছপালা কেটে বাড়ি তৈরি করছে' প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে লিখতে পারে।

পর্যালোচনা :

বিষয়বস্তু ১ ও ২-এ আলোচিত বিষয়গুলো সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে পরিবার ও সমাজে যেসব প্রভাব পড়ে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

৩ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হলো দক্ষ জনশক্তি। দক্ষ জনশক্তির মাধ্যমেই মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করা সম্ভব। আমাদের মূলধন কম থাকতে পারে (এখানে মূলধন মানে অর্থ)। আমাদের কিন্তু প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদ রয়েছে। আমরা কীভাবে আমাদের এই বৃহৎ সম্পদকে কাজে লাগাতে পারি?

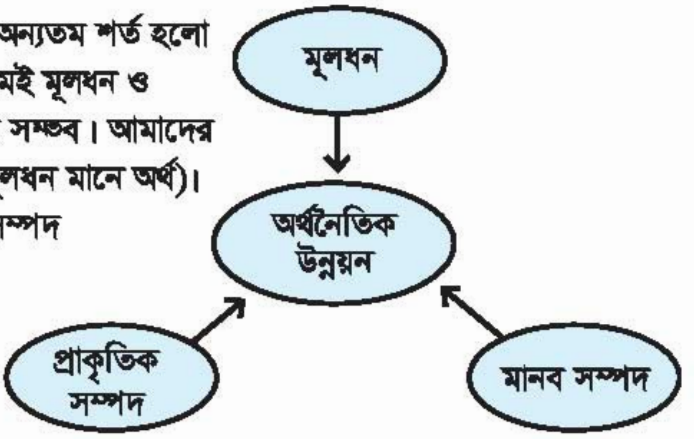

প্রথমত, তুলনামূলক দক্ষ জনসম্পদ রপ্তানির মাধ্যমে আমাদের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করার সুযোগ আছে। বিদেশে কর্মরত আছে আমাদের দেশের নানা পেশার মানুষ। তাদের উপার্জিত অর্থ পরিবারের আর্থিক চাহিদা পূরণ করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের শিক্ষার মান উন্নত করা, যাতে আমাদের জনগণ দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে। সরকারি সহায়তায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ব্যবস্থা করে এই শ্রমিকদের দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তর করা যায়।

তৃতীয়ত, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া। যাতে তারা নতুন কোনো শিল্পের বিকাশে সহায়তা করতে পারে, যেমন যন্ত্রপাতি শিল্প।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থী

ক| এসো বলি

একটি চলমান শিল্পে পাশের পৃষ্ঠার ডায়াগ্রামটি কীভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা কর। উদাহরণ হিসেবে কাগজকলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কাগজকলের জন্য কী ধরনের মূলধন, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব সম্পদ দরকার তা বর্ণনা কর। কাজটি ছোট দলে কর।

খ| এসো লিখি

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার কয়েকটি পদ্ধতির উদাহরণ দাও। কাজটি জোড়ায় কর।

মানব সম্পদ উন্নয়ন	উদাহরণ
শ্রমশক্তি রপ্তানি	
মৌলিক শিক্ষার উন্নয়ন	
বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি	

গ| আরও কিছু করি

মনে কর, তোমার এলাকায় একটি নতুন শিল্প স্থাপন করা হবে। সেক্ষেত্রে নিচের তিনটি শিরোনামে কোন কোন জিনিস প্রয়োজন হবে? কাজটি ছোট দলে কর।

মূলধন	
প্রাকৃতিক সম্পদ	
মানব সম্পদ	

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিচের কোন সম্পদটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

ক. যন্ত্রপাতি শিল্প খ. অবকাঠামোগত উন্নয়ন গ. পোশাক ঘ. মূলধন

পাঠ ৫: জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর

পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫

শিখনফল :

১২.৩.১ জনসম্পদ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.৩.২ দেশের জন্য জনসম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.৩.৩ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা অনেকাংশে মোকাবেলা করা সম্ভব তা উপলব্ধি করবে।
১২.৩.৪ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায় বলতে পারবে।
১২.৩.৫ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে যে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে তা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪৪-৪৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- অর্থনীতিতে জনসম্পদের ধারণা খুব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণিতে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের ধারণা দিন। বিষয়বস্তু ৩-এর শুরুতে একটি চিত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়নের তিনটি যোগান বা উপাদান দেখানো হয়েছে-মূলধন, মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ। শিক্ষার্থীদের চিত্রটি বুঝিয়ে দিন।

- শ্রেণিতে ৪৪ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় জনসম্পদের ধারণা দেওয়া আছে, এছাড়া জনসম্পদকে কাজে লাগানোর কিছু উপায় সম্পর্কে বলা হয়েছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের ধারণা যাচাই করুন।

কাএসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজ করান। এই কাজটিতে একটি কাগজকলে কীভাবে মূলধন, মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা হয় তা আলোচনা করতে বলা হয়েছে। একটি কাগজকলের মূলধন হিসেবে টাকা, প্রাকৃতিক সম্পদ হিসেবে কাঠ এবং মানবসম্পদ হিসেবে যন্ত্রপাতি পরিচালনায় দক্ষ কর্মীরা কাজ করে।

পর্যালোচনা :

জনসম্পদ সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। জনসম্পদের ধারণা এবং জনসম্পদকে কাজে লাগানোর উপায়গুলো আরেকবার বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৬: জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর

পৃষ্ঠা ৪৪-৪৫

শিখনফল :

১২.৩.১ জনসম্পদ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.৩.২ দেশের জন্য জনসম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১২.৩.৩ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা অনেকাংশে মোকাবেলা করা সম্ভব তা উপলব্ধি করবে।
১২.৩.৪ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায় বলতে পারবে।
১২.৩.৫ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে যে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে তা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪৪-৪৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- জনসম্পদ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। বিষয়টি শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে বুঝেছে কি না তা যাচাই করুন।

খ| এসো লিখি

এই কাজটি করার জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরের কয়েকটি পদ্ধতির উদাহরণ লিখবে। কাজটিতে একটি ছকের বামপাশে পদ্ধতিগুলোর নাম লেখা আছে। শিক্ষার্থীরা তাদের জানাশোনা থেকে এই পদ্ধতিগুলোর উদাহরণ লিখতে পারে। যেমন, কোনো জোড়া লিখতে পারে-
শ্রমশক্তি রপ্তানি—দুবাইয়ে নির্মাণ শ্রমিক পাঠানো
মৌলিক শিক্ষার উন্নয়ন-অন্তত মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ালেখা করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা
বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি—মানুষকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া।

গ| আরও কিছু করি

শ্রেণিতে 'আরও কিছু করি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে শিক্ষার্থীদের নিজ এলাকায় শিল্প কারখানা স্থাপনের প্রেক্ষিতে মূলধন, মানবসম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে কাজ করবে তা ছকে লিখতে বলা হয়েছে। উত্তরগুলো অঞ্চলভেদে আলাদা হবে। যেমন কোনো অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা বেশি হলে সেই অঞ্চলের কোনো শিক্ষার্থী লিখতে পারে যে তাদের এলাকায় একটি গাড়ি পরিষ্কার করার কারখানা স্থাপন করা হবে; সেক্ষেত্রে সেই কারখানার প্রাকৃতিক সম্পদ হবে পানি, মানবসম্পদ হবে সেই এলাকার মানুষ এবং স্পঞ্জ ও বালতি কেনা/তৈরির জন্য মূলধন হবে প্রয়োজনীয় টাকা।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কোন উপাদানটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে চাওয়া হয়েছে এই প্রশ্নটির মাধ্যমে। এই প্রশ্নের উত্তর হবে ঘ) মূলধন

পর্যালোচনা :

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। কোনো দেশের অর্থনীতিতে জনসম্পদ কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝিয়ে বলুন।

৪ জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান

এই অধ্যায়ে উল্লিখিত সমস্যার সমাধানে আমাদের যেসব সম্মিলিত কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন সেগুলো হলো :

খাদ্য	খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে।
বাসস্থান	গৃহ নির্মাণে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
পরিবেশ	পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হবে, যাতে মানুষের জীবনযাপনের মান বৃদ্ধি পায়।
স্বাস্থ্য	রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন টিকা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারি সহায়তা বাড়াতে হবে। এতে মানুষের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
শিক্ষা	শতভাগ সাক্ষরতার হার নিশ্চিত করতে হবে।শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
দক্ষতার উন্নয়ন	দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলার জন্য কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন করতে হবে।
বাণিজ্যিক ভারসাম্য	আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

ক| এসো বলি

পাশের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বিষয়গুলোর উপর শ্রেণিতে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন কর। বিতর্কে প্রতিটি দল একটি বিষয়ের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করবে। প্রতিটি দলই উল্লেখ করবে কেন সরকার তাদের দলের বিষয়টিকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে। সবার যুক্তি উপস্থাপন শেষ হলে শ্রেণিতে সবাই ভোট দিবে ও যে কোনো একটি দলকে বিজয়ী নির্বাচন করবে।

খ| এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সমাধানের একটি উপায় নির্ধারণ কর। কেন এটিকে সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা লেখ।

গ| আরও কিছু করি

তোমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা কে কী করছে সে সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের কর। তাদের মধ্যে কতজন –

১.কৃষিকাজ করছে.....
২.চাকরি করছে.....
৩.ব্যবসা করছে.....
৪.উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে.....

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

আমরা কীভাবে আমাদের রপ্তানি বৃদ্ধিতে মানবসম্পদকে ব্যবহার করতে পারি?

পাঠ ৭: জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান

পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭

শিখনফল :

১২.১.১ মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা)।

১২.২.১ জীবনযাত্রার মানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১২.৩.১ জনসম্পদ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১২.৩.২ দেশের জন্য জনসম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১২.৩.৩ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা অনেকাংশে মোকাবেলা করা সম্ভব তা উপলব্ধি করবে।

১২.৩.৪ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায় বলতে পারবে।

১২.৩.৫ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে যে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে সে প্রসঙ্গে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪৬-৪৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- পুরো অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলো সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। অধিক জনসংখ্যা কেন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তা বুঝিয়ে বলুন, সেই সঙ্গে জনসংখ্যা সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানগুলোও আলোচনা করুন।

- শ্রেণিতে ৪৬ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় জনসংখ্যা সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা কী কী উপায় অবলম্বন করতে পারি তা আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্র পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন।

কা এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। প্রতিযোগিতাটি একটু আলাদা আঙ্গিকের। এখানে শিক্ষার্থীদের সাতটি দলে ভাগ করে দিন। প্রতিটি দলকে বিষয়বস্তু ৪-এর ছক থেকে একটি করে ক্ষেত্র বেছে নিতে বলুন। এরপর সেই বিষয়টিকে কেন সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবে তা বলতে বলুন। শিক্ষার্থীরা নিজেদের ক্ষেত্রের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন যুক্তি তুলে ধরবে। এই কাজটির মাধ্যমে একইসাথে শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা ও উপাস্থাপন দক্ষতা যাচাই করা সম্ভব।

পর্যালোচনা :

এই অধ্যায়ে আলোচিত সকল বিষয় সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। জনসংখ্যা সমস্যা এবং সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলো আবার শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৮: জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান

পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭

শিখনফল :

১২.১.১ মৌলিক চাহিদার উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে (খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা)।

১২.২.১ জীবনযাত্রার মানের উপর অধিক জনসংখ্যার প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১২.৩.১ জনসম্পদ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১২.৩.২ দেশের জন্য জনসম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১২.৩.৩ দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে যে জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা অনেকাংশে মোকাবেলা করা সম্ভব তা উপলব্ধি করবে।

১২.৩.৪ জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের উপায় বলতে পারবে।

১২.৩.৫ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে যে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হচ্ছে সে প্রসঙ্গে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪৬-৪৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- জনসংখ্যা সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা যেন জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে সে বিষয়ে তাদের ধারণা দিন। সেই সঙ্গে সেই সমস্যা সমাধানে তারা যেন কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে সেজন্য তাদের উৎসাহিত করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটি মূলত 'এসো বলি' কাজটি থেকেই এসেছে। 'এসো বলি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা যে যে ক্ষেত্রের পক্ষে বলেছিল তাদের বলুন তারা যেন সেই ক্ষেত্রের পক্ষে কথাগুলো খাতায় লেখে। সরকার কোন নির্ধারিত ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দিবে তা যুক্তি সহকারে লিখতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি গবেষণার কথা

বলা হয়েছে। এই কাজটি বিদ্যালয় ভেদে আলাদা হবে। শিক্ষার্থীরা খুঁজে দেখবে তাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা কে কোথায় কাজ করছে।

ঘ। যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধিতে কীভাবে জনসম্পদকে ব্যবহার করা যায়। শিক্ষার্থীরা নিজেদের জানাশোনা থেকে এ প্রশ্নের উত্তর দিবে। যেমন-কোনো শিক্ষার্থী লিখতে পারে যে আমাদের দেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে; কারণ তাহলে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের কারখানা স্থাপন করতে হবে এবং সেই কারখানায় কর্মী হিসেবে জনসম্পদ ব্যবহার করা হবে।

পর্যালোচনা :

এই অধ্যায়ে জনসংখ্যা সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে যা আলোচনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে আরেকবার বলুন। শিক্ষার্থীরা যেন এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সমাধানের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে সেজন্য তাদের এ সমস্যার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলুন।

অধ্যায় ৬

জলবায়ু ও দুর্যোগ

১ জলবায়ু পরিবর্তন

কোন স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও গড় বৃষ্টিপাতকে **আবহাওয়া** বলে। কোনো স্থানের আবহাওয়া পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ধারাই **জলবায়ু**। জলবায়ু হলো কোনো স্থানের বহু বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা। সাধারণত ৩০-৪০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলা হয়। প্রাকৃতিক অবস্থান এবং জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্পের মতো নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি রয়েছে।

বিভিন্ন কারণে বিশ্বের জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। এর একটি অন্যতম কারণ মানবসৃষ্ট দূষণ, যেমন– শিল্প কলকারখানা এবং যানবাহনের ধোঁয়া। এর ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় একদিকে বরফ গলে যাচ্ছে, অন্যদিকে জলাশয় শুকিয়ে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে।

বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যা যা ঘটছে-

- গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে।
- ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে।
- বারবার ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে।
- মাটির লবণাক্ততা বেড়ে কৃষিজমির ক্ষতি হচ্ছে।
- গাছপালা ও বিভিন্ন প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।
- ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা ব্যাপক হলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা বেড়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে। এতে খাদ্য উৎপাদন, বাড়িঘর, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। তাই এই দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষত : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

ক| এসো বলি

জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- আমরা পরিবেশের কী কী ক্ষতি সাধন করি?
- এর ফলে পরিবেশের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে?
- পরিবেশের বিপর্যয়ে পৃথিবী কী ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবে?
- আমরা কীভাবে এটি রোধ করতে পারি?

খ| এসো লিখি

নিচের দুইটি কলামে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।
(৪২ নম্বর পৃষ্ঠায় আরও উদাহরণ পাবে)

জলবায়ু পরিবর্তনে মানবসৃষ্ট কারণ	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল

গ| আরও কিছু করি

২০০৭ সালে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট সিডরের মতো আরও কিছু ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে তথ্য খুঁজে বের কর। ঘণ্টায় এর গতিবেগ ছিল ১৬০ কিলোমিটার যা ৩,৪৪৭ জনের জীবনহানি ঘটায়। ২০০৯ সালের ঘূর্ণিঝড় আইলায় ৩৩০ জন মানুষ মারা যায়, ৮২০৮ জন নিখোঁজ হয় এবং ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে। ঘূর্ণিঝড়গুলো সম্পর্কে তোমার পরিবারের লোকজনের/শিক্ষকের কী মনে আছে তা জেনে নাও।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পরিবেশের কী কী ক্ষতি হয়?

অধ্যায় ৬: জলবায়ু ও দুর্যোগ

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১০.১ বাংলাদেশে আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তন ও সামাজিক কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে জানবে এবং তা মোকাবেলার প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে।

১০.২ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কর্মকাণ্ড করা থেকে বিরত থাকবে।

শিখনফল :

১০.১.১ আবহাওয়া বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।

১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.৬ বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যেমন (গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, পাখি শিকার, বন্যপ্রাণী নিধন, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি)।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: জলবায়ু পরিবর্তন

পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯

শিখনফল :

১০.১.১ আবহাওয়া বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।

১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।

১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.৬ বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪৮-৪৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে 'জলবায়ু' সম্পর্কে ধারণা দিন। জলবায়ুর সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক আলোচনা করুন। মানুষের কর্মকাণ্ড কীভাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে প্রভাবিত করছে তা আলোচনা করুন।

- শ্রেণিতে ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় আবহাওয়া ও জলবায়ুর সংজ্ঞা, আবহাওয়া ও জলবায়ুর সাথে মানুষের সম্পর্ক, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশ ও মানবজীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি পর্যায় পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন।

কা এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে বিষয়বস্তু ১-এর আলোকে কিছু প্রশ্নের উত্তর আলোচনা করতে বলা হয়েছে। পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে সমষ্টিগত সচেতনতা তৈরিতে এই প্রশ্নগুলো ভূমিকা রাখবে। প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তর নিচে উল্লেখ করা হলো-
আমরা কল কারখানা এবং বিভিন্ন যানবাহনের মাধ্যমে পরিবেশের নানারকম ক্ষতি করে থাকি, যেমন-বায়ু দূষণ করি, নদী ভরাট করি, গাছ কেটে ফেলি।

- এই প্রশ্নের উত্তরগুলো ৪৮ নম্বর পৃষ্ঠায় বুলেট আকারে দেখানো হয়েছে।
- পরিবেশের বিপর্যয়ে পৃথিবীর সম্ভাব্য ক্ষতিগুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বৃদ্ধি, খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান ইত্যাদিতে সংকট তৈরি হবে।
- আমরা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এড়াতে পারি।

পর্যালোচনা :

জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ২: জলবায়ু পরিবর্তন

পৃষ্ঠা ৪৮-৪৯

শিখনফল :

১০.১.১ আবহাওয়া বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।
১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।

১০.১.৬ বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৪৮-৪৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে আগের পাঠে শিক্ষার্থীরা যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। ঐ পাঠে প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে প্রধান আলোচ্য কী ছিল তা তুলে ধরুন।

খ| এসো লিখি

শ্রেণিতে 'এসো লিখি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটি করানোর জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। কাজটিতে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল ছকে লিখতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে বিষয়বস্তু ১ থেকে ছকটি পূরণ করবে, তারা প্রয়োজনে বইয়ের ৪২ নম্বর পৃষ্ঠা থেকেও তথ্য নিতে পারে। কাজটির কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর নিচে দেওয়া হলো-
কারণ— গাছ কাটা, নদী দূষিত করা, বায়ু দূষিত করা
ফলাফল—টর্নেডো, বন্যা, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে সাম্প্রতিক সময়ের কিছু বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন তথ্য খুঁজে বের করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা আইলা, মহাসেন ইত্যাদি দুর্যোগ সম্পর্কে গবেষণা করতে পারে। তাদের পরিবারের কারও এই দুর্যোগগুলো সম্পর্কে কিছু মনে আছে কি না, সে সম্পর্কেও শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীদের অল্প কথায় উত্তর দিতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পরিবেশের কী কী ক্ষতি হয় প্রশ্নটির উত্তরে লিখতে পারে 'যানজট তৈরি হয়'/'বায়ুদূষণ ঘটে'/'বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটে'।

পর্যালোচনা :

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এই পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফলগুলো আরেকবার মনে করিয়ে দিন। জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম বড় প্রভাব বিশ্ব উষ্ণায়ন। বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রতিরোধে আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরুন।

২ নদীভাঙন

বাংলাদেশে অসংখ্য নদী রয়েছে। তাই এদেশের অনেক জায়গাতেই নদীভাঙনের প্রবণতা দেখা যায়। নদীর পাড় ভেঙে যাওয়ার ফলে আমাদের মূল্যবান কৃষি জমি, বাড়ি-ঘর সড়ক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার বিলীন হয়ে যায়। ফলে আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নদীভাঙন

বন্যা নদীভাঙনের একটি অন্যতম প্রাকৃতিক কারণ। বন্যার অতিরিক্ত পানির স্রোত ও ঢেউ নদীর পাড়ে আঘাত হানে, ফলে বন্যার সময় নদীভাঙন শুরু হলে তা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। নিচের মানবসৃষ্ট কারণগুলোও নদীর পাড় ভাঙনের জন্য দায়ি –

- নদী থেকে বালি উত্তোলন
- নদী তীরবর্তী গাছপালা কেটে ফেলা

মানবসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক কারণে অনেক সময় নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক| এসো বলি

তোমার এলাকায় বা এলাকার আশেপাশে কোনো নদী বা জলাশয় নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- ঐ নদীতে কি কখনো বন্যা হয়েছে?
- নদীর তীরে কোনো স্থাপনা দেখেছ কি?
- বন্যার প্রভাবে কী হয়?

খ| এসো লিখি

নদীভাঙনের মানবসৃষ্ট কারণ এবং এর ফলাফল সম্পর্কে লেখ। কাজটি জোড়ায় কর।

মানবসৃষ্ট কারণ	
ফলাফল	

গ| আরও কিছু করি

পানি উন্নয়ন বোর্ড নদীর পাড় রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। যেমন :

- বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ তৈরি
- সেচের জন্য কার্লভাট ও স্লুইস গেইট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- বন্যায় সর্তকতা অবলম্বনের জন্য নানা ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া

তোমার এলাকার বন্যা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কী করা প্রয়োজন, সে সম্পর্কে মতামত জানিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে একটি চিঠি লেখ।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

নদীভাঙনের ফলে কী হয়?

পাঠ ৩: নদী ভাঙন

পৃষ্ঠা ৫০-৫১

শিখনফল :

১০.১.১ আবহাওয়া বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।
১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.৬ বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যেমন (গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, পাখি শিকার, বন্যপ্রাণী নিধন, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি)।

শিখন উপকরণ :

৫০-৫১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই অধ্যায়ে তিনটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নদীভাঙন, খরা ও ভূমিকম্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই পাঠে নদীভাঙন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। শ্রেণিতে নদীভাঙন সম্পর্কে ধারণা দিন।

- শ্রেণিতে ৫০ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় নদীভাঙন, নদীভাঙনের কারণ ও ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই অংশে স্থানীয় পর্যায়ে নদী বা জলাশয় সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের এলাকার নদী দেখে সেই নদীর বিষয়ে আলোচনা করবে। সেই নদীটিতে যদি কোনো ভাঙন দেখা দেয় তাহলে তার কারণ ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করবে। এছাড়া শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও আলোচনা করবে।

পর্যালোচনা :

নদীভাঙন নিয়ে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। নদীভাঙনের কারণ, প্রভাবের ভয়াবহতা এবং সেই সঙ্গে নদীভাঙন প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সংক্ষেপে আবার বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৪: নদী ভাঙন

পৃষ্ঠা ৫০-৫১

শিখনফল :

১০.১.১ আবহাওয়া বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।
১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.৬ বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যেমন (গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, পাখি শিকার, বন্যপ্রাণী নিধন, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি)।

শিখন উপকরণ :

৫০-৫১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- নদীভাঙন সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। এর কারণ এবং ভয়াবহ প্রভাব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এই কাজটিতে নদীভাঙনের মানবসৃষ্ট কারণ ও ফলাফল লিখতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে নদীভাঙনের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে লিখবে। এই কাজটির জন্য সম্ভাব্য উত্তরগুলো নিচে দেওয়া হলো-
নদীভাঙনের মানবসৃষ্ট কারণ— নদীর পাড়ের মাটি কাটা, গাছ কাটা,
ফলাফল— বন্যা, আবাদিজমি নষ্ট হওয়া, ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারানো

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাছে শিক্ষার্থীদের চিঠি লিখতে বলা হয়েছে। এই চিঠিতে তারা নিজেদের এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে কী করা প্রয়োজন তা জানাবে। এই চিঠিটির মাধ্যমে নিজেদের পরিবেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা যাচাই করা সম্ভব সহজেই।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে নদী ভাঙনের ফলাফল লিখতে বলা হয়েছে। এ কাজটি করার সময় শিক্ষার্থীরা 'এসো লিখি' অংশ থেকে ধারণা নিতে পারে। তারা উত্তরে লিখতে পারে 'বন্যা হয়'/'আবাদি জমি নষ্ট হয়'/' মানুষ ঘরবাড়ি ও জীবিকা হারায়'।

পর্যালোচনা :

নদীভাঙন সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। নদীভাঙনের ফলে মানুষের জীবন জীবিকার উপর প্রভাব সম্পর্কে বলুন। এছাড়া নদীভাঙন কমাতে আমরা কী ভূমিকা রাখতে পারি তাও বুঝিয়ে বলুন।

৩ খরা

আমাদের দেশের কোনো কোনো অঞ্চল যেমন নদীভাঙনের শিকার হচ্ছে, আবার কোনো কোনো অঞ্চল খরার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে দীর্ঘকালধরে শুষ্ক আবহাওয়া ও অপর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত এবং অল্পসংখ্যক নদী থাকার কারণে খরার প্রবণতা বেশি।

মানব সৃষ্ট কারণেও খরা হয়:

- গাছ কেটে ফেলা (গাছের শিকড় মাটির মধ্যকার পানি ধরে রাখে)
- অধিক হারে ভবন নির্মাণের ফলে মাটি কংক্রিটে ঢেকে যায় এবং এই কংক্রিট পানি ধরে রাখে না
- কলকারখানার মাধ্যমে বায়ু দূষণের ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যায় এবং পরিবেশ শুষ্ক হয়ে যায়

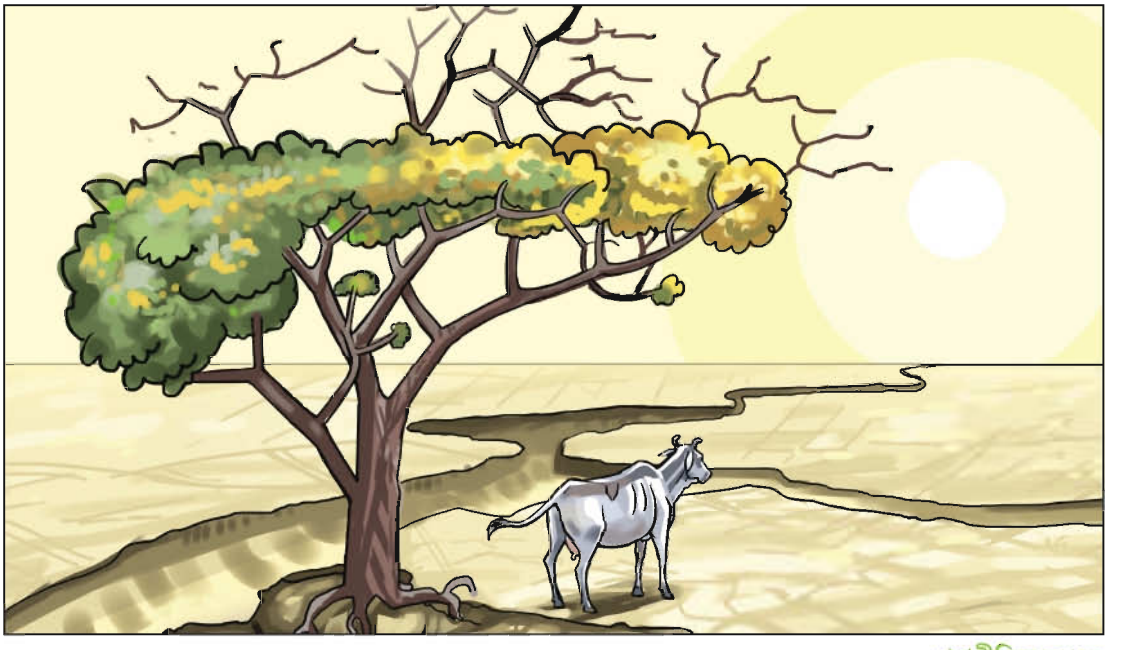

খরাপীড়িত অঞ্চল

খরার ফলাফলগুলো হলো :

- পুকুর, নদী, খাল ও বিল শুকিয়ে যায়
- মাঠে ফসল ফলাতে কষ্ট হয়
- গবাদি পশুর খাদ্যসংকট দেখা দেয়
- খাবার পানির অভাব দেখা যায়

ক| এসো বলি

পাশের মানচিত্রে লাল রঙে চিহ্নিত অঞ্চলগুলো সবচেয়ে খরাপ্রবণ এলাকা। শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

- অঞ্চলগুলো কোন কোন বিভাগে অবস্থিত?
- এই অঞ্চলগুলোর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য কী কী?

খ| এসো লিখি

নিচের প্রতিটি ক্ষেত্রে খরার প্রভাব লেখ, কাজটি জোড়ায় কর।

নদী	
মাঠ	
পশু	
মানুষ	

গ| আরও কিছু করি

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মতে, 'বর্ষা মৌসুমের প্রধান ফসল আমন ধানের শতকরা ১৭ ভাগেরও বেশি সাধারণত এক বছরে খরার কারণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।' এই ধারণার প্রেক্ষিতে খরার কারণ এবং প্রভাব লেখ।

কারণ	→	ফসলের ক্ষতি	→	প্রভাব

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খরার প্রবণতা বেশি কারণ .....

.....।

পাঠ ৫: খরা

পৃষ্ঠা ৫২-৫৩

শিখনফল :

১০.১.১ আবহাওয়া বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।
১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.৬ বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যেমন (গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, পাখি শিকার, বন্যপ্রাণী নিধন, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি)।

শিখন উপকরণ :

৫২-৫৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- অতিরিক্ত পানির কারণে হওয়া নদীভাঙন যেমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ তেমনই পানির অভাবও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ। খরা নামক প্রাকৃতিক দুর্যোগটি হয় পানির অভাবের কারণে। শ্রেণিতে খরার ধারণা দিন। বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত ও জলাশয়ের স্বল্পতার কারণে খরা কত গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন।

- শ্রেণিতে ৫২ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় খরার ধারণা, খরার কারণ ও ফলাফলগুলো আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন।

কা| এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে মানচিত্রে চিহ্নিত খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলোর নাম প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে বলা হয়েছে। কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্পর্কিত জ্ঞানের পাশাপশি মানচিত্র দক্ষতাও যাচাই করা সম্ভব। মানচিত্রে চিহ্নিত খরাপ্রবণ অঞ্চলগুলো বস্তুত বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের ভূমি অপেক্ষাকৃত উঁচু।

পর্যালোচনা :

খরা সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। বাংলাদেশের খরাপ্রবণ অঞ্চল, খরার কারণ ও খরা প্রতিরোধে আমাদের করণীয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৬: খরা

পৃষ্ঠা ৫২-৫৩

শিখনফল :

১০.১.১ আবহাওয়া বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।
১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.৬ বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যেমন (গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, পাখি শিকার, বন্যপ্রাণী নিধন, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি)।

শিখন উপকরণ :

৫২-৫৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- খরা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের নিজেদের খরার অভিজ্ঞতা থাকলে তা শুনতে চাইতে পারেন। খরার কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধে আমাদের ভূমিকা বুঝিয়ে বলুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। কাজটিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে খরার প্রভাব লিখতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে নদী, মাঠ, পশু ও মানুষের জীবনে খরা কী প্রভাব ফেলে শিক্ষার্থীরা তা ছকে লিখবে। শিক্ষার্থীরা যেন এসব ক্ষেত্রে খরার প্রভাব প্রাসঙ্গিকভাবে তুলে ধরতে পারে তা খেয়াল রাখুন। এসব ক্ষেত্রে খরার সম্ভাব্য প্রভাব নিচে হওয়া হলো-
নদী—পানির অভাবে নদী শুকিয়ে যায়
মাঠ—মাঠে ফসল উৎপাদন করা কঠিন হয়ে পড়ে
পশু—পশুর খাদ্য যোগানো কষ্টকর হয়ে পড়ে
মানুষ— খাবার পানির সংকট দেখা দেয় এবং কিছু কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যায়।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের একটি বিবৃতি এবং তার নিচে একটি চিত্র/ছক

দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিটির আলোকে শিক্ষার্থীরা খরার কারণ ও তার প্রভাব সম্পর্কে চিত্রের/ছকের নির্ধারিত স্থানে লিখবে। খরার কারণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারে গাছ কাটা, অতিরিক্ত ভবন নির্মাণ, বায়ু দূষণ ইত্যাদি আর ফসলের ক্ষতির প্রভাব হিসেবে লিখতে পারে খাদ্য সংকট, কৃষকের জীবিকা ব্যাহত হওয়া ইত্যাদি।

ঘ। যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীদের একটি অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশের খরাপ্রবণ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খরাপ্রবণতার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছে এই কাজটিতে। শিক্ষার্থীরা শূন্যস্থানে লিখতে পারে 'সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম এবং নদীর সংখ্যা অল্প'।

পর্যালোচনা :

খরা সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে বন্যা প্রবণতার তুলনায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে খরা প্রবণতার কারণ, প্রভাব ও খরা প্রতিরোধে আমাদের ভূমিকার কথা বুঝিয়ে বলুন।

৪ ভূমিকম্প

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে ভূমিকম্পের নিশ্চিত ঝুঁকি রয়েছে। পাশের মানচিত্রে এলাকা-৩ এর উত্তর-পূর্ব অঞ্চল অধিক ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল এবং এলাকা-১ এর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল তুলনামূলক কম ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল।

মৃদু ভূমিকম্প মোকাবেলায় ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে সরকারি সতর্কতা অবলম্বন করলে বড় ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

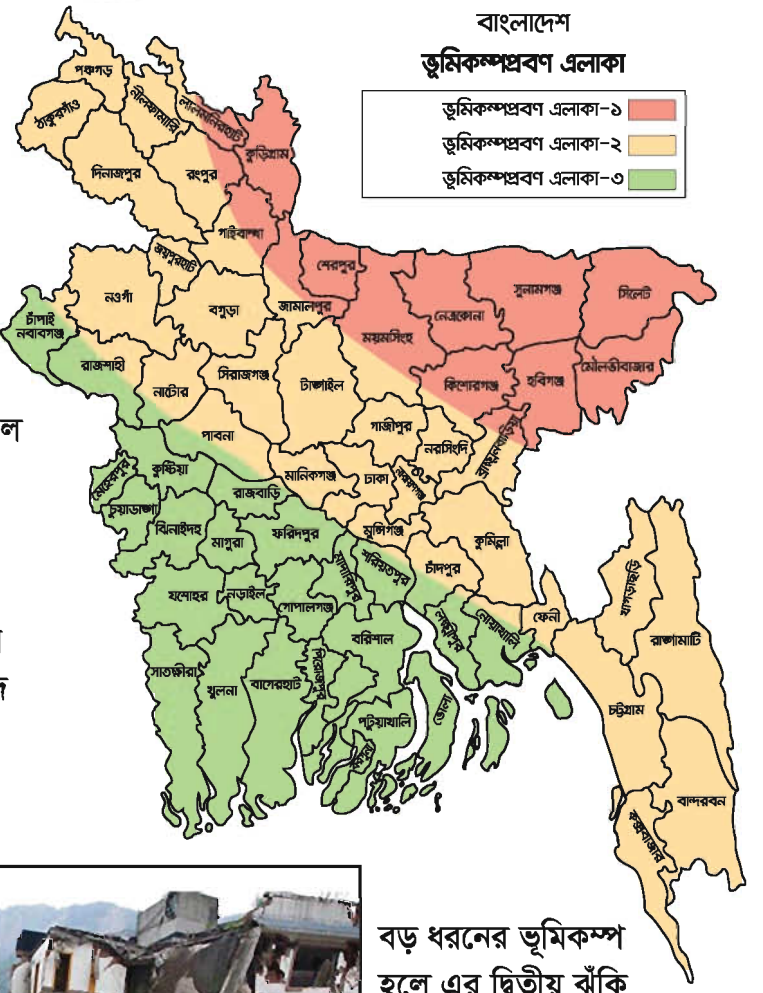

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভবন

বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে এর দ্বিতীয় ঝুঁকি হিসেবে সুনামি ও বন্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ক| এসো বলি

যেকোনো ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় বাড়িতে আমরা কী কী পূর্ব প্রস্তুতি নিতে পারি তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। তুমি কীভাবে প্রতিবেশীদের দুর্যোগের পূর্বাভাস জানাবে?

সতর্কতা অবলম্বনের প্রচার কাজ

খ| এসো লিখি

নিচের পূর্বপ্রস্তুতিগুলোকে **ভূমিকম্পের আগে, ভূমিকম্প চলাকালীন** এবং **ভূমিকম্পের পরে** এই তিনটি ভাগে ভাগ কর। ভূমিকম্পের সময়, আগে ও পরে কী করতে হবে সে বিষয়ে মানুষকে সর্তক করতে একটি পোস্টার তৈরি কর। কাজটি জোড়ায় কর।

- পুরোপুরি শান্ত থাকতে হবে। আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করা যাবে না।
- বিছানায় থাকলে বালিশ দিয়ে মাথা ঢেকে রাখতে হবে।
- কাঠের টেবিল বা শক্ত কোনো আসবাবপত্রের নিচে আশ্রয় নিতে হবে।
- বারান্দা, আলমারি, জানালা বা ঝোলানো ছবি থেকে দূরে থাকতে হবে।
- পাকা দালানে থাকলে বিমের পাশে দাঁড়াতে হবে।
- প্রথম ভূকম্পন থেমে যাবার পর সারিবদ্ধভাবে ঘর থেকে বের হয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিতে হবে।
- প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা বাড়িতেই রাখতে হবে।

গ| আরও কিছু করি

২০১৫ সালের ২৫এ এপ্রিল নেপালে সংঘটিত ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে লেখ।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

নিচের কোনটি অতিমাত্রার ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা?

ক. সিলেট খ. বরিশাল গ. খুলনা ঘ. চট্টগ্রাম

পাঠ ৭: ভূমিকম্প

পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

শিখনফল :

১০.১.১ আবহাওয়া বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।
১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.৬ বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যেমন (গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, পাখি শিকার, বন্যপ্রাণী নিধন, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি)।

শিখন উপকরণ :

৫৪-৫৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শ্রেণিতে অন্য আরেকটি দুর্যোগ ভূমিকম্প সম্পর্কে ধারণা দিন। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এই দুর্যোগের জন্য বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। শিক্ষার্থীদের জানান এ দুর্যোগ সংঘটনে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই কিন্তু দুর্যোগ পরবর্তী ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করতে মানুষ ভূমিকা রাখতে পারে।

- শ্রেণিতে ৫৪ নম্বর পৃষ্ঠাটি পড়ুন। এই পৃষ্ঠায় ভূমিকম্পের ধারণা, ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল এবং এই দুর্যোগের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয় পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতা যাচাই করুন।

ক| এসো বলি

শ্রেণিতে 'এসো বলি' অংশের কাজটি করান। এই কাজটিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে আলোচনা করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যে কোনো দুর্যোগ যেমন অগ্নিকাণ্ড বা বন্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারে। এ ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে কী কী করা যেতে পারে এবং দুর্যোগের খবর প্রতিবেশীদের কাছে কী উপায়ে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে তা শিক্ষার্থীরা প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করবে।

পর্যালোচনা :

ভূমিকম্প সম্পর্কে সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। ভূমিকম্পের কারণ ও ভূমিকম্প পরবর্তী ঝুঁকি

মোকাবেলায় আমরা কী কী করতে পারি তা বুঝিয়ে বলুন।

পাঠ ৮: ভূমিকম্প

পৃষ্ঠা ৫৪-৫৫

শিখনফল :

১০.১.১ আবহাওয়া বলতে কী বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.২ জলবায়ু কী বলতে পারবে।
১০.১.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১০.১.৪ আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.১.৫ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও পরিবেশের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে।
১০.১.৬ বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল ও সেখানে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে বলতে পারবে।
১০.২.১ প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হয় এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকবে যেমন (গাছ কাটা, পাহাড় কাটা, পাখি শিকার, বন্যপ্রাণী নিধন, জলাভূমি ভরাট ইত্যাদি)।

শিখন উপকরণ :

৫৪-৫৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ভূমিকম্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আগের পাঠে যা জেনেছে তা পুনরালোচনা করুন। ভূমিকম্পের সময় এবং পরবর্তীতে নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে তাদের সচেতন করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটির জন্য শিক্ষার্থীদের জোড়ায় ভাগ করে দিন। এই কাজটিতে ভূমিকম্পের আগে, ভূমিকম্পের সময় এবং ভূমিকম্পের পরপর আমাদের করণীয়গুলো এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীরা সেগুলো সাজিয়ে লিখে একটি পোস্টার তৈরি করবে।

৫৫ নম্বর পৃষ্ঠায় বুলেট আকারে দেওয়া করণীয়গুলো থেকে সর্বশেষটি ভূমিকম্পের আগে, তার ঠিক উপরেরটি ভূমিকম্পের পরে এবং বাকিগুলো ভূমিকম্পের সময়ের করণীয়।

শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আকর্ষণীয়ভাবে পোস্টারগুলো তৈরি করবে। এজন্য তারা ভূমিকম্পের করণীয়গুলোর উপর বিভিন্ন ছবি ব্যবহার করতে পারে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটির মাধ্যমে ২০১৫ সালে নেপালে সংঘটিত ভয়াবহ ভূমিকম্প সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন খবরের কাগজ, ইন্টারনেট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাবে।

ঘ| যাচাই করি

এই কাজটিতে একটি সহজ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। দেশের সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা কোনটি তা জানতে চাওয়া হয়েছে এ প্রশ্নটির মাধ্যমে। প্রশ্নটির উত্তর ক) সিলেট।

পর্যালোচনা :

এই অধ্যায়ে জলবায়ু ও দুর্যোগ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে পুনরালোচনা করুন। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানবসৃষ্ট কারণগুলোর কথা আবার বলুন। সেই সঙ্গে এসব দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট বিপর্যয় এড়াতে আমরা কী কী করতে পারি তা আবার শিক্ষার্থীদের জানান। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আমরা কীভাবে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারি তা বুঝিয়ে বলুন।

অধ্যায় ৭

মানবাধিকার

১ সকলের অধিকার

জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর মানুষের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে অনুমোদন করেছে 'মানবাধিকার সার্বজনীন ঘোষণাপত্র'। এ ঘোষণাপত্র অনুযায়ী জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, নারী-পুরুষ, আর্থিক অবস্থাভেদে বিশ্বের সব দেশের সকল মানুষের এই অধিকারগুলো আছে। সকল সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার অধিকারগুলো হচ্ছে মানবাধিকার। নিচের ছক থেকে কয়েকটি মৌলিক মানবাধিকার জেনে নিই।

- মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন
- স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার
- সমাজে সবার সমান মর্যাদা ও অধিকার
- শিক্ষা গ্রহণের অধিকার
- প্রত্যেকের নিরাপত্তা লাভের অধিকার
- নির্যাতন ও অত্যাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার
- বিনা কারণে গ্রেফতার ও আটক না হওয়ার অধিকার
- আইনের চোখে সমতা
- সবার ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার
- ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার
- সম্পত্তি ভোগ ও সংরক্ষণের অধিকার
- নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার
- নিজের চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার
- নারী-পুরুষ সমান অধিকার

আমরা সবার মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করব এবং এ বিষয়ে সকলকে সচেতন করব। কেউ কোনো মানবাধিকার বিরোধী কাজ করলে প্রয়োজনে প্রতিবাদ করব।

লোকজন প্লেকার্ড হাতে মানবাধিকার রক্ষায় স্লোগান দিচ্ছে

ক| এসো বলি

অধিকার আদায়ের বিষয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- সরকার কী করতে পারে?
- সমাজ কী করতে পারে?
- মানুষ কী করতে পারে?
- তুমি কী করতে পার?

খ| এসো লিখি

একটি অধিকার বেছে নাও এবং এ অধিকারটি কেন গুরুত্বপূর্ণ তা বর্ণনা কর। কাজটি জোড়ায় কর।

গ| আরও কিছু করি

যেকোনো একটি অধিকার নিয়ে ছোট দলে ভূমিকাভিনয় কর। ধরে নাও, এই অধিকার থেকে তুমি বঞ্চিত। অধিকার আদায়ে তুমি কী করতে পার?

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার কোনটি?

ক. মানব পাচার　　খ. যেকোনো স্থানে যেতে পারা

গ. রপ্তানি　　ঘ. আমদানি

অধ্যায় ৭: মানবাধিকার

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৩.১। মানবাধিকার সম্পর্কে জানবে।

৩.২। মানবাধিকার বাস্তবায়ন সম্পর্কে সচেতন হবে।

২.১। সমাজের সদস্য হিসেবে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা বুঝবে এবং পরিবার ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

শিখনফল :

৩.১.১। মানবাধিকার কী তা বলতে পারবে।

৩.১.২। মৌলিক মানবাধিকারগুলো উল্লেখ করতে পারবে।

৩.১.৩। মানবাধিকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩.২.১। মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় এরূপ বিষয় (শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে) চিহ্নিত করতে পারবে।

৩.২.২। মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় এ ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হবে।

৩.২.৩। মানবাধিকার রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করবে।

২.১.৩। নারী নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব বলতে পারবে।

২.১.৪। বাড়ি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রতি সমান আচরণের গুরুত্ব বলতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে

পাঠ ১: সকলের অধিকার

পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

শিখনফল :

৩.১.১। মানবাধিকার কী তা বলতে পারবে।

৩.১.২। মৌলিক মানবাধিকারগুলো উল্লেখ করতে পারবে।
৩.১.৩। মানবাধিকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৫৬-৫৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ১৯৪৮ সালে বিশ্বের অবস্থা কেমন ছিল, তা আলোচনার মাধ্যমে এই অধ্যায়টি শুরু করুন: ঐ সময় কী ঘটেছিল, কেন মানুষ নিজের অধিকার নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলো? জাতিসংঘ কেন সকলের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলো? এ বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তা করতে বলুন। তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন মতামত নিন এবং এতে তারা কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতে পারবে।

- শ্রেণিতে ১৮নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন। ছকের প্রতিটি মানবাধিকার সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে তা যাচাই করুন। এই অধিকারে উল্লিখিত প্রধান শব্দগুলোর অর্থ বুঝিয়ে দিন এবং কোথায়, কীভাবে এগুলো প্রয়োগ করতে হয় বা আদায় করতে হয় তা বুঝিয়ে বলুন।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে তালিকাটি আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন। আলোচনা করুন যে, অধিকার যদি আদায় করা না যায়, তবে অধিকার অর্থহীন হয়ে যায়। তাই সরকার আইন করে অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করেন। সমাজ সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে অধিকার আদায়ের ব্যবস্থা করে। মানুষ অধিকার আদায়ের জন্য অবস্থান নিতে পারে। এবং শিক্ষার্থী নিজে স্কুল সমাজে দুর্বলদের রক্ষার জন্য, তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সম্মিলিতভাবে কাজ করতে পারে।

পর্যালোচনা :

মৌলিক মানবাধিকারগুলো বলুন, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বলতেও উৎসাহিত করুন। কীভাবে এগুলো আদায় করা যায় এবং কারা কারা কীভাবে এ অধিকার আদায়ে অংশগ্রহণ করতে পারে তা বলুন।

পাঠ ২: সকলের অধিকার

পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭

শিখনফল :

৩.১.১। মানবাধিকার কী তা বলতে পারবে।

৩.১.২। মৌলিক মানবাধিকারগুলো উল্লেখ করতে পারবে।
৩.১.৩। মানবাধিকারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ:

৫৬-৫৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- মৌলিক অধিকার সম্পর্কে আগের পাঠে যা শিখানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। কিছু প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেই এই পুনরালোচনার কাজটি করাতে পারেন। যেমন: চলাফেরা বিষয়ে মানবাধিকারে কী বলা হয়েছে? আইন ও বিচার পাওয়া সম্পর্কে অধিকারে কী বলা হয়েছে?

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা একটি করে অধিকার বেছে নিয়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করবে। কাজটি শিক্ষার্থীরা জোড়ায় করবে। শিক্ষক দেখবেন কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে কিনা এবং বলছে কিনা। দুইজন করে শিক্ষার্থী বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবে এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ খাতায় লিখবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে শিক্ষক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে আছে একটি দলগত ভূমিকাভিনয়, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে এই ধারণাটি পাবে। শিক্ষার্থী নিজেকে অধিকার বঞ্চিত মনে করবে, এতে বাস্তব জীবনে যারা অধিকার বঞ্চিত তাদের প্রতি সে সহমর্মী হবে, কারো অধিকার হরণ করবে না বরং নিজের ও অন্যের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তরটি হবে খ) যেকোনো স্থানে যেতে পারা। এই উত্তরটি শিক্ষার্থীরা সরাসরি বই থেকে পাবে না। তাদের পড়ে, বুঝে উত্তরটি দিতে হবে। এতে তাদের বোধগম্যতা চর্চা হবে এবং গাঠনিক মূল্যায়নও করা যাবে।

পর্যালোচনা :

সকলের অধিকার এবং কীভাবে এই অধিকার আদায় করা যায় সে সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় আলোচনা করে, লিখে এবং অধিকার বঞ্চিতদের ভূমিকায় অভিনয় করে সকলের অধিকারের বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে কিনা তা লক্ষ রাখবেন।

পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে মানবাধিকারের স্বীকৃতি দানকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ অটিস্টিক শিশুর অধিকার

প্রতিটি শিশুই একে অপরের থেকে আলাদা। কেউ চঞ্চল, কেউ শান্ত। কেউ ভিড়ে থাকতে ভালোবাসে, কেউ একা একা। তবে আমাদের সবারই নিজের মতো থাকার অধিকার আছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা **অটিস্টিক** শিশুদের কথা জানতে পারি। এধরনের শিশুদের দলে কাজ করতে অসুবিধা হয়। অন্যের স্পর্শেও তারা আঁতকে ওঠে। তাদের ভাষার ব্যবহারও ভিন্ন। তারা একই কাজ একটানা করতে থাকে। তাদের বিশেষ যত্ন নিলে তারাও সমানভাবে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবে।

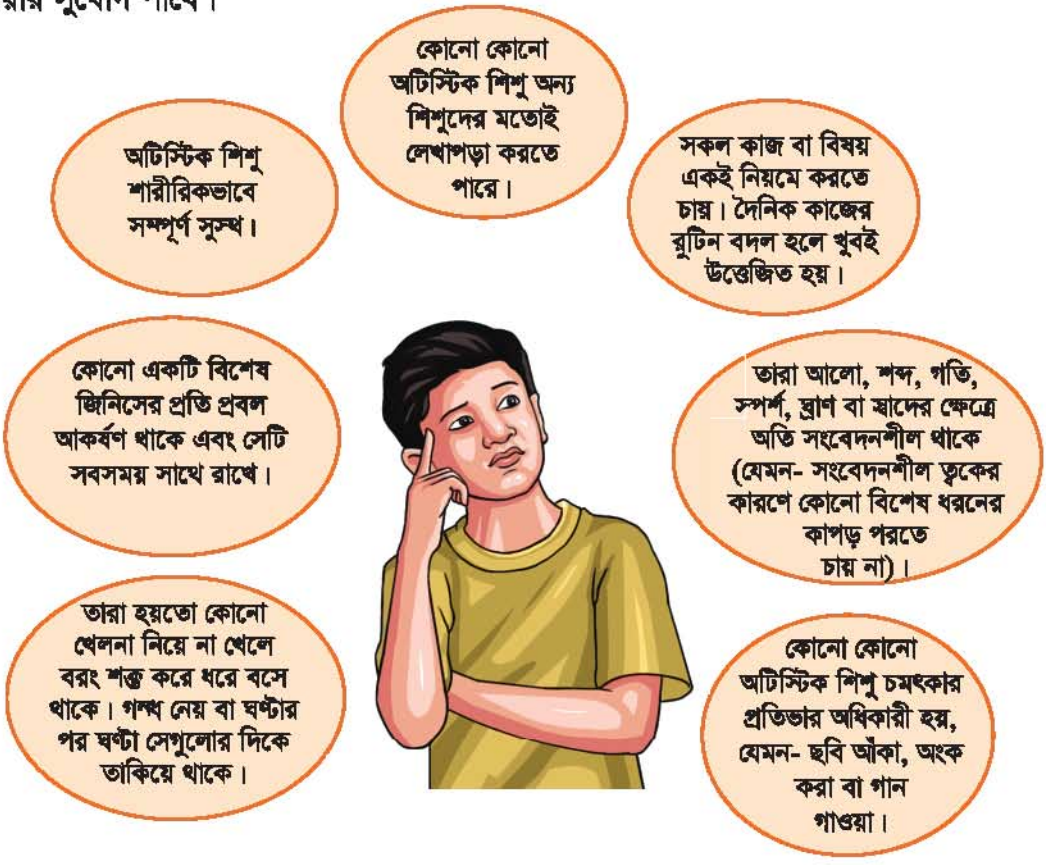

তাহলে একটি অটিস্টিক শিশুর সাথে ক্লাসে কেমন ব্যবহার করা উচিত? আমাদের বুঝতে হবে প্রতিটি শিশু একে অপরের থেকে আলাদা এবং তাদের ধৈর্যশক্তিও অনেক কম। আমাদের উচিত সবার সাথে মিলেমিশে থাকা। আমরা এমন আচরণ করবনা যাতে তারা কষ্ট পায় এবং উত্তেজিত হয়।

ক| এসো বলি

শিশুদের ভিন্ন ভিন্ন আচরণকে গ্রহণ করা মানবাধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আমরা সবাই একে অপরের থেকে আলাদা। তোমার শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের আচরণে কী ধরনের পার্থক্য আছে? শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠার ছবিটি থেকে যেকোনো একটি বৈশিষ্ট্য বেছে নাও। তোমার ক্লাসের কোনো শিক্ষার্থীর আচরণ যদি এমন হয়, তবে তুমি তার সাথে কেমন আচরণ করবে? ভেবে দেখ, সবচেয়ে ভালো আচরণটা কী হতে পারে?

গ| আরও কিছু করি

অটিজম ছাড়া মানুষের আচরণে আর কী কী তারতম্য থাকতে পারে?

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

অটিস্টিক শিশুরা কোন ক্ষেত্রে দক্ষ?

ক. গণিত খ. সাঁতার গ. রান্না ঘ. দৌড়

পাঠ ৩: অটিস্টিক শিশুদের অধিকার

পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯

শিখনফল :

২.২.১। শিশুদের প্রতিভার মধ্যে পার্থক্যের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে পারবে।
২.২.২। অটিজম কী বলতে পারবে।
২.২.৩। অটিস্টিক শিশুদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
২.২.৪। অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করবে।
২.২.৫। অটিস্টিক শিশুদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।
২.২.৬। মানুষের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সবাই যে সমান তা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৫৮-৫৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিশুতে শিশুতে যে পার্থক্য আছে তা ক্লাসে বলুন, কিন্তু সবারই যে সমানভাবে মনোযোগ এবং যত্ন পাওয়ার অধিকার আছে তাও বলুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দেখা নানা শিশু বা মানুষের বিভিন্ন আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। মানুষে মানুষে কোথায় ভিন্নতা বা কেন ভিন্নতা তা চিন্তা করতে বলুন। এতে তারা চিন্তা করতে শিখবে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করার মনোভাব তৈরি হবে।

- ক্লাসে বইয়ের ৫৮নং পৃষ্ঠা পড়ুন। ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থী কে স্পিচ বাবলের লেখা পড়তে বলুন। শিক্ষার্থীরা সঠিক উচ্চারণে এবং সঠিকভাবে পড়ছে কিনা তা খেয়াল করুন। সকল শিক্ষার্থী শুনতে পারছে কিনা এবং বুঝতে পারছে কিনা যাচাই করুন। প্রতিটি স্পিচ বাবলের লেখা বিষয়গুলো উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করুন।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের আচরণের পার্থক্য আলোচনা করুন এবং আমরা কীভাবে ভিন্ন ভিন্নভাবে শিখি তাও আলোচনা করুন। মূলত এখানে শিক্ষার্থীরাই পর্যবেক্ষণ করে তার ক্লাসের বন্ধুদের সম্পর্কে বলবে। কে চুপচুপ, কে বন্ধুদের সাহায্য করে, কে জিনিস গুছিয়ে রাখে ইত্যাদি। এতে শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারবে আচরণ কী এবং আচরণের পার্থক্য কী।

পর্যালোচনা :

একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন শিশুর মধ্যে আচরণগত পার্থক্য সম্পর্কে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ করে শিশুর বা মানুষের আচরণ সম্পর্কে বলতে পারবে।

অটিস্টিক শিশুর বিভিন্ন আচরণ সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাদের সাথে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে অবগত হবে।

পাঠ ৪: অটিস্টিক শিশুদের অধিকার

পৃষ্ঠা ৫৮-৫৯

শিখনফল :

২.২.১। শিশুদের প্রতিভার মধ্যে পার্থক্যের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে পারবে।
২.২.২। অটিজম কী বলতে পারবে।
২.২.৩। অটিস্টিক শিশুদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
২.২.৪। অটিস্টিক শিশুদের প্রতি সহমর্মীতা প্রদর্শন করবে।
২.২.৫। অটিস্টিক শিশুদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।
২.২.৬। মানুষের বিভিন্নতা সত্ত্বেও সবাই যে সমান তা বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৫৮-৫৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- একটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের শেখার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে পুনরালোচনা করুন। দুই একজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করতে পারেন তারা কীভাবে শেখে, এবং তা বোর্ডে লিখুন। এভাবে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে শেখার বিভিন্ন ধরন এবং এর প্রয়োজনীয়তা আপনি সহজেই উপস্থাপন করতে পারেন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহমর্মিতার উন্নয়ন ঘটবে এবং অন্য শিক্ষার্থীদের সাহায্য করার মনোভাব তৈরি হবে। এ কাজটি তাকে ভাবতে শিখাবে অটিস্টিক শিশু সম্পর্কে, তার অধিকার সম্পর্কে এবং তাকে সাহায্য করা সম্পর্কে।

গ| আরও কিছু করি

অটিজম ছাড়া শিশুর আচরণে আর কী কী তারতম্য থাকতে পারে এ সম্পর্কে আছে 'আরও কিছু করি' অংশে। যেমন– যেসব শিশু এস্পারজার'স সিন্ড্রোম আছে তারা কোনো কাজ খুব সঠিকভাবে করতে চায়। এছাড়া যাদের মধ্যে এই সিন্ড্রোম থাকে তাদের কোনো একটি বিষয়ে তীব্র আগ্রহ থাকে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তারা সামাজিকতা বুঝতে পারে না বা সমাজে মিশতে অনীহা প্রকাশ করে এবং কোনো সৃজনশীল খেলা পছন্দ করে না। তবে এ ধরনের শিশুরা কোনো একটি বিশেষ ক্ষেত্রে অসাধারণ সৃজনশীল হয়ে থাকে (যেমন প্রোগ্রামিং-এ)।

ডিস্লেক্সিয়ার কারণে শিশুদের পড়তে অসুবিধা হয়, তারা বিভিন্ন অক্ষরের আকারের পার্থক্য এবং অক্ষর বা বর্ণের ধারাবাহিকতা মনে রাখতে পারে না। এজন্য শিশুর পড়তে শেখার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে থাকবে, প্রতিটি অক্ষর আলাদাভাবে চেনা, এলোমেলোভাবে থাকা অবস্থায় অক্ষর খুঁজে বের করা এবং প্রতিটি অক্ষরের উচ্চারণের পার্থক্য বুঝতে পারা।

মানসিক ও আচরণগত অসুস্থতা (Emotional and behavioral disorders) পরিবারিক ট্রমার (তীব্র মানসিক আঘাত) কারণে হতে পারে; অথবা একজন মানসিক ও আচরণিক দিক থেকে অসুস্থ শিশুর মাথার ব্রেইনের তথ্য সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ একজন স্বাভাবিক শিশুর থেকে ভিন্নভাবে হয়।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর হলো (ক) গণিত যা শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের উপর গাঠনিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

পর্যালোচনা :

শিখনের বিভিন্ন উপায় এবং কীভাবে আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে বা নানা উপায়ে শিখি তা বলুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে অটিস্টিক শিশুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৩ শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

আমাদের সমাজে শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি উদাহরণ পড়ি।

- অনেক শিশু তাদের পরিবারের অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত।
- অনেক শিশু খেত-খামারে, ইটের ভাটায়, দোকানে, কলকারখানায় কাজ করে। যদিও বাংলাদেশে ১৮ বছরের নিচে শিশুশ্রম বেআইনি।
- পরিবারের সামর্থ্য না থাকায় শহরের অনেক শিশু গৃহহীন।
- অনেক সময় সামান্য কারণে বা বিনা কারণে শিশুদের শারীরিক নির্যাতন করা হয়, এতে তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়।
- অনেক সময় শিশুদের বিদেশে পাচার করে দেওয়া হয়, এটি মানবাধিকার বিরোধী কাজ।

শিশুশ্রম

এছাড়া মানবাধিকার বিরোধী আরও অনেক কাজ আমাদের সমাজে ঘটে থাকে। মানবাধিকার রক্ষায় আমাদের সচেতন হতে হবে এবং প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

ক| এসো বলি

কোনো শিশুর মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে দেখলে তুমি কী করবে তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। সেই শিশুর অবস্থা সম্পর্কে তার পরিবারের সাথে কথা বলার অধিকার কি তোমার আছে? এক্ষেত্রে তুমি কী কী করতে পার?

খ| এসো লিখি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে একটি উদাহরণ বেছে নাও। কোনো শিশু যদি এধরনের মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তবে তুমি কী করবে তা বর্ণনা কর।

গ| আরও কিছু করি

পাশের পৃষ্ঠা থেকে একটি উদাহরণ নির্বাচন কর। অভিনয়ের মাধ্যমে দেখাও যে এ ধরনের পরিস্থিতিতে তুমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অভিনয়ে থাকবে একজন শিশু, একজন ঘটনার সাক্ষী এবং একজন কর্তৃপক্ষ।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

শিশুশ্রমে যুক্ত না হয়ে জ্ঞান অর্জন করলে কীভাবে একটি শিশু বেশি লাভবান হতে পারে?

পাঠ ৫: শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

পৃষ্ঠা ৬০-৬১

শিখনফল :

৩.২.১। মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় এরূপ বিষয় (শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে) চিহ্নিত করতে পারবে।
৩.২.২। মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় এ ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হবে।
৩.২.৩। মানবাধিকার রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

৬০-৬১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আজকের পাঠ শুরু করার আগে ৫৮নং পৃষ্ঠার মৌলিক মানবাধিকার উল্লেখ করুন। এরমধ্যে কিছু কিছু মানবাধিকার কীভাবে লঙ্ঘন হচ্ছে তা বুঝিয়ে বলুন। শিক্ষার্থীরা লঙ্ঘন শব্দের অর্থ বোঝে কিনা তা যাচাই করুন। তাদের শব্দভাণ্ডার দেখতে বলুন। লঙ্ঘন শব্দের অর্থ অগ্রাহ্য করা, পালন না করা। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা কী কোনো অধিকার লঙ্ঘন হতে দেখেছে?

- বইয়ের ৬০নং পৃষ্ঠার পাঠটি ক্লাসে পড়ুন। প্রতিটি উদাহরণ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা যাচাই করুন। শিশুরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; শিশুশ্রম; গৃহহীন শিশু; শিশুদের শারীরিক নির্যাতন; শিশুদের বিদেশে পাচার করে দেওয়া; এগুলো মানবাধিকার বিরোধী কাজ।

ক| এসো বলি

এসো বলি কাজটির মাধ্যমে শিশুদের পাঠে শেখা বিষয়গুলোকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার মানসিকতা তৈরি হবে। শিক্ষার্থীরা শিখবে শিশু অধিকার রক্ষায় তারা কী করতে পারে। এর ফলে সে অন্যকে সাহায্য করতে উৎসাহিত হবে। সে নিজে অন্যের অধিকার হরণ করবে না, বরং অন্যের অধিকার রক্ষায় সে নিজে উদ্যোগী হবে।

পর্যালোচনা :

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি বলুন। কারা, কীভাবে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? আমরা কীভাবে এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং আদায় করতে পারি?

পাঠ ৬: শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

পৃষ্ঠা ৬০-৬১

শিখনফল :

৩.২.১। মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় এরূপ বিষয় (শিশু শ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে) চিহ্নিত করতে পারবে।

৩.২.২। মৌলিক মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয় এ ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হবে।

৩.২.৩। মানবাধিকার রক্ষার কাজে অংশগ্রহণ করবে।

শিখন উপকরণ :

৬০-৬১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা কোথাও মানবাধিকার লঙ্ঘন হতে দেখেছে কিনা? কীভাবে তারা বুঝলো মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে? শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অভিজ্ঞতা শোনার মাধ্যমেও এই পুনরালোচনার কাজটি করা যেতে পারে।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা একটি উদাহরণ বেছে নেবে এবং সে অধিকার রক্ষায় তারা কীভাবে কাজ করতে পারে তা বিস্তারিত লিখবে। এভাবে সে যেমন নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে, পাশাপাশি অন্যের অধিকার রক্ষায় যত্নবান হবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা দলগত ভূমিকাভিনয় করবে, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে এই ধারণাটি পাবে। এতে বাস্তব জীবনে যারা অধিকার বঞ্চিত তাদের প্রতি সে সহমর্মী হবে, কারো অধিকার হরণ করবে না বরং নিজের ও অন্যের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হবে। এ ঘটনায় অধিকার বঞ্চিত, কর্তৃপক্ষ এবং যে দেখছে সবার করণীয় সম্পর্কে তারা বুঝতে পারবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর বিভিন্নভাবে দেয়া যেতে পারে। যেমন এর উত্তর হতে পারে, শিক্ষার সুফল দীর্ঘমেয়াদী হয়। সন্তান শিক্ষিত হলে সে ভালো কাজ পাবে বা ভালো চাকুরির সুযোগ পাবে এবং তাই ভবিষ্যতে সে পরিবারকে অধিক পরিমাণে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারবে।

পর্যালোচনা :

শিশুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে যা পড়ানো হয়েছে তা বলুন এবং কীভাবে এই অধিকার আদায় করা যায় তাও বলুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে শিশু অধিকার এবং শিশুশ্রম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৪ নারী অধিকার লঙ্ঘন

আমাদের সমাজে কীভাবে মেয়েরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তা জেনে নেই :

- মেয়েরা ছেলেদের মতো শিক্ষার সমান সুযোগ পায় না।
- চাকরির ক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছিয়ে থাকে।
- কাজের ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের মতো সমান পারিশ্রমিক পায় না।
- বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীরা যথাযথ পারিশ্রমিক, খাবার ও স্বাস্থ্যসেবা পায় না।
- বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীদের অনেক সময় আমাদের দেশ থেকে অন্য দেশে পাচার করে দেওয়া হয়।

নারী ও শিশু পাচার

অনেক সময় সামান্য কারণে কাজে সহায়তাকারী মেয়েকে নির্যাতন করা হয়। এছাড়াও নারী ও শিশুদের বিদেশে পাচার করা হয়। অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ও অমানবিক কাজে তাদের ব্যবহার করা হয়। এধরনের অন্যায় আচরণ আমাদের মেনে নেওয়া উচিত নয়। এটি মানবাধিকার বিরোধী কাজ। আমাদের উচিত মেয়েদের সমান অধিকার রক্ষায় কাজ করা।

গৃহকাজে সহায়তাকারী নির্যাতিত হচ্ছে

ক| এসো বলি

নারী ও পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। অসমতার কিছু উদাহরণ দাও। এক্ষেত্রে তুমি কী করতে পার? আচরণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমরা কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারি?

খ| এসো লিখি

নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন কেন?

গ| আরও কিছু করি

ছোট দলে ভূমিকাভিনয় কর। ধর, তুমি এমন একজন মেয়েকে জান যাকে বাইরে ছেলেদের মতো খেলতে দেওয়া হয় না। তুমি তার সমানাধিকার নিশ্চিতের জন্য কী করবে? তিনজন মিলে মা, বাবা ও মেয়েটির ভূমিকায় অভিনয় কর।

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

বাড়িতে কাজে সহায়তাকারীর প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত?

পাঠ ৭: নারী অধিকার লঙ্ঘন

পৃষ্ঠা ৬২-৬৩

শিখনফল :

২.১.৩। নারী নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব বলতে পারবে।

২.১.৪। বাড়ি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রতি সমান আচরণের গুরুত্ব বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬২-৬৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বইয়ের ৫৬নং পৃষ্ঠায় লেখা নারী-পুরুষের সমতার মৌলিক অধিকারটি পড়ুন এবং শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন। শিক্ষার্থীদেও এখন চিন্তা করতে বলুন, তারা কোথাও এই মৌলিক অধিকারটি লঙ্ঘন হতে দেখেছে কিনা? দুই একজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনুন এবং ক্লাসে সবার উদ্দেশ্যে তাদের তা বলতে বলুন। অন্য শিক্ষার্থীদের যাচাই করতে বলুন, প্রকৃত পক্ষেই কি ঐ ঘটনার মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতার মৌলিক অধিকারটি লঙ্ঘন হয়েছে কিনা?

- বইয়ের ৬২নং পৃষ্ঠার পাঠটি ক্লাসে পড়ুন। প্রতিটি বিষয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা যাচাই করুন। নারীরা শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে; বাইরে কাজ করা, তাদের কম মজুরি প্রদান, নিচু সামাজিক মর্যাদা, বাসার গৃহকর্মীদের শারীরিক নির্যাতন এবং বিভিন্ন সেবা থেকে বঞ্চিত করা; বিদেশে পাচার করে দেওয়া; এই বিষয়গুলো আছে পাঠটিতে।

কা| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে নারী ও পুরুষর সমান অধিকার নিয়ে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে যা ঘটছে তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অসমতার কিছু উদাহরণ দেবে (তাদের অভিজ্ঞতা থেকে) এবং শিক্ষক প্রয়োজনে সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীরা বলবে এ আচরণ পরিবর্তনে তারা কী করতে পারে বা সমাজের মানুষ হিসেবে তাদের কী করা উচিত? তাছাড়া তারা এই আলোচনা করবে নারী ও পুরুষের সমতা আনতে কোনটির প্রভাব বেশি? কোনো প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা সমাজের সকলের মূল্যবোধ কী?

পর্যালোচনা :

নারী অধিকার লঙ্ঘন সম্পর্কে যা পড়ানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। এই পাঠটিতে শিক্ষার্থীরা পড়বে এবং নিজেদের দেখা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে, অভিজ্ঞতা বিনিময় করবে। এতে নারী অধিকার

রক্ষায় তারা নিজেরাই অগ্রগামী হবে। এবং বিষয়টির সামাজিক মূল্য বুঝতে শিক্ষক তাদের সার্বিকভাবে সাহায্য করবেন।

পাঠ ৮: নারী অধিকার লঙ্ঘন

পৃষ্ঠা ৬২-৬৩

শিখনফল :

২.১.৩। নারী নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব বলতে পারবে।

২.১.৪। বাড়ি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রতি সমান আচরণের গুরুত্ব বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬২-৬৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- নারী নির্যাতনের বিভিন্ন উদাহরণ আবার আলোচনা করুন। নারী কোন কোনভাবে এই নির্যাতনের শিকার হচ্ছে তার এক এক দিক শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন। এভাবে শিক্ষার্থীদের আজকের মূল পাঠে নিয়ে আসুন।

খ| এসো লিখি

৬২নং পৃষ্ঠার একটি ছবিতে পাচারকারীসহ বিভিন্ন বয়সের কিছু নারী ও পুরুষ দেখা যাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ছবিটি দেখবে এবং একটি ঘটনা কল্পনা করবে যেখানে একজন নারীকে উন্নত দেশে ভালো চাকরির লোভ দেখিয়ে পাচারের চেষ্টা করা হয়েছে। ঘটনাটি তৈরি করতে শিক্ষক তাদের সাহায্য করবেন, সাধারণত আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল বা অশিক্ষিত মেয়েরা এই ফাঁদে পা দেয়। এভাবে কল্পনা করে শিক্ষার্থীরা লেখার চেষ্টা করবে নারী ও শিশু পাচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন কেন?

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা দলগত ভূমিকাভিনয় করবে, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে এই ধারণাটি পাবে। এতে বাস্তব জীবনে যে এভাবে অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে তার প্রতি সে সহমর্মী হবে এবং চিন্তা করবে মেয়েটির সমানাধিকার নিশ্চিতের জন্য সে কী করতে পারে? এ ঘটনায় একজন মায়ের ভূমিকা, একজন বাবার ও আরেকজন মেয়েটির ভূমিকায় অভিনয় করবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর হতে পারে 'তার প্রতি আমাদের ভালো আচরণ করা উচিত'। এটি শিক্ষার্থীদের এই বিষয়ের উপর গাঠনিক মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে।

পর্যালোচনা :

সম্পূর্ণ অধ্যায়টির মৌলিক মানবাধিকার নিয়ে আলোচনা করুন। এই আলোচনায় আসবে শিশু অধিকার, নারী অধিকার এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর অধিকার। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে নারী অধিকার ও মানব পাচার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

অধ্যায় ৮

নারী-পুরুষ সমতা

১ নারী জাগরণের অগ্রদূত

সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ উভয়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নারী-পুরুষ সমান অংশগ্রহণ এবং সমান অধিকার ভোগ করতে না পারলে দেশের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। এ প্রসঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন-

"বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"

ভারতীয় উপমহাদেশে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমাজকে সচেতন করতে অসামান্য অবদান রাখেন বেগম রোকেয়া। তিনি মনে করতেন নারী-পুরুষের মধ্যে বিভাজন নয় বরং সহযোগিতা প্রয়োজন। নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ই ডিসেম্বর রংপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বেগম রোকেয়ার শিক্ষার প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল। তিনি নারী শিক্ষার বিষয়ে সমাজে অসামান্য অবদান রাখেন। ১৯০৯ সালে তিনি ভাগলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, বিদ্যালয়টি পরে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়। ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর এই মহিয়সী নারী মৃত্যুবরণ করেন। তিনি আজীবন নারী শিক্ষার অগ্রগতির জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। বেগম রোকেয়া স্মরণে বাংলাদেশে প্রতিবছর ৯ই ডিসেম্বর সরকারিভাবে রোকেয়া দিবস পালন করা হয়। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আলো পেতে থাকে।

বেগম রোকেয়া

ক| এসো বলি

নিচের ছকটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত দেওয়া আছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের সহায়তায় বিষয়গুলো আলোচনা কর।

	ছাত্রী	ছাত্র
ভর্তি	৮৪%	৮১%
ঝরে পড়া	৩৪%	৩২%
পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ কিন্তু ফলাফল ভালো নয়	২৮%	২৫%
ভালো ফলাফল নিয়ে পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ	২৮%	২৮%

খ| এসো লিখি

নারীদের জন্য কমপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখ।

ছাত্র-ছাত্রীরা একত্রে শ্রেণিতে কাজ করছে

গ| আরও কিছু করি

অন্তত মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত মেয়েদের কেন পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া উচিত তা লেখ।

ঘ| যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

বেগম রোকেয়া ..... উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন।

অধ্যায় ৮: নারী-পুরুষ সমতা

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

২.১। সমাজের সদস্য হিসেবে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা বুঝবে এবং পরিবার ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

শিখনফল :

২.১.১। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (বাড়ি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে) নারী-পুরুষের সহাবস্থানের গুরুত্ব বলতে পারবে।

২.১.২। সমাজে নারীর অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

২.১.৩। নারী নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব বলতে পারবে।

২.১.৪। বাড়ি, বিদ্যালয় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের প্রতি সমান আচরণের গুরুত্ব বলতে পারবে।

২.১.৫। বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে ছেলে-মেয়ে মিলেমিশে থাকার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: নারী জাগরণের অগ্রদূত

পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬

শিখনফল :

২.১.২। সমাজে নারীর অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬৫-৬৬ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- শিক্ষার্থীরা আগের অধ্যায়ে মানবাধিকার সম্পর্কে পড়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা আমাদের সমাজে নারীদের অবদান সম্পর্কে জেনে, আরও ইতিবাচক মনোভাবের সৃষ্টি হবে।

- শ্রেণিতে ৬৪নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন। প্রথম অনুচ্ছেদটিতে একটি ঐতিহাসিক উদ্ধৃতি, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি একজন সুপরিচিত নারী অগ্রদূত সম্বন্ধে এবং এগুলো কেন এত গুরুত্বপূর্ণ সেটাই তৃতীয় অনুচ্ছেদে বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছে কিনা যাচাই করুন এবং অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করতে পারছে কিনা তা লক্ষ করুন।

ক| এসো বলি

এসো বলিতে আলোচনা করুন ছকে কী দেখানো হয়েছে? আরও আলোচনা করুন প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র ও ছাত্রীর অংশগ্রহণ মোটামুটি সমান কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন নয়? এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন মতামত নিন এবং তা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলা বিভিন্ন কারণ বোর্ডে লিখুন এবং সঠিক কারণ ব্যাখ্যা করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা না পারলে প্রথমে সাহায্য করুন।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে কী শিখল সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে বলুন, শিক্ষার্থীদের নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সম্পর্কে বলতে বলুন, প্রত্যেকে তার জীবন সম্পর্কে একটি বাক্য বলবে।

পাঠ ২: নারী জাগরণের অগ্রদূত

পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫

শিখনফল :

২.১.২। সমাজে নারীর অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬৪-৬৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে নারীশিক্ষা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা কী শিখল তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে পাঠটি আলোচনা করান।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে মেয়েদের কমপক্ষে প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে লিখতে বলা

হয়েছে: শিক্ষা লাভের মাধ্যমে তারা ভাল কাজ পাবে এবং তাদের পরিবারের জন্য অর্থ উপার্জন করতে পারবে। সামাজিকভাবে তাদের মর্যাদা বাড়বে ফলে তাদের নিজেদের মধ্যে আত্মসম্মান বাড়বে। পরিবারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে তারা মতামত দিতে পারবে বা তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে। নির্যাতনের শিকার কম হবে। চারপাশে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনার কারণ যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। মেয়েদের শিক্ষার এমনি অনেক সুফল আছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের লিখতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন।

গ| আরও কিছু করি

The Bangladesh Female Secondary School Assistance Program [বাংলাদেশ মহিলা মাধ্যমিক স্কুল সহায়তা প্রোগ্রাম] ১৯৯৩ সালে বিশ্বব্যাংক চালু করে এবং এই প্রোগ্রামটিকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা [IDA] । এর মাধ্যমে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে মেয়েদের অংশগ্রহণ ৪ মিলিয়ন বৃদ্ধি পায়। যা ১৯৯১সালে ছিল ১.১ মিলিয়ন। এরকম আরও অনেক তথ্য শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে বলুন এবং তথ্য খুঁজতে তাদের সাহায্য করুন। মেয়েদের মাধ্যমিক স্কুল কেন শেষ করা উচিত, সে সর্ম্পকে লেখার আগে এ ধরণের তথ্য দিন। এতে শিক্ষার্থীরা অন্যভাবে ভাবতে পারবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর হতে পারে, বেগম রোকেয়া 'অসামান্য' উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। এর থেকে ভিন্ন কোনো উত্তরও হতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

পর্যালোচনা :

ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা যা শিখল তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে নারী নির্যাতন, বেগম রোকেয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র ও ছাত্রীর তুলনামূলক ছক সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ আন্তর্জাতিক নারী দিবস

আন্তর্জাতিক নারী দিবস

বিশ্বজুড়ে ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

কীভাবে নারী দিবস পালন করা শুরু হয়েছিল?

- ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ নিউইয়র্ক শহরের একটি পোশাক কারখানায় নারী গার্মেন্টস শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি ও শ্রমের দাবিতে আন্দোলন করেন। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল পুরুষের সমান মজুরি এবং দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রমের দাবি। এই আন্দোলনে পুলিশ নির্যাতন চালায় এবং অনেককে গ্রেফতার করে।
- ১৯০৮ সালের একই দিনে নিউইয়র্কে গার্মেন্টস শ্রমিক ইউনিয়নের নারীরা আরেকটি প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। ১৪ দিন ধরে এই প্রতিবাদ চলে এবং এতে প্রায় বিশ হাজার নারী শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম এবং শিশুশ্রম বন্ধের দাবিতে তাঁরা এ আন্দোলন করেন। কর্মক্ষেত্রে এই আন্দোলন নারীদের ঐক্যবদ্ধতার একটি বড় উদাহরণ।
- ১৯১০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক ক্লারা জেটকিন নারীর ভোটাধিকার এবং একটি নারী দিবস ঘোষণার দাবি জানান।
- ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় নারীরা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রবিবার নারী দিবস হিসেবে পালন করে।
- ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেয়।

এই দিনটিতে নারীর অধিকার নিশ্চিত করাসহ নানা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

ক| এসো বলি

এখানে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের একটি আয়োজনের ঘোষণা আছে। এখান থেকে তোমরা কী প্রত্যাশা কর তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

দৈনন্দিন জীবনের সকল স্তরে নারীর সমতার দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশ্বব্যাপী 'উৎসাহমূলক পরিবর্তন'-এর দাবি জানানো হচ্ছে। নারী-পুরুষ সমতার অনগ্রসরতাকে চ্যালেঞ্জ করে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসাই আমাদের কাম্য।

খ| এসো লিখি

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ইতিহাস নিয়ে একটি ঘটনাপঞ্জি তৈরি কর।

গ| আরও কিছু করি

আগামী ৮ই মার্চ তারিখে নারী দিবস উপলক্ষে তোমাদের বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা কর। এ উপলক্ষে পোস্টার তৈরি কর এবং সম্ভব হলে কর্মস্থলে নারী অধিকার বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্থানীয় কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাও।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস কারা প্রথম শুরু করেছিলেন?

ক. কৃষকরা　　খ. নারী পোশাক শ্রমিকগণ

গ. শিক্ষকরা　　ঘ. পুলিশ বাহিনী

পাঠ ৩: আন্তর্জাতিক নারী দিবস

পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

শিখনফল :

২.১.২। সমাজে নারীর অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬৬-৬৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ক্লাসে মনে করিয়ে দিন নারী- পুরুষ সমতার একটি ইতিহাস আছে, অর্থাৎ নারী-পুরুষ সমতার আন্দোলন বেশ আগে শুরু হয়েছিল এবং আজও এটি একটি সমস্যা বা ইস্যু হিসেবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রত্যেককে এর গুরুত্বের দিকটি মনে করিয়ে দিন, কেন নারী-পুরুষের সমতা প্রয়োজন। এর গুরুত্বের দিকটি বিবেচনায় রেখেই বছরের একটি দিনকে (৮ মার্চ) নারী দিবস হিসেবে বিশেষভাবে উৎযাপন করা হয়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে এই দিনটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে।

- শ্রেণিতে ৬৬নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন এবং অনুচ্ছেদগুলো শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে বুঝতে পারল কিনা তা যাচাই করুন। শতাব্দী জুড়ে নারীদের আন্দোলন এবং আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধতার বিষয়গুলোই এসেছে অনুচ্ছেদগুলোতে। মূলত বিশ্বজুড়ে ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার ঐতিহাসিক পটভূমি হলো এই পাঠটি।

কা| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে অনলাইন থেকে একটি বাস্তব ঘোষণা ব্যবহার করা হয়েছে, শিক্ষার্থীদের বোঝানোর জন্য আপনি কোনো স্থানীয় ঘোষণাও ব্যবহার করতে পারেন। সভা সম্মিলন করে কোনো নির্দিষ্ট কিছু অর্জন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে, শ্রেণিতে বিষয়টি বুঝিয়ে বলুন। ঐ দিন শিক্ষার্থীদের এলাকায় কী কী হয় (সভা, সম্মিলন, আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি) তা জিজ্ঞাসা করুন।

পর্যালোচনা :

আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা যা শিখল তা সংক্ষেপে বলুন। কোনো ঘোষণা বা সভা বা আলোচনা কীভাবে সমাজের মানুষের মানসিকতা উন্নয়নে বা সামাজিক মূল্যবোধ তৈরিতে কাজ করে তাও আলোচনা করতে পারেন।

পাঠ ৪: আন্তর্জাতিক নারী দিবস

পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭

শিখনফল :

২.১.২। সমাজে নারীর অবদান উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬৬-৬৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং এর মাধ্যমে লক্ষ্য অর্জন অর্থাৎ নারী অধিকার নিয়ে শিক্ষার্থীরা যা শিখল তা আলোচনা করুন। ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করা হয়েছে কেন? এর ঐতিহাসিক কারণ কী? এই সব প্রশ্ন করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল পাঠে নিয়ে আসুন।

খ| এসো লিখি

এসো লিখিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের পেছনের ইতিহাস নিয়ে একটি টাইমলাইন তৈরি করতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের চারটি মূল তারিখ এতে অন্তর্ভুক্ত করতে বলুন, ছোট করে ঐ চারটি তারিখ সম্পর্কে কিছু লিখতে বলুন এবং সম্ভব হলে ছবি এঁকে বা ডিজাইন করে তা আরও আর্কষণীয় করতে বলুন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি'র কাজ হিসেবে আসছে মার্চ মাসে বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন: শিক্ষার্থীদের একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন। এ উপলক্ষ্যে তারা পোস্টার তৈরি করবে এবং সম্ভব হলে কর্মস্থলে নারী অধিকার বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য স্থানীয় কোনো ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাবে।

ঘ| যাচাই করি

যাচাই করি একটি সাধারণ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন: আন্তর্জাতিক নারী দিবস পোশাক শ্রমিকগণ প্রথম শুরু করেছিল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব। বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের অবস্থার সাথে পাঠের একটি সম্পর্ক স্থাপন করুন।

পর্যালোচনা :

নারী-পুরুষ সমতা অধ্যায়ে আমরা এখন কোথায় আছি তা শিক্ষার্থীদের বলুন: নারী জাগরণের অগ্রদূত এবং

আন্তর্জাতিক নারী দিবস সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানে। এখন আপনি আলোচনা করবেন নারী জীবনের সবচেয়ে অন্ধকার দিক অর্থাৎ নারী নির্যাতন নিয়ে।

৩ নারী নির্যাতন

বিশ্বে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও নীতিমালা রয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। কিন্তু প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতিত হয়। ফলে নারীর মানবাধিকার খর্ব হয়। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিবেদনে বিভিন্ন ধরনের নারী নির্যাতন সম্পর্কে জানা যায়। যেমন : নারীদের এসিড ছুঁড়ে মারা, যৌতুকের দাবীতে নির্যাতন ও হত্যা, ধর্মীয় অপরাধের কথা বলে অবৈধভাবে শাস্তি দেওয়া।

যৌতুকের জন্য নারীরা নির্যাতিত হচ্ছে। এই কারণে সমাজে অনেকে নারীকে বোঝা হিসেবে গণ্য করে। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের বিনা অনুমতিতে মেয়েরা বাড়ির বাইরে যেতে বা কারো সাথে মিশতে পারে না। এতে পরিবারের সুনাম নষ্ট হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। নারী নির্যাতনের কারণে মেয়েদের শিক্ষা, বাইরে কাজের দক্ষতা বা সুযোগ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে আমাদের সরকার কী করছে?

সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ বিষয় নিয়ে কাজ করছে। নিপীড়নের শিকার নারী ও শিশুদের চিকিৎসাসেবা, আইনি সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শসেবা প্রদান করছে। এছাড়াও নির্যাতন দমনের জন্য ২০১২ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে এই ধরনের নির্যাতন, নিপীড়ন প্রতিরোধে সামাজিক মূল্যবোধের উন্নয়ন জরুরি।

ক| এসো বলি

পাশের পৃষ্ঠার পোস্টারটি দেখে আলোচনা কর ছবির মানুষগুলো কী অর্জন করতে চায়।

খ| এসো লিখি

নারী নির্যাতন মানুষ ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। এই ভয়াবহ বিষয় সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানীয় পত্রিকায় একটি চিঠি লেখ।

গ| আরও কিছু করি

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করে। এ মন্ত্রণায়ের অধীনে নীচের দুটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ কর :

- বাংলাদেশ শিশু একাডেমি
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

ঘ| যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর:

নারী নির্যাতন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ..... মাধ্যমে পরিবর্তন করতে পারি।

পাঠ ৫: নারী নির্যাতন

পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

শিখনফল :

২.১.৩। নারী নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬৮-৬৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই পাঠটির সাথে অধ্যায় ৭ এর নারীর অধিকারের মিল আছে। কিন্তু এই পাঠের নতুন বিষয়টিতে তাত্ত্বিক অধিকারের থেকে বাস্তবিক অপব্যাবহারকে বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

- শ্রেণিতে ৬৮নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন,এবং এই ব্যাপারে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনার এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Women and Children's Affairs) এর ভূমিকার কথা বলুন। তারা আমাদের কীভাবে সাহায্য করছে, কী তথ্য দিচ্ছে বা কী সেবা প্রদান করছে তা আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা এইসব প্রতিষ্ঠানের কাজগুলো বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করতে পারেন।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' কাজটির মাধ্যমে প্রথমে নারী নির্যাতনের কারণ ও প্রভাব আলোচিত হবে, এরপর কীভাবে এই নির্যাতন প্রতিহত করা যায় বা মোকাবেলা করা যায় তা আলোচিত হবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন কারা এই পোস্টারটি তৈরি করেছে? তারা কীভাবে নারী নির্যাতন প্রতিহত করবে? বা এটি অর্জন করতে তাদের কী করতে হবে।

পর্যালোচনা :

নারী নির্যাতন সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখল তা সংক্ষেপে বলুন। কোনো প্রতিষ্ঠান নারী নির্যাতন রোধে কীভাবে সমাজের মানুষের মানসিকতা উন্নয়নে বা সামাজিক মূল্যবোধ তৈরিতে কাজ করে তা আলোচনা করতে পারেন।

পাঠ ৬: নারী নির্যাতন

পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯

শিখনফল :

২.১.৩। নারী নির্যাতনের নেতিবাচক প্রভাব বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৬৮-৬৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- নারী নির্যাতন এবং এর কারণ সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা যা শিখল তা পুনরালোচনা করুন। তারা কোনো নারীকে নির্যাতিত হতে দেখেছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন, সে সময় সেই শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা কেমন হয়েছিল। তাদের কাছের কোনো মানুষ যেমন: মা, বোন বা খালা বা ফুফুকে নির্যাতিত হতে দেখলে কার কেমন লাগবে তা কল্পনা করতে বলুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে পুলিশ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষার্থীদের একটি চিঠি লিখতে বলুন। তারা কোনো ঘটনার মর্মান্তিক তথ্য সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্থানীয় পত্রিকায় একটি চিঠি লিখবে। এতে তারা স্থানীয় পত্রিকায় একটি চিঠি লিখতে শিখবে, পাশাপাশি বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে জানতে পারবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে কাজ করে এমন দুটি প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেওয়া আছে। শিক্ষার্থীদের অনলাইন ও সংবাদপত্র থেকে সেগুলো সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। এদের সম্পর্কে তথ্য খুঁজে পেতে শিক্ষক তাদের সাহায্য করবেন এবং উৎসাহ প্রদান করবেন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির বিভিন্ন উত্তর হতে পারে, যেমন : 'বিভিন্ন পরিসংখ্যান তৈরি করে' অথবা 'যৌতুক প্রথার পরিবর্তন এর মাধ্যমে'। এ ধরনের উত্তর দেয়ার শিক্ষার্থীরা চিন্তা করতে শিখবে এবং বিশ্লেষণ করতে শিখবে।

পর্যালোচনা :

নারী পুরুষের সমতা সম্বন্ধে এই অধ্যায়ে যা জানলেন তা সংক্ষেপে বলুন। নারী জাগরণের অগ্রদূত, নারী দিবস পালনের বার্ষিক একটি দিন, নারী নির্যাতনের ভয়াবহতা, এবং নারী পুরুষের সমতার জন্য আর কী করা যেতে পারে।

অধ্যায় ৯

আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১ সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

অধ্যায় ৭ ও ৮-এ আমরা মানুষের সমানাধিকার সম্পর্কে জেনেছি। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এ অধ্যায়ে জানব।

সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে আমাদের কিছু দায়িত্ব আছে, যেমন :

- ছোটদের ভালোবাসব ও দেখাশোনা করব
- কারো ক্ষতি করব না
- সবার উপকার করার চেষ্টা করব
- সমাজের বিভিন্ন নিয়মকানুন মেনে চলব
- সুবিধাবঞ্চিতদের সহযোগিতা করব
- বয়স্কদের শ্রদ্ধা করব
- সমাজের বিভিন্ন ধরনের সম্পদ যেমন পার্ক, খেলার মাঠ ইত্যাদি সংরক্ষণ করব
- রাস্তায় নিরাপদ থাকব
- অপরিচিত মানুষদের কাছ থেকে সাবধান থাকব

রকিবকে নিয়ে লেখা নিচের ঘটনাটি পড়ি :

রকিব বন্ধুদের সাথে খেলার জন্য একা ঘরের বাইরে গিয়েছিল। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হলো, কিন্তু সে ফিরল না। রকিবের মা-বাবা পুলিশকে জানালেন। দশদিন পর পুলিশ রকিবকে একটি গ্রাম থেকে উদ্ধার করল। জানা গেল দুইজন অপরিচিত লোক তাকে দোকানে ডেকে নিয়ে আইসক্রিম খেতে দিয়ে অজ্ঞান করে আটকে রেখেছিল। তারা রকিবের পরিবারের কাছে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছিল।

ক| এসো বলি

অপরিচিত দুইজন লোক কীভাবে রকিবের বিপদের কারণ হলো শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। অপরিচিত মানুষদের কাছ থেকে যেকোনো ধরনের বিপদের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায় শ্রেণিতে সবাই আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

তোমার বিদ্যালয় বা এলাকার খেলার মাঠ ও পার্কের পরিবেশ কীভাবে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখা যায় সে বিষয়ে একটি নোটিশ তৈরি কর। এরপর তা বিদ্যালয় খেলার মাঠ ও পার্কে ঝুলিয়ে রাখ। নোটিশে বিশেষভাবে উল্লেখ কর কোথায় কোথায় ময়লা ফেলতে হবে।

গ| আরও কিছু করি

তোমাদের পরিবারের বয়স্কদের কীভাবে সাহায্য করা যায় ছোট দলে আলোচনা কর। খাবারের ক্ষেত্রে তাঁদের কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন? তুমি কি তাঁদের কিছু পড়ে শোনাতে পার? তুমি কি তাঁদের বেড়াতে নিয়ে যেতে পার?

বয়স্ক মানুষদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

অপরিচিত কেউ যদি তোমার কাছে আসে, তখন তুমি কী করবে?

অধ্যায় ৯: আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৪.১। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানবে ও পালন করবে।

৪.২। শিশু নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন হবে।

শিখনফল :

৪.১.১। সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

৪.১.২। রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বলতে পারবে।

৪.২.১। শিশু নিজের নিরাপত্তার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে বলতে পারবে। (অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কোথাও না যাওয়া ও না খাওয়া, নিয়ম মেনে রাস্তা পার হওয়া যেমন ওভার ব্রীজ ও জেব্রাক্রসিং ও ফুটপাত দিয়ে পার হওয়া)

৪.২.২। শিশু নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজেকে নিরাপদ রাখবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৮টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখনফল :

৪.১.১। সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

৪.২.১। শিশু নিজের নিরাপত্তার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে বলতে পারবে। (অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কোথাও না যাওয়া ও না খাওয়া, নিয়ম মেনে রাস্তা পার হওয়া যেমন ওভার ব্রীজ ও জেব্রাক্রসিং ও ফুটপাত দিয়ে পার হওয়া)

৪.২.২। শিশু নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজেকে নিরাপদ রাখবে।

শিখন উপকরণ :

৭০-৭১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- অধ্যায় ৭ ও ৮ এ আমরা জেনেছি সমাজ থেকে আমরা কী সুযোগ সুবিধা পাই বা কী ধরনের অধিকার ভোগ করে থাকি, এবার অধ্যায় ৯ এবং ১০ এ সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী কী। সমাজ

থেকে আমরা যেমন নানা সুবিধা পেয়ে থাকি, তেমনি সমাজের জন্যও আমাদেও কিছু করতে হবে। কেননা আমরা সামাজিক জীব, আমরা সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করি।

- ক্লাসে ৭০নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন। প্রথমে আছে সমাজকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল রাখতে আমাদের কিছু দায়িত্ব এবং পরে রকিব নামের একটি ছেলে সম্পর্কে একটি ঘটনা। শিক্ষার্থীরা এমন কোনো ঘটনা শুনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করুন এবং তাদেরকে দিয়ে একটি করে দায়িত্ব পড়ান।

ক| এসো বলি

এসো বলি কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বইয়ে দেওয়া রকিবের গল্পটির ঘটনা আরও বিশদভাবে বুঝতে পারবে। ঘটনাটি কেন ঘটলো, কীভাবে ঘটলো তা অনুসন্ধান করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা এ রকম কোনো ঘটনা সম্পর্কে শুনেছে কিনা। 'অপিরিচিত জন বিপদজ্জনক' কীভাবে অপরিচিত মানুষদের এড়িয়ে চলতে হয়, অপরিচিত মানুষদের কাছ থেকে যেকোনো ধরনের বিপদের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, সে বিষয়ে শ্রেণিতে আলোচনা করুন এবং শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে 'অপিরিচিত জন বিপদজ্জনক' এই শিরোনামে কিছু সাবধানতার নিয়ম তৈরি করুন।

পর্যালোচনা :

শিক্ষক বলবেন সমাজ কী, আমরা কেন সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করবো এবং কীভাবে আমরা সমাজকে নিরাপদ করতে পারি, আরও সুখী সমৃদ্ধ সমাজ গড়তে পারি। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে মতামত দিতে বলুন এবং তাদের মতামতগুলো বিশ্লেষণ করুন। সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করুন।

পাঠ ২: সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পৃষ্ঠা ৭০-৭১

শিখনফল :

৪.১.১। সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

৪.২.১। শিশু নিজের নিরাপত্তার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে বলতে পারবে। (অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কোথাও না যাওয়া ও না খাওয়া, নিয়ম মেনে রাস্তা পার হওয়া যেমন ওভার ব্রীজ ও জেব্রাক্রসিং ও ফুটপাত দিয়ে পার হওয়া)

৪.২.২। শিশু নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজেকে নিরাপদ রাখবে।

শিখন উপকরণ :

৭০-৭১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের এলাকার খেলার মাঠ ও পার্কের পরিবেশ কীভাবে পরিচ্ছন্ন ও দূষণমুক্ত রাখা যায় তা নিয়ে একটি নোটিশ তৈরি করতে হবে। যেহেতু পার্কে ময়লা ফেলা একটি বিশেষ সমস্যা, তাই নোটিশে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকবে পার্কের কোথায় ময়লা ফেলা উচিত, কারা বা কোন কতৃপক্ষ এই ময়লা পরিষ্কার করবে এবং এই ময়লার বিনটি সাধারণ মানুষ কীভাবে ব্যবহার করবে? শিক্ষার্থীদের তৈরি করা নোটিশ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ঝুলিয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের উৎসাহ দিতে পারেন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের পারিবারের বয়স্ক মানুষটি কে? শিক্ষার্থীরা কীভাবে তাদের সাহায্য করে, খাবারের ক্ষেত্রে তাঁদের কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়, শিক্ষার্থীরা কী তাদের কিছু পড়ে শুনাতে পারে বা হাঁটতে নিয়ে যেতে পারে? সমাজের নানা কাজের সাথে জড়িত রাখতে বা সক্রিয় রাখতে আর কী করা যেতে পারে?
শিক্ষার্থীরা এই কাজটি জোড়ায় বা ছোট দলে করবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর পাবো, অপরিচিত মানুষদের কাছ থেকে যেকোনো ধরনের বিপদের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, তার তালিকা থেকে অর্থাৎ 'অপিরিচিত জন বিপদজ্জনক' এর তালিকা থেকে। অপরিচিত মানুষ থেকে সাবধানে এড়িয়ে যেতে হবে।

পর্যালোচনা :

সমাজের প্রতি আমাদের দায়িত্ব এবং সাবধানে থাকা সম্পর্কে এই পাঠে যা পড়ানো হলো তা সংক্ষেপে বলুন।

পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য এবং অপরিচিত মানুষের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা

বাড়িতে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কিছু উপায় আছে :

- ছুরি, কাঁচি জাতীয় ধারালো জিনিস সাবধানে ব্যবহার করা
- খালি পায়ে বা ভেজা হাতে বৈদ্যুতিক তার না ধরা
- ওষুধ ও কীটনাশকের গায়ে স্পষ্ট করে লিখে রাখা, যেন ভুলবশত কেউ খেয়ে না ফেলে
- গ্যাসের চুলা ও বিদ্যুত ব্যবহারের পর বন্ধ রাখা
- আগুনের ব্যবহারে সতর্ক থাকা
- অপরিচিতদের পরিচয় জেনে ঘরের দরজা খোলা
- বাড়িতে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স রাখা

প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স

গাছ থেকে পড়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে

ঘরের বাইরে নিরাপদ থাকার উপায় :

- দেয়াল বা গাছ বেয়ে না ওঠা বা লাফালাফি না করা
- জলাশয়ের আশেপাশে খেলার সময় সতর্ক থাকা
- রাস্তায় খেলাধুলা না করা
- রাস্তা পারাপারে সতর্ক থাকা।

ক| এসো বলি

তুমি কি কখনো পরিচিত কারও কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে দেখেছ? অথবা তোমার বাড়িতে কি কখনো কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছিল? দুর্ঘটনাটি কী ধরনের ছিল? কেন ঘটেছিল? দুর্ঘটনাটি এড়ানোর কোন কোন উপায় ছিল? ছোট দলে আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

এমন একটি দুর্ঘটনা বর্ণনা কর যে দুর্ঘটনার কবলে তুমি বা তোমার পরিচিত কেউ পড়েছিল । ভবিষ্যতে এই দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তুমি যা করবে তা লেখ।

গ| আরও কিছু করি

প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে যে উপকরণগুলো থাকে সেগুলোর কোনটি কোন প্রয়োজনে আসে তা তালিকার আকারে লেখ।

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :

প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স আমাদের যে উপকারে আসে তা হলো .....

.....।

পাঠ ৩: বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা

পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

শিখনফল :

৪.২.২। শিশু নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজেকে নিরাপদ রাখবে।

শিখন উপকরণ :

৭২-৭৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- সমাজে আমাদের দায়িত্বের একটি দিক হিসেবে 'বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা' এই পাঠটি শুরু করুন। দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেতে বা দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করতে, আমাদের নিজের ও অন্যের নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতন হতে হবে। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা দুর্ঘটনার অর্থ বোঝে কিনা। বাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমন কী কী জিনিস আছে? শিক্ষার্থীরা হয়ত বলবে পানি, আগুন, ইলেকট্রিক তার, কাচের গ্লাস বা জগ, ছুরি ইত্যাদি। এবার তাদের কথার সূত্র ধরেই আপনি পাঠটি শুরু করুন।

- ক্লাসে ৭২নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন। শিক্ষার্থীরা বাড়িতে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতিটি উপায় বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করুন। উপায়গুলো পড়ার পর প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সটি ছবি ভালো করে দেখতে বলুন। বিদ্যালয়ে কোনো প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স থাকলে তা দেখান এবং তাদের জিজ্ঞাসা করুন তারা বাস্তবে কোনো প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্স দেখেছে কিনা। এরপর ঘরের বাইরে নিরাপদ থাকার প্রতিটি উপায় বুঝতে পারছে কিনা তা যাচাই করুন।

কাজ এসো বলি

'এসো বলি' কাজটির প্রশ্নগুলো শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন এবং দুর্ঘটনাটি এড়ানোর আর কী কী উপায় হতে পারে তা দলে আলোচনা করতে বলুন। এক্ষেত্রে তারা বাড়িতে দুর্ঘটনা ও বাড়ির বাইরের দুর্ঘটনা দুটিই নিয়েই আলোচনা করতে পারে। শিক্ষার্থীরা দলে কাজ করবে এবং তাদের আলোচনা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করুন।

পর্যালোচনা :

দুর্ঘটনা এড়াতে বা প্রতিরোধে বাড়ির চারপাশে নিরাপত্তা রক্ষা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের কাছে তাদের অভিজ্ঞতা জানতে চান, তারা বা তাদের পরিবারের কেউ বইয়ে উল্লিখিত কোনো কারণে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিল কিনা এবং ঐ দুর্ঘটনার কারণ কী ছিল?

পাঠ ৪: বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা

পৃষ্ঠা ৭২-৭৩

শিখনফল :

৪.২.২। শিশু নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজেকে নিরাপদ রাখবে।

শিখন উপকরণ :

৭২-৭৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বাড়িতে নিরাপত্তা রক্ষা বিষয়ক আগের পাঠটি পুরোলোচনা করুন। কী কী কারণে বাড়িতে এবং বাড়ির বাইরে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন। তাদের দিয়েই পাঠের মূল বিষয়টি আলোচনা করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি'র কাজটিতে মূলত এসেছে এসো বলির কাজটি থেকে। এমন একটি দুর্ঘটনার বর্ণনা করতে হবে যে দুর্ঘটনার কবলে শিক্ষার্থীরা বা তাদের পরিচিত কেউ পরেছিল। ভবিষ্যতে ঐ বিশেষ দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যা যা করণীয় তা তারা লিখবে। শিক্ষক তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করতে শিখবে, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবতে শিখবে। অর্থাৎ কোনো ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব সম্পর্কে ভাবতে শিখবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটিতে প্রাথমিক চিকিৎসার বাক্সে যে যে উপকরণ থাকে সেগুলো কোনটি কোন প্রয়োজনে আসে তা তালিকার আকারে লিখতে হবে। এই কাজটি তারা পোস্টারে লিখে এবং ছবি এঁকে উপস্থাপন করতে পারে বা তথ্য উপস্থাপনের অন্য যে কোনো ভালো উপায়ে দেখাতে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর হলো 'বাড়িতে ঘটে যাওয়া কোনো ছোট দুর্ঘটনার চিকিৎসায়'। এটি শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়নে সাহায্য করবে।

পর্যালোচনা :

পাঠ ৩ এবং পাঠ ৪-এ নিরাপদে থাকা বিষয়ে শিক্ষার্থীরা যা পড়েছে তা আলোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সের উপাদানের নাম এবং বাড়িতে কীভাবে নিরাপদে থাকা যায় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৩ রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষা

আমরা কখনো কখনো রাস্তায় দুর্ঘটনায় পড়ি। এজন্য পথ চলায় সতর্ক থাকতে হবে। এতে দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। রাস্তা পার হওয়ার সময় অনুসরণ করতে হয় এমন তিনটি সাধারণ নিয়ম জেনে নিই।

আমরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে না হেঁটে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটব।

রাস্তার দুপাশ ভালো করে দেখে জেব্রাক্রসিং দিয়ে রাস্তা পার হব।

রাস্তা পারাপারে ওভারব্রিজ ব্যবহার করব।

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার পরিমাণ অনেক বেশি। অনেক সময় গাড়ি, বাস ও ট্রাক বিপদজ্জনকভাবে চালানো হয়। তাই রাস্তা পারাপারের সময় বিভিন্ন যানবাহন বিশেষ করে ট্রাক, বাস ও গাড়ির বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। রাস্তায় পথ চলার সময় আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

ক| এসো বলি

নিচে উল্লিখিত সড়ক নিরাপত্তা কোড শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর :

১. রাস্তা পারাপারের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ জায়গাটি খোঁজ।
২. রাস্তার বাঁকে বা শেষ প্রান্তে পৌঁছানোর আগেই থামো।
৩. যানবাহন আসছে কিনা তা দেখ এবং শোনো।
৪. যানবাহন আসতে দেখলে, এটিকে পার হতে দাও।
৫. রাস্তা নিরাপদ হলে সোজাসুজি রাস্তা পার হও, দৌড়াদৌড়ি করবে না।

খ| এসো লিখি

স্থানীয় সংবাদপত্রে রাস্তা পারাপারের সময় চালকদের আরও বেশি সর্তক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি লেখ।

গ| আরও কিছু করি

পাঁচটি দলে (পথচারী, ব্যক্তিগত গাড়ির যাত্রী, মোটর সাইকেল চালক, বাসযাত্রী, সাইকেল চালক) ভাগ হয়ে প্রতি দল সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের দুটি করে উপায় নিয়ে আলোচনা কর।

ঘ| যাচাই করি

ছবি থেকে বিভিন্ন ধরনের রাস্তা ব্যবহারকারীর নাম লেখ

১.....

২.....

৩.....

পাঠ ৫: রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষা

পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫

শিখনফল :

৪.২.১। শিশু নিজের নিরাপত্তার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে বলতে পারবে। (অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কোথাও না যাওয়া ও না খাওয়া, নিয়ম মেনে রাস্তা পার হওয়া যেমন ওভার ব্রিজ ও জেব্রাক্রসিং ও ফুটপাত দিয়ে পার হওয়া)

৪.২.২। শিশু নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজেকে নিরাপদ রাখবে।

শিখন উপকরণ :

৭৪-৭৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ৭৪নং পৃষ্ঠার নিচের দিকে সড়ক দুর্ঘটনা সম্পর্কে যা লেখা আছে তা দিয়ে আজকের পাঠটি শুরু করুন। ১০ থেকে ১৪ বছরের শিশুদের মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ সড়ক দুর্ঘটনা। যেহেতু বাংলাদেশে পথচারী শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি এবং এ কারণে মৃত্যুহারও অনেক বেশি তাই শিক্ষার্থীদের রাস্তা পারাপারের সময় অনেক বেশি সতর্ক হতে হবে।

- ক্লাসে ৭৪নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রাস্তা পারাপারের ৩টি সাধারণ নিয়ম পড়ুন। প্রতিটি নিয়ম পড়ুন এবং শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো দেখতে বলুন। তারা ছবিগুলো নিয়ে আলোচনা করবে এবং তারা এখান থেকে কী বুঝলো তা যাচাই করুন।

কাএলো বলি

প্রথমে 'গ্রিন ক্রস কোড' টি পড়ুন এবং তা ক্লাসে আলোচনা করুন; এরপর শিক্ষার্থীদের 'গ্রিন ক্রস কোড' শিখতে দিন এবং আবৃত্তি বা পাঠ করতে বলুন। যুক্তরাজ্যে পথচারীদের নিরাপদে রাস্তা পার হওয়ার জন্য সে দেশের জাতীয় রোড সেইফটি কমিটি (বর্তমানে Royal Society for The Prevention of Accidents, RoSPA) এই 'গ্রিন ক্রস কোড' তৈরি করে এবং এর প্রচারণা ১৯৭০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল, যা এখনও চলছে।

পর্যালোচনা :

রাস্তায় বিভিন্ন বিপদ থেকে নিরাপদ এবং সতর্ক থাকা সম্পর্কে যা পড়ানো হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। যেহেতু 'গ্রিন ক্রস কোড' সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জেনেছে, তাই তাদের দিয়ে 'গ্রিন ক্রস কোড' অভিনয় করান। তাহলে তারা আগ্রহ নিয়ে বিষয়টি মনে রাখবে এবং বাস্তবে তা প্রয়োগ করতে উৎসাহী হবে।

পাঠ ৬: রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষা

পৃষ্ঠা ৭৪-৭৫

শিখনফল :

৪.২.১। শিশু নিজের নিরাপত্তার কয়েকটি উপায় সম্পর্কে বলতে পারবে। (অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কোথাও না যাওয়া ও না খাওয়া, নিয়ম মেনে রাস্তা পার হওয়া যেমন ওভার ব্রিজ ও জেব্রাক্রসিং ও ফুটপাত দিয়ে পার হওয়া)

৪.২.২। শিশু নিজের নিরাপত্তা রক্ষায় সচেতন হয়ে নিজেকে নিরাপদ রাখবে।

শিখন উপকরণ :

৭৪-৭৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

খ| এসো লিখি

চালকদের আরও বেশি সর্তক হবার আহ্বান জানিয়ে স্থানীয় সংবাদপত্রে একটি চিঠি লিখতে হবে। শিশু পথচারীদের সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার হতাশাব্যঞ্জক। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংবাদপত্রে চিঠি লেখার ধরন শিখবে। শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে চালকদের সর্তকতা অবলম্বন করতে কেন সংবাদপত্রে লিখতে হবে। কারণ এর মাধ্যমে যথাযথ কতৃপক্ষকে সম্বোধন করে চালকসহ সাধারণ জনগণকে জানানো সম্ভব।

গ| আরও কিছু করি

এখানে পরিসংখ্যান ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা একটি উপস্থাপনা করবে। এতে করে তারা বিভিন্ন ধরনের সড়ক দুর্ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করবে এবং এর সমাধানের উপায় খুঁজে বের করতে পারবে। ফলে তারা সতর্কতার সাথে রাস্তা চলাচলের নিয়ম উপস্থাপন এবং তা প্রয়োগ করার জন্য আবেদন করার দক্ষতা অর্জন করবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে তিন ধরনের রাস্তা পারাপার সম্পর্কে লিখবে।

পর্যালোচনা :

এই পাঠে রাস্তায় নিরাপত্তা রক্ষা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে, তা বলুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে রাস্তায় কীভাবে নিরাপদে থাকা যায় সে সম্পর্কে বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন

করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৪ রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। শিশুদেরও রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য আছে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের জন্য সে কর্তব্য আরও বেশি। নিচে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কিছু কর্তব্য উল্লেখ করা হলো।

রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা লাভ	রাষ্ট্র প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য।
রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা	রাষ্ট্রের শাসন মেনে চলব। দেশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেব।
আইন মেনে চলা	দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আমাদের দেশের সকল আইন মেনে চলতে হয়। আইন অমান্য করলে শাস্তি ভোগ করতে হয়।
নিয়মিত কর প্রদান	নিয়মিত কর দেওয়া নাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য। এই কর থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এবং নাগরিকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়।
ভোটদান	আমরা গণতান্ত্রিক দেশে বাস করি। তাই ১৮ বছর বয়স হলে আমাদের অবশ্যই ভোটদানে অংশগ্রহণ করা উচিত। ভোট দেওয়া নাগরিকের দায়িত্ব।
রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষা করা	রাষ্ট্রের বিভিন্ন সম্পদ যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

জাতীয় সংসদ ভবন, ঢাকা

ক| এসো বলি

প্রতিটি মানুষ কীভাবে সরকারের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। আমাদের এই অংশগ্রহণ কি সরকারকে রাষ্ট্র পরিচালনায় সাহায্য করে?

খ| এসো লিখি

তোমাকে যদি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় তাহলে তুমি কী কী কাজ করবে? তোমার পরিকল্পনার কথা ৫০ থেকে ১০০ শব্দের মধ্যে লেখ।

গ| আরও কিছু করি

আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?

ঘ| যাচাই করি

অল্প কথায় উত্তর দাও :

তোমার যখন ভোট দেওয়ার বয়স হবে, তখন তুমি কেমন ব্যক্তিকে ভোট দেবে সেই সিদ্ধান্ত কীভাবে নিবে?

পাঠ ৭: রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য

পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭

শিখনফল :

৪.১.২। রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৭৬-৭৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আমাদের দেশে সরকার ব্যবস্থা এবং জনগণের ভূমিকা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে তা আগে যাচাই করুন। এরপর আজকের পাঠ 'রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য' উপস্থাপন করুন। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন করতে পারেন- আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী? ভোট শব্দটি শুনেছো? তোমার বাবা বা মা কী কখনও ভোট দিয়েছেন? সরকার দেশ পরিচালনা করেন, জনগণ কী করে? ইত্যাদি।

- ৭৬নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের কর্তব্যগুলো ক্লাসে পড়ুন। কর্তব্যের উদাহরণগুলো শিক্ষার্থীদের লক্ষ করতে বলুন। প্রতিটি কর্তব্য চিহ্নিত করে বলুন, নাগরিকরা ঐ কর্তব্য পালন না করলে কী হবে।

ক| এসো বলি

এই কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবে। তারা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা করবে প্রতিটি মানুষ কীভাবে সরকারের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে? এক্ষেত্রে আপনি একটি বিতর্ক পরিচালনা করতে পারেন, যাতে একপক্ষ থাকবে যারা ভোটাধিকারের বয়স হলে ভোট দেবে এবং অন্যপক্ষ ভোট দেবে না। উভয় পক্ষই বারা কেন কাজটি করবে তার পেছনে যুক্তি দেবে এবং যুক্তি খণ্ডন করবে। বিতর্ক পরিচালনার জন্য তাদের নির্দিষ্ট সময় দিন এবং সঠিকভাবে তা পরিচালনা করুন।

পর্যালোচনা :

রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য কী কী তা বলুন, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের একটি করে উদাহরণ দিতে বলুন এবং ঐ দায়িত্ব পালন না করলে কী হবে তাও বলতে বলুন। এতে শিক্ষার্থীরা চিন্তা করতে শিখবে এবং ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন সম্পর্কে অবগত হবে।

পাঠ ৮: রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য

পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭

শিখনফল :

৪.১.২। রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৭৬-৭৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজটি একটি অত্যন্ত আনন্দের কাজ, এখানে শিক্ষার্থীরা নিজেকে দেশ পরিচালনাকারী মনে করবে অর্থাৎ সে নিজে ক্ষমতাবান একজন। ৫০ থেকে ১০০ শব্দের মধ্যে তার বক্তব্য লিখবে। এ কাজটিতে শিক্ষক তাকে সাহায্য করবেন, যেমন- সে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়ন করতে চায়। সে আগামী ৫ বা ১০ বা ২০ বছর পর দেশকে কোথায় দেখতে চায়। নাগরিকদের অধিকার সে কীভাবে রক্ষা করবে। কোন কোন বিষয়গুলো দেশের উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় ইত্যাদি।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' কাজটির প্রশ্নটি গবেষণাধর্মী, এখানে শিক্ষার্থীরা খুঁজে বের করবে আমাদের দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিতে বলতে পারেন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখবে মতামত কীভাবে গঠন করতে হয় বা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং কীভাবে তা প্রকাশ করতে হয়? এখানে ভোট দেয়ার বয়স হলে কোন দল বা ব্যক্তিকে সে ভোট দেবে এবং কীভাবে তা নির্বাচন করবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক দলের নীতিমালা এবং ব্যক্তিত্ব দেখে সিদ্ধান্ত নেবে কোন দল তাদের দেশের জন্য সবচেয়ে ভালো হবে।

পর্যালোচনা :

সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের বিভিন্ন কর্তব্য সম্পর্কে এই অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা আলোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কর্তব্য সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

অধ্যায় ১০

গণতান্ত্রিক মনোভাব

১ বিদ্যালয়

গণতন্ত্রের অর্থ জনগণের শাসন। আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন রকম কাজ করি। এসব কাজ করতে আমাদের অনেক সময় নানারকম সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অন্যের মতামতকে সম্মান করা এবং অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতেসিদ্ধান্ত গ্রহণ করাকে গণতান্ত্রিক মনোভাব বলে।

আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ করতে পারি তার একটি উদাহরণ পড়ি

শ্রেণিতে শ্রেণিনেতা নির্বাচন করা হবে। কারা শ্রেণিনেতা হতে ইচ্ছুক শিক্ষক জানতে চাইলেন। মোট পাঁচজন শিক্ষার্থী ইচ্ছা প্রকাশ করল। তবে শ্রেণিনেতা হবে মাত্র দুইজন। শিক্ষক একটি বুদ্ধি আঁটলেন। তিনি আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নাম বোর্ডে লিখলেন। সব শিক্ষার্থীকে দুই টুকরা কাগজ দিয়ে বোর্ডে লেখা নামগুলো থেকে তাদের পছন্দের দুজন শিক্ষার্থীর নাম দুটি কাগজে লিখে ভাঁজ করে বাক্সে রাখতে বললেন। এভাবে সবার মত দেওয়া শেষ হলে শিক্ষক কাগজগুলো খুলে গণনা করলেন। কার পক্ষে কতজন মত দিয়েছে তা বোর্ডে লেখা নামগুলোর পাশে লিখলেন। এভাবে যে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে তাকে করা হলো প্রথম শ্রেণিনেতা। আর যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছে সে নির্বাচিত হলো দ্বিতীয় শ্রেণিনেতা। সবার মতামত নিয়ে শ্রেণিনেতা নির্বাচিত হয়েছে বলে সবাই হাসিমুখে তাদেরকে বরণ করে নিল।

নিচের কাজগুলোসহ বিদ্যালয়ে যেকোনো কাজে সকলে মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব ও গণতান্ত্রিক আচরণ করব।

- শ্রেণিকক্ষ সাজানোর ব্যাপারে
- ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে কীভাবে
- দলনেতা নির্বাচন করার ক্ষেত্রে

ক| এসো বলি

পাশের পৃষ্ঠার উদাহরণটির আলোকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

- উল্লিখিত উপায়টি ছাড়া আর কোন উপায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত?
- অন্য উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভালো ও খারাপ দিকগুলো কী হতে পারে?
- গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভালো দিকগুলো কী?

খ| এসো লিখি

তোমাদের বিদ্যালয়ে একটি বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পদ্ধতি কী হবে তা লেখ।

গ| আরও কিছু করি

যেকোনো বিষয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ঘটনার অভিনয় কর। শ্রেণিতে সাম্প্রতিক সময়ের কোনো ঘটনাকে এর উদাহরণ হিসেবে বেছে নাও।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (✓) দাও।

গণতন্ত্র বলতে কী বোঝায় ?

ক. ব্যক্তির মত

খ. দলের মতামত

গ. জনগণের শাসন

ঘ. স্বৈরশাসন

অধ্যায় ১০: গণতান্ত্রিক মনোভাব

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

৭.১। গণতন্ত্রের মূল বক্তব্য অনুধাবন করবে।

৭.২। গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধা করবে এবং বাড়ি ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি চর্চা করবে।

শিখনফল :

৭.১.১। গণতন্ত্রের মূল কথা বুঝবে ও বলতে পারবে।

৭.১.২। গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য তা বলতে পারবে।

৭.১.৩। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের গণতান্ত্রিক মনোভাব অর্জনের গুরুত্ব ও উপায় বলতে পারবে।

৭.২.১। বাড়ির বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক আচরণ করবে।

৭.২.২। বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করবে।

৭.২.৩। অভিনয়, দলনেতা নির্বাচন, শ্রেণি ক্যাপ্টেন নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আচরণ অর্জনের অনুশীলন করবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৪টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: বিদ্যালয়

পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

শিখনফল :

৭.১.১। গণতন্ত্রের মূল কথা বুঝবে ও বলতে পারবে।

৭.১.২। গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য তা বলতে পারবে।

৭.২.২। বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করবে।

৭.২.৩। অভিনয়, দলনেতা নির্বাচন, শ্রেণি ক্যাপ্টেন নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আচরণ অর্জনের অনুশীলন করবে।

শিখন উপকরণ :

৭৮-৭৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- গণতন্ত্র কী এ বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠটি শুরু করুন। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ

Democracy, যা এসেছে গ্রিক ভাষা থেকে: গ্রিক ভাষায় এর অর্থ 'জনগণ দ্বারা পরিচালিত'। এক্ষেত্রে আপনি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা গণতন্ত্র বলতে কী বোঝে। তারা হয়ত উত্তর দেবে; যেখানে ভোট দেওয়া হয়, যে দেশে প্রধানমন্ত্রী আছে, মানুষদের যেখানে মতামত দেওয়ার সুযোগ আছে ইত্যাদি। এরপর তাদের দেওয়া উত্তরের উপর ভিত্তি করে আজকের পাঠ শুরু করুন।

- ক্লাসে ৭৮নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন, এবং পাঠে শ্রেণিনেতা নির্বাচন বিষয়ে যে অনুচ্ছেদটি আছে তাতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করান। এটি আপনি বাস্তবে প্রয়োগ করাতে পারেন বা তাদের দিয়ে বিষয়টি অভিনয় করাতে পারেন।

কা এসো বলি

'এসো বলি' কাজটিতে শিক্ষার্থীরা নিজেরা বিশ্লেষণ করে বের করবে, আর কোন উপায়ে শ্রেণিনেতা নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। তারা হয়ত বলবে শিক্ষক ঠিক করে দিতে পারেন বা পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের ভিত্তিতে শ্রেণিনেতা নির্বাচন করা যেতে পারে। এবং এভাবে নির্বাচনের ভালো ও খারাপ দুটি দিকই তারা আলোচনা করবে। পরবর্তীতে তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভালো দিকগুলো কী কী তা বলবে। ভালো দিকগুলো হতে পারে – অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে করা, তাই সকলের কাছে এই ফলাফল গ্রহণযোগ্য হবে, সকলেই মতামত দেয়ার সুযোগ পাচ্ছে, এভাবে নির্বাচনের মধ্যে স্বচ্ছতা আছে ইত্যাদি।

পর্যালোচনা :

ক্লাসে গণতান্ত্রিক কার্যক্রম কী প্রভাব ফেলে, এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখলো তা পুনরালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন গণতান্ত্রিকভাবে এরকম কাজ আমরা আর কোথায় কোথায় করতে পারি।

পাঠ ২: বিদ্যালয়

পৃষ্ঠা ৭৮-৭৯

শিখনফল :

৭.১.১। গণতন্ত্রের মূল কথা বুঝবে ও বলতে পারবে।
৭.১.২। গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য তা বলতে পারবে।
৭.২.২। বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করবে।
৭.২.৩। অভিনয়, দলনেতা নির্বাচন, শ্রেণি ক্যাপ্টেন নির্বাচন ইত্যাদির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আচরণ অর্জনের অনুশীলন করবে।

শিখন উপকরণ :

৭৮-৭৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে বিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পর্কে এবং এ বিষয়ে যে কেইস স্টাডি উল্লেখ করা হয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে আজকের পাঠ শুরু করুন। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নও করতে পারেন। যেমন: গণতান্ত্রিক মনোভাব কী? তুমি কোথায় কোথায় গণতান্ত্রিক আচরণের চর্চা হতে দেখেছো?

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশে বিদ্যালয়ে বার্ষিক প্রতিযোগিতা আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। বার্ষিক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা কীভাবে সিদ্ধান্ত নিবে তা আলোচনা করবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে ভূমিকাভিনয় করতে বলা হয়েছে, যে অভিনয়ের মধ্যে থাকবে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যেমন শিক্ষার্থীরা কীভাবে শ্রেণির বেঞ্চে বসবে বা কীভাবে শ্রেণিকক্ষ সাজাবে?

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর ঘ) জনগণ দ্বারা পরিচালিত। এটি একটি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

পর্যালোচনা :

বিদ্যালয়ে কীভাবে গণতন্ত্রের চর্চা করা যায় তা আলোচনা করুন। এই দুটি পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গণতন্ত্র সম্পর্কে কী বুঝলো এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ অর্থাৎ কোথায় কোথায় তারা গণতান্ত্রিক আচরণ করবে তা আলোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চারটি ধাপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ বাড়ি ও কর্মক্ষেত্রে

বাড়িতে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একে অপরের মতামত শোনা প্রয়োজন। নিচের কাজগুলোসহ বিভিন্ন কাজে পরিবারের সকলে মিলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব।

- আমরা যে খাবারটি খাব
- উৎসব অনুষ্ঠানে যা করব
- কীভাবে ঘর সাজাব

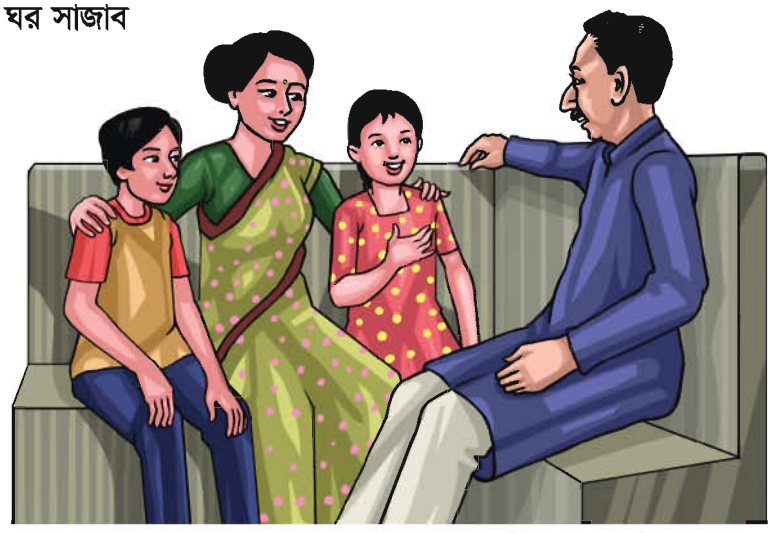

পরিবারে গণতান্ত্রিক মনোভাব

কর্মক্ষেত্রে সর্বস্তরের সহকর্মীদের সাথে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উচিত। ফলে সকলে এর গুরুত্ব বুঝতে পারবে ও নিজেদের মত প্রকাশে উৎসাহিত হবে। সবার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা আরও ভালোভাবে সবার কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।

রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতন্ত্র আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের জনগণ দীর্ঘদিন সংগ্রাম করেছে।

আমরা বাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ, কর্মক্ষেত্র সব জায়গায় গণতান্ত্রিক আচরণ করব। এর ফলে আমাদের দেশের গণতন্ত্র আরও শক্তিশালী হবে। মনে রাখতে হবে যে আমরা সকলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব ও পরস্পরের মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

ক| এসো বলি

তোমার বাড়িতে গণতান্ত্রিক আচরণের চর্চা হয় কি না তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

তোমার পরিবারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করে তোমার একজন আত্মীয়ের কাছে চিঠি লেখ।

গ| আরও কিছু করি

মনে কর, তোমার এলাকায় একটি নতুন রাস্তা তৈরি করা হবে। অথচ তোমরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা জায়গায় রাস্তা চাও। এমন অবস্থায় কীভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তা অভিনয় করে দেখাও।

ঘ| যাচাই করি

নিচের কোনটির সাথে কোন গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত জড়িত তা মিল কর।

বাড়িতে	সরকার নির্বাচন
কর্মক্ষেত্রে	কর্মক্ষেত্রের অবস্থা
রাজনীতিতে	কী খাওয়া হবে?
	কী ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করা হবে?
	তোমার বাড়ি তুমি কীভাবে সাজাবে?

পাঠ ৩: বাড়িতে ও কর্মক্ষেত্রে

পৃষ্ঠা ৮০-৮১

শিখনফল :

৭.১.১। গণতন্ত্রের মূল কথা বুঝবে ও বলতে পারবে।
৭.১.২। গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য তা বলতে পারবে।
৭.১.৩। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের গণতান্ত্রিক মনোভাব অর্জনের গুরুত্ব ও উপায় বলতে পারবে।
৭.২.১। বাড়ির বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক আচরণ করবে।
৭.২.২। বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করবে।

শিখন উপকরণ :

৮০-৮১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বিদ্যালয়ে গণতন্ত্রের চর্চা সম্পর্কে যা পড়ানো হয়েছে তা পুনরালোচনা করুন। এবার বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে গণতন্ত্রের চর্চা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা জানবে। আলোচনার শুরুতে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের বাড়িতে কোনো সিদ্ধান্ত কীভাবে নেওয়া হয়। কোনো শিক্ষার্থী হয়ত বলবে বাবা-মা সিদ্ধান্ত নেন আবার কেউ বলতে পারে মা-বাবা সকলের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন। এর মধ্যে কোনটির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আচরণ প্রকাশ পাচ্ছে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন।

- ৮০নং পৃষ্ঠার ৩টি অনুচ্ছেদ পড়ুন, এগুলো বাড়ি, কর্মক্ষেত্রে এবং জাতির ইতিহাসে কোথায় গণতন্ত্রের চর্চা হয় বা হয়েছে সম্পর্কে। কর্মক্ষেত্রে গণতন্ত্রের চর্চা কীভাবে হয় শিক্ষার্থীরা তা নাও জানতে পারে, তাই এক্ষেত্রে মজার মজার পরিকল্পনার কথা বলুন এবং বিভিন্ন কোম্পানি কী তৈরি করবে তা কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়।

কা এসো বলি

এসো বলি অংশে শিক্ষার্থীরা চিন্তা করবে তাদের বাড়িতে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং তারা এটিও ভাববে গণতান্ত্রিক উপায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কিনা। শিক্ষার্থীরা সঠিকভাবে ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করতে পারছে কিনা তা যাচাই করুন এবং না পারলে তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করুন।

পর্যালোচনা :

শিক্ষার্থীরা পড়ে ও বলে যা শিখলো তা পুনরালোচনা করুন। বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে বাড়ি, কর্মক্ষেত্রে এবং আমাদের দেশের ইতিহাসে কোথায়, কীভাবে গণতান্ত্রিক আচরণ প্রকাশ পেয়েছে তা বলুন এবং শিক্ষার্থীদের বলতে উৎসাহিত করুন।

পাঠ ৪: বাড়িতে ও কর্মক্ষেত্রে

পৃষ্ঠা ৮০-৮১

শিখনফল :

৭.১.১। গণতন্ত্রের মূল কথা বুঝবে ও বলতে পারবে।
৭.১.২। গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের জন্য অপরিহার্য তা বলতে পারবে।
৭.১.৩। বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের গণতান্ত্রিক মনোভাব অর্জনের গুরুত্ব ও উপায় বলতে পারবে।
৭.২.১। বাড়ির বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক আচরণ করবে।
৭.২.২। বিদ্যালয়ে ও শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কাজে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুশীলন করবে।

শিখন উপকরণ :

৮০-৮১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- গত পাঠের মূল বিষয়গুলো সংক্ষেপে বলুন। বাড়ি, কর্মক্ষেত্রে এবং জাতির ইতিহাসে কোথায় গণতন্ত্রের চর্চা হয় বা হয়েছে সে সম্পর্কে বলুন। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্ন করার মাধ্যমেও এই আলোচনার কাজটি করতে পারেন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখবে পরিবারের কোনো সিদ্ধান্ত কীভাবে গণতান্ত্রিকভাবে নিতে হয়। তারা পরিবারের সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটি ঘটনা বর্ণনা করবে এবং এতে গণতান্ত্রিক আচরণ প্রকাশ পেয়েছে কিনা তা বলবে। ঘটনায় কোন আচরণটি গণতান্ত্রিক আচরণ তা ব্যাখ্যা করবে। ঐ ঘটনায় যদি কোনো গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ না পায় তবে তাও বলবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে একটি ব্যবহারিক প্রেক্ষাপট ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে তুলে ধরতে বলা হয়েছে। বাস্তবে গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রকাশ করার এটি একটি উপযুক্ত উদাহরণ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বাড়িতে এবং আশেপাশে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করিতে শিক্ষার্থীরা মিলকরণ করবে। নীচে উত্তরগুলো দেওয়া হলো:
বাড়িতে– তোমার বাড়ি তুমি কীভাবে সাজাবে?

কী খাওয়া হবে
কর্মক্ষেত্রে– কর্মক্ষেত্রের অবস্থা
কী ধরনের দ্রব্য উৎপাদন করা হবে?
রাজনীতিতে– সরকার নির্বাচন

পর্যালোচনা :

এই অধ্যায়টির মূল বিষয়গুলো আবার বলুন এবং শিক্ষার্থীরা মূল বিষয়গুরো বুঝতে পেরেছে কিনা তা যাচাই করুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে বাড়িতে গণতান্ত্রিক চর্চার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে গণতন্ত্রের বিজয়, কর্মক্ষেত্রে ও পাড়ায় গণতন্ত্রের চর্চা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

অধ্যায় ১১

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

১ গারো

ধারণা করা হয় গারো জনগোষ্ঠী প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে তিব্বত থেকে এসে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করে।

ভাষা : গারোদের নিজস্ব ভাষার নাম আচিক।

ধর্ম : গারোদের আদি ধর্মের নাম সাংসারেক। তবে বর্তমানে বেশিরভাগ গারো খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বী।

সমাজ ব্যবস্থা : গারো সমাজ **মাতৃতান্ত্রিক**, অর্থাৎ নারীরাই পরিবারের প্রধান এবং সম্পত্তির অধিকারী। মায়েদের সূত্র ধরেই তাদের দল, গোত্র ও বংশ গড়ে ওঠে।

খাদ্য : গারোদের প্রধান খাবার ভাত, মাছ, মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি। তাদের ঐতিহ্যবাহী একটি খাবার বাঁশের কোড়ল দিয়ে তৈরি করা হয় যা খেতে অনেক সুস্বাদু।

বাড়ি : পূর্বে গারো জনগোষ্ঠীর লোকেরা নদীর তীরে লম্বা এক ধরনের বাড়ি তৈরি করত যা নকমান্দি নামে পরিচিত। তবে বর্তমানে তারা অন্যদের মতোই করোগেটেড টিন এবং অন্যান্য উপকরণ দিয়ে বাড়ি তৈরি করে।

পোশাক : গারো নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম দকবান্দা বা দকসারি। পুরুষেরা শার্ট, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি পরিধান করে।

উৎসব : গারোদের ঐতিহ্যবাহী উৎসবের নাম ওয়াংগালা। এই সময়ে তারা সূর্য দেবতা সালজং এর প্রতি নতুন শস্য উৎসর্গ করে। সাধারণত নতুন শস্য ওঠার সময় অক্টোবর বা নভেম্বর মাসে উৎসবটি হয়। উৎসবের শুরুতে তারা কৃষিজমিতে অর্ঘ্য নিবেদন করে, বিভিন্ন ধরনের বাদ্য বাজনা বাজিয়ে এই উৎসবটি পালন করা হয়।

গারো শিশুরা উৎসবে গান গাইছে

ক| এসো বলি

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

গারো জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার যে পরিবর্তন এসেছে সেগুলোর মধ্যে দুইটি উল্লেখ কর।

গ| আরও কিছু করি

১৮৭২ সালে গারো জনগোষ্ঠী ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। গারোদের হাতে ছিলো শুধু বল্লম আর ইংরেজদের হাতে ছিল বন্দুক। সে সময়কার দুইজন গারো বীর যোদ্ধা তোগান নেংমিনজা ও সোনারাম সাংমা। মনে কর এই যুদ্ধ নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে। চলচ্চিত্রটির জন্যে একটি পোস্টার আঁক ।

ঘ| যাচাই করি

উপযুক্ত শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর :

ধারণা করা হয় গারো জনগোষ্ঠী ..... থেকে এসেছে এবং তাদের আদি ধর্মের নাম.....।

অধ্যায় ১১: বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

২.১। সমাজের সদস্য হিসেবে নারী-পুরুষের সমমর্যাদা বুঝবে এবং পরিবার ও বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমতার গুরুত্ব উপলব্ধি করবে।

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ১০টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: গারো

পৃষ্ঠা ৮২-৮৩

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮২-৮৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- এই অধ্যায়ে বাংলাদেশে বসবাসকারী ৫টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে জানবো। ক্লাসে জিজ্ঞাসা করুন শিক্ষার্থীরা কেউ এই ৫টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো মানুষ সম্পর্কে জানে কিনা। এরপর ৮৩নং পৃষ্ঠার এসো বলির কাজটি দিয়ে পাঠটি শুরু করুন। শিক্ষার্থীদের মানচিত্র দেখতে বলুন ও প্রশ্ন করুন কোন কোন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তারা কী জানে।

- ক্লাসে ৮২নং পৃষ্ঠার পাঠটি ধীরে ধীরে পড়ুন। এখানে গারোদের বিভিন্ন বিষয়, যেমন-ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কেও সেভাবে

বলা হয়েছে।

ক| এসো বলি

এরপর পাশের পৃষ্ঠার মানচিত্রে গারোদের অবস্থান নির্দেশ করুন এবং অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের এই অধ্যায়ে আলোচিত সকল নৃ-গোষ্ঠীর অবস্থান নির্দেশ করতে বলুন।

পর্যালোচনা :

গারোদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের গারোদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ দিকগুলো বলতে বলুন। এভাবে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেও পুনরালোচনার কাজটি করাতে পারেন।

পাঠ ২: গারো

পৃষ্ঠা ৮২-৮৩

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো,ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮২-৮৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- গারোদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা বলুন। তাদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা গারোদের জীবনে পরিবর্তন এসেছে এমন দুইটি দিক উল্লেখ করবে। যেমন: তারা লিখতে পারে– ধর্ম ও ঘরবাড়ির কথা।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে ১৮৭২ সালে গারোদের সাথে ইংরেজদের যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে এবং দুইজন গারো বীর যোদ্ধার নাম উল্লেখ আছে। শিক্ষার্থীদের মনে করতে বলুন এই যুদ্ধ নিয়ে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

সেই ছবির জন্যে একটি পোস্টার আঁকতে হবে । পোস্টারের বিষয়বস্তু ঠিক করতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন। এখানে দুজন গারো বীর যোদ্ধা, বল্লম ও বন্দুক আসতে পারে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' উত্তর তিব্বত এবং সাংসারেক। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব।

পর্যালোচনা :

গারোদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম, পোশাক, খাদ্য, উৎসব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ খাসি

বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের বিভিন্ন এলাকায় খাসি জনগোষ্ঠী বাস করে। অতীতে সিলেটে জয়ন্তা বা জৈন্তিয়া নামে একটি রাজ্য ছিল। ধারণা করা হয়, খাসি জনগোষ্ঠী ঐ রাজ্যে বাস করত।

ভাষা : গারোদের মতো খাসি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা আছে। তবে লিখিত কোনো বর্ণমালা নেই। তাদের ভাষার নাম মনখেমে।

সমাজ ব্যবস্থা : এই জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থাও গারো সমাজের মতোই মাতৃতান্ত্রিক। পারিবারিক সম্পত্তির বেশিরভাগের উত্তরাধিকারী হয় পরিবারের সবচেয়ে ছোট মেয়ে। খাসি জনগোষ্ঠী কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তারা প্রচুর পান ও মধুর চাষও করে।

খাদ্য : খাসিদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাংস, শুঁটকি মাছ, মধু ইত্যাদি। তারা পান-সুপারিকে খুবই পবিত্র মনে করে। বাড়িতে অতিথি এলে পান-সুপারি এবং চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

পোশাক : খাসি মেয়েরা কাজিম পিন নামক ব্লাউজ ও লুঙ্গি পরে আর ছেলেরা পকেট ছাড়া শার্ট ও লুঙ্গি পরে যার নাম ফুংগ মারুং।

ধর্ম : খাসিরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করে । তাদের প্রধান দেবতার নাম উব্লাই নাংথউ যাকে তারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মনে করে।

উৎসব : সকল ধরনের অনুষ্ঠান যেমন- পূজা পার্বণ, বিয়ে, খরা, অতিবৃষ্টি, ফসলহানি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নাচ, গান করা হয়। এই উপলক্ষে খাসি জনগোষ্ঠী উৎসবের আয়োজন করে।

খাসি শিশুরা

ক| এসো বলি

খাসি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা জান তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

গারো ও খাসিদের জীবনযাত্রা তুলনা করে তিনটি বাক্য লেখ।

গ| আরও কিছু করি

উপরের ছবিটি ২০০৮ সালে খাসিয়াপুঞ্জিতে গাছ কাটার প্রতিবাদে আয়োজিত একটি জনসভার। গাছ কাটলে পরিবেশের উপর কী ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে?

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
গারোদের মতো খাসিদের সমাজ ব্যবস্থা .....
.....

পাঠ ৩: খাসি

পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮৪-৮৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- খাসিদের সম্পর্কে জানাতে আগে তারা কোথায় বাস করে মানচিত্রে তার অবস্থান নির্দেশ করুন। বইয়ের ৮৫নং পৃষ্ঠার মানচিত্রে শিক্ষার্থীদের খাসিদের অবস্থান দেখান এবং শিক্ষার্থীরা তাদের অবস্থান দেখাতে পারছে কিনা লক্ষ্য করুন।

- ক্লাসে ৮৪নং পৃষ্ঠার পাঠটি ধীরে ধীরে পড়ুন। এখানে খাসিদের বিভিন্ন বিষয়, যেমন-ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কেও সেভাবে বলা হয়েছে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশে খাসি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা জানেছে শিক্ষকের সহায়তায় তা আলোচনা করবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা নিজেরা তুলনা করবে তারা খাসিদের সম্পর্কে আগে কী জানতো এবং এখন কী জানে?

পর্যালোচনা :

দ্বিতীয় নৃ-গোষ্ঠী খাসিদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের খাসিদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ দিকগুলো বলতে বলুন। এভাবে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমেও পুনরালোচনার কাজটি করাতে পারেন।

পাঠ ৪: খাসি

পৃষ্ঠা ৮৪-৮৫

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮৪-৮৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- গারোদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা বলুন। তাদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তারা গারো ও খাসিদের জীবনযাত্রার মধ্যে তুলনা করতে পারবে। এই তুলনার মধ্যে মিল ও অমিল দুটিই প্রকাশ পাবে। যেমন: খাসি জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থাও গারো সমাজের মতোই মাতৃতান্ত্রিক। বর্তমানে বেশিরভাগ গারো খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী অন্যদিকে খাসিরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করেন।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটির জন্য ৮৪নং পৃষ্ঠার খাসিদের খাদ্য অংশটি শিক্ষার্থীদের আবার পড়তে বলুন। যদিও খাসিদের খাদ্য আসে মূলত কৃষি থেকে, তবুও অতিরিক্ত গাছ কাটা পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর হবে মাতৃতান্ত্রিক। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা মাতৃতান্ত্রিক শব্দের অর্থ বোঝে কিনা।

পর্যালোচনা :

খাসিদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায়

অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম, পোশাক, খাদ্য, উৎসব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৩ ম্রো

পার্বত্য অঞ্চলের আরেকটি জনগোষ্ঠী ম্রো। এরা মায়ানমার সীমান্তের কাছে বান্দরবান জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বসবাস করে।

ভাষা : ম্রোদের নিজস্ব ভাষা আছে এবং তার লিখিত রূপও আছে। ইউনেস্কো ম্রো ভাষাকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে। সঠিক উপায়ে রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে এই ভাষা হারিয়ে যাবে।

ধর্ম : ম্রো জনগোষ্ঠীর ধর্মের নাম তোরাই। এছাড়া আরেকটি ধর্মমত আছে ক্রামা নামে। ম্রোরা সাধারণত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তাদের কেউ কেউ খ্রিস্ট ধর্মও গ্রহণ করেছে।

সমাজ ব্যবস্থা : ম্রো পরিবারের প্রধান হলেন পিতা। তাদের রয়েছে গ্রামভিত্তিক সমাজব্যবস্থা।

বাড়ি : ম্রোরা তাদের বাড়িকে বলে কিম। সাধারণত বাঁশের বেড়া ও ছনের চাল দিয়ে মাচার উপর তারা বাড়ি তৈরি করে।

খাদ্য : ম্রোদের প্রধান খাদ্য ভাত, শুঁটকিমাছ ও বিভিন্ন ধরনের মাংস। তাদের অন্যতম সুস্বাদু খাবারের নাম নাপ্পি।

পোশাক : ম্রো মেয়েদের ঐতিহ্যবাহী পোশাকের নাম ওয়াংলাই। পুরুষরা খাটো সাদা পোশাক পরে।

উৎসব : জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ম্রোরা বিভিন্ন আচার উৎসব পালন করে। ম্রো সমাজের একটি রীতি অনুযায়ী শিশুদের বয়স ৩ বছর হলে ছেলে ও মেয়ে উভয়েরই কান ছিদ্র করে দেওয়া হয়।

ম্রো উৎসব

ক| এসো বলি

ম্রো জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা জান তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

খাসি ও গারো জনগোষ্ঠীর সাথে ম্রো জনগোষ্ঠীর তুলনামূলক তিনটি বাক্য লেখ।

গ| আরও কিছু করি

এটি একটি ম্রো বাড়ি। বাড়িটির দেয়াল, মাচা, এবং ছাদে কোন কোন উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে তা লেখ।

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
ম্রো জনগোষ্ঠীর বসবাস যে দেশটির সীমানা ঘেঁষে
.....।

পাঠ ৫: ম্রো

পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮৬-৮৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ম্রোদের সম্পর্কে জানাতে আগে তারা কোথায় বাস করে মানচিত্রে তার অবস্থান নির্দেশ করুন। বইয়ের ৮৫নং পৃষ্ঠার মানচিত্রে শিক্ষার্থীদের ম্রোদের অবস্থান দেখান এবং শিক্ষার্থীরা তাদের অবস্থান দেখাতে পারছে কিনা লক্ষ্য করুন।

- ক্লাসে ৮৬নং পৃষ্ঠার পাঠটি ধীরে ধীরে পড়ুন। এখানে ম্রোদের বিভিন্ন বিষয়, যেমন-ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কেও সেভাবে বলা হয়েছে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করুন এবং ম্রোদের সম্পর্কে তারা যা জানলো তা আলোচনা করতে বলুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করুন।

পর্যালোচনা :

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ম্রোদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের ম্রোদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ দিকগুলো বলতে বলুন।

পাঠ ৬: ম্রো

পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮৬-৮৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ম্রোদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা বলুন। তাদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তারা গারো, খাসি এবং ম্রোদের জীবনযাত্রার মধ্যে তুলনা করতে পারবে। এই তুলনার মধ্যে মিল ও অমিল দুটিই প্রকাশ পাবে। যেমন: গারো ও খাসি জনগোষ্ঠির সমাজ ব্যবস্থাও মাতৃতান্ত্রিক হলেও, ম্রো পরিবারের প্রধান হলেন পিতা।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের কাজটিতে শিক্ষার্থীরা ম্রোদের বাড়ি কী কী উপকরণ দিয়ে তৈরি তা নিজেরা লিখবে। এই বাড়িগুলোর দৃষ্টিনন্দন দিকটি তুলে ধরুন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর মায়ানমার। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব।

পর্যালোচনা :

ম্রোদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম, পোশাক, খাদ্য, উৎসব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৪ ত্রিপুরা

পার্বত্য অঞ্চলের আরেকটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নাম ত্রিপুরা। চাকমা ও মারমাদের পর ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে এই জনগোষ্ঠী বাস করে।

ভাষা : ত্রিপুরাদের ভাষার নাম ককবরক ও উমোই।

সমাজ ব্যবস্থা : ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী সমাজে দলবদ্ধভাবে বাস করে। দলকে তারা দফা বলে। তাদের মোট ৩৬টি দফা আছে। এর মধ্যে ১৬টি বাংলাদেশে বাকি ২০টি ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে রয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসকারী ত্রিপুরারা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অধিকারী। তবে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে ছেলেরা বাবার সম্পত্তি ও মেয়েরা মায়ের সম্পত্তি লাভ করে থাকে।

ধর্ম : ত্রিপুরারা সনাতন ধর্মের অনুসারী। তবে বেশিরভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং শিব ও কালী পূজা করে। তারা নিজস্ব কিছু দেব-দেবীর উপাসনাও করে। যেমন-গ্রামের সকল লোকের মঙ্গলের জন্য তারা 'কের' পূজা করে।

বাড়ি : ত্রিপুরাদের ঘরগুলো সাধারণত উঁচুতে হয় ও ঘরে উঠার জন্য সিঁড়ি ব্যবহার করা হয়।

পোশাক : ত্রিপুরা মেয়েদের পোশাকের নিচের অংশকে রিনাই ও উপরের অংশকে রিসা বলা হয়। মেয়েরা নানারকম অলংকার, পুঁতির মালা আর কানে নাতং নামে একপ্রকার দুল পরে। ছেলেরা ধুতি, গামছা, লুঙ্গি, জামা পরে।

উৎসব : ত্রিপুরা সমাজে জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে উপলক্ষে নানা ধরনের আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়। তাদের নববর্ষের উৎসব বিশু। এসময় ত্রিপুরা নারীরা মাথায় ফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়া ও আনন্দ করে।

ত্রিপুরা বিয়ের অনুষ্ঠানে একটি আচার

ক| এসো বলি

ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর সমাজ ব্যবস্থা, ধর্ম ও পোশাক সম্পর্কে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

খ| এসো লিখি

গারো, খাসি, ম্রো এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর পোশাকের নাম একটি ছকে লেখ।

গ| আরও কিছু করি

মনে কর, তোমার একজন ত্রিপুরা বন্ধু আছে যার পরিবার ভারতে যে ত্রিপুরা সমাজ রয়েছে সেখানে চলে যেতে চায়। তুমি কীভাবে তাদেরকে বাংলাদেশে থাকতে রাজি করাতে পার?

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর বড় অংশ বসবাস করে ভারতের
..... ।

পাঠ ৭: ত্রিপুরা

পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮৮-৮৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ত্রিপুরাদের সম্পর্কে জানাতে আগে তারা কোথায় বাস করে মানচিত্রে তার অবস্থান নির্দেশ করুন। বইয়ের ৮৫নং পৃষ্ঠার মানচিত্রে শিক্ষার্থীদের ত্রিপুরাদের অবস্থান দেখান এবং শিক্ষার্থীরা তাদের অবস্থান দেখাতে পারছে কিনা লক্ষ্য করুন।

- ক্লাসে ৮৮নং পৃষ্ঠার পাঠটি ধীরে ধীরে পড়ুন। এখানে ত্রিপুরাদের বিভিন্ন বিষয়, যেমন-ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কেও সেভাবে বলা হয়েছে।

ক| এসো বলি

'এসো বলি' অংশে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করুন এবং ত্রিপুরাদের সম্পর্কে তারা যা জানলো তা আলোচনা করতে বলুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করুন।

পর্যালোচনা :

ত্রিপুরাদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের ত্রিপুরাদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ দিকগুলো বলতে বলুন।

পাঠ ৮: ত্রিপুরা

পৃষ্ঠা ৮৮-৮৯

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৮৮-৮৯ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ত্রিপুরাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা বলুন। তাদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের লেখার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। তারা গারো, খাসি, ম্রো ও ত্রিপুরাদের পোশাকের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। এই তুলনার মধ্যে মিল ও অমিল দুটিই প্রকাশ পাবে। গারো, খাসি, ম্রো এবং ত্রিপুরা জনগোষ্ঠির পোশাক একটি ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে শিক্ষার্থীরা কল্পনা করবে তার একজন ত্রিপুরা বন্ধু আছে, যার পরিবার ভারতে যে ত্রিপুরা সমাজ রয়েছে সেখানে চলে যেতে চায়। তাকে বাংলাদেশে থাকতে রাজি করাতে হলে, জাতীয় পরিচয় বা জাতীয় সুবিধার থেকে সাংস্কৃতিক বা জাতিগত পরিচয়কে বড় করে দেখাতে হবে।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব।

পর্যালোচনা :

ত্রিপুরাদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম, পোশাক, খাদ্য, উৎসব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৫ ওঁরাও

ওঁরাও জনগোষ্ঠীর বেশিরভাগ রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে বসবাস করে।

ভাষা : ওঁরাওদের ভাষার নাম কুড়ুখ ও সাদ্রি।

সমাজ ব্যবস্থা : ওঁরাও সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। ওঁরাওদের গ্রাম প্রধানকে মাহাতো বলা হয়। তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক পরিষদ আছে যা পাহতো নামে পরিচিত। এই পরিষদে কয়েকটি গ্রামের প্রতিনিধিরা থাকে।

ধর্ম : ওঁরাও জনগোষ্ঠী বিভিন্ন দেবতার পূজা করে। তাদের প্রধান দেবতা ধরমী বা ধরমেশ যাকে তারা পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা মনে করে।

উৎসব : ওঁরাওদের প্রধান উৎসবের নাম ফাগুয়া যা ফাল্গুন মাসের শেষ তারিখে পালন করা হয়। এছাড়াও তাঁরা প্রতিমাসে ও প্রতি ঋতুতে বিভিন্ন ধর্মীয় ব্রত অনুষ্ঠান পালন করে।

পোশাক : পুরুষেরা ধুতি, লুঙ্গি, শার্ট ও প্যান্ট পরে। মেয়েরা মোটা কাপড়ের শাড়ি ও ব্লাউজ পরে।

খাবার : ওঁরাওদের প্রধান খাবার ভাত। এছাড়াও তারা গম, ভুট্টা, মাছ, মাংস ও বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি খেয়ে থাকে।

ওঁরাও জনগোষ্ঠীর বাড়ি ও উৎসব

ক| এসো বলি

মানব বৈচিত্র্যের কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কীভাবে শক্তিশালী হয়েছে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। গণতান্ত্রিক আচরণ কীভাবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করতে সহায়তা করছে?

খ| এসো লিখি

এই অধ্যায়ে পাঁচটি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে যা যা শিখেছ সেগুলো একত্র করে একটি ছক তৈরি কর। কাজটি ছোট দলে কর।

গ| আরও কিছু করি

বাংলাদেশের একটি মানচিত্র নিয়ে ছবি দিয়ে বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আবাসস্থল চিহ্নিত কর।

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

১. কোন জনগোষ্ঠী তিব্বত থেকে এসেছে?

ক. গারো খ. ম্রো গ. ওঁরাও ঘ. খাসি

২. নিচের কোন জনগোষ্ঠী সিলেটে বসবাস করে?

ক. গারো খ. ম্রো গ. ত্রিপুরা ঘ. খাসি

পাঠ ৯: ওঁরাও

পৃষ্ঠা ৯০-৯১

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৯০-৯১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ওঁরাওদের সম্পর্কে জানাতে আগে তারা কোথায় বাস করে মানচিত্রে তার অবস্থান নির্দেশ করুন। বইয়ের ৮৩নং পৃষ্ঠার মানচিত্রে শিক্ষার্থীদের ওঁরাওদের অবস্থান দেখান এবং শিক্ষার্থীরা তাদের অবস্থান দেখাতে পারছে কিনা লক্ষ্য করুন।

- ক্লাসে ৯০নং পৃষ্ঠার পাঠটি ধীরে ধীরে পড়ুন। এখানে ওঁরাওদের বিভিন্ন বিষয়, যেমন-ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে যেভাবে বলা হয়েছে অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কেও সেভাবে বলা হয়েছে।

কা এসো বলি

'এসো বলি' অংশের কাজটির মাধ্যমে এ অধ্যায়ে যা শেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপ করা সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিভিন্ন সংস্কৃতির কারণে বাংলাদেশের সংস্কৃতি কীভাবে শক্তিশালী হয়েছে তা শিক্ষার্থীদের আলোচনা করতে বলুন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করুন।

পর্যালোচনা :

ওঁরাওদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের ওঁরাওদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ দিকগুলো বলতে বলুন।

পাঠ ১০: ওঁরাও

পৃষ্ঠা ৯০-৯১

শিখনফল :

২.১.৭। জাতি, শ্রেণি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে সমান মর্যাদা দিবে ও মিলেমিশে চলবে।

২.১.৮। গারো, খাসিয়া, ম্রো, ত্রিপুরা ও ওঁরাওদের সংস্কৃতি বর্ণনা করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৯০-৯১ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ওঁরাওদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে গত পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা বলুন। তাদের ভাষা, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, খাদ্য, বাড়ি, পোশাক, উৎসব সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজটির মাধ্যমে সম্পূর্ণ অধ্যায়টির সার সংক্ষেপ করা সম্ভব হবে। ৫টি নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্যগুলো লিখতে একটি বড় পোস্টারের দরকার হবে। বা ছোট দলের মাধ্যমেও তথ্যগুলো বিষয়ভিত্তিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব হবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশে ৮৩নং পৃষ্ঠার মানচিত্রকে বড় করে আঁকতে হবে। তাই এতে আরও বিস্তারিত তথ্য যোগ করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' কাজটির উত্তর ১। ক) গারো এবং ২। ঘ) খাসি। এই দুটি বহুনির্বচনি প্রশ্ন, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব।

পর্যালোচনা :

৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সম্পর্কে এই অধ্যায়ে যা পড়ানো হয়েছে তা আলোচনা করুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ধর্ম, পোশাক, খাদ্য, উৎসব এবং ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতি আমরা কীভাবে গণতান্ত্রিক মনোভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

অধ্যায় ১২

বাংলাদেশ ও বিশ্ব

১ জাতিসংঘ

পৃথিবীতে বাংলাদেশসহ ১৯৫টি দেশ আছে। বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব থাকা খুবই প্রয়োজন। বিশ্বের দেশগুলো বিভিন্ন দিক দিয়ে একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। এভাবেই দেশগুলোর মধ্যে গড়ে উঠেছে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক।
সম্প্রীতি ও সহযোগিতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালের ২৪এ অক্টোবর গঠিত হয় জাতিসংঘ। এর প্রধান লক্ষ্য বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭৪ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ১৯৩। যে তিনটি দেশ এখনো সদস্যপদ লাভ করেনি সেগুলো হলো কসোভো, তাইওয়ান ও ভাটিকান।

জাতিসংঘের প্রধান ছয়টি শাখা

ক| এসো বলি

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর।

১। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।
২। বিভিন্ন জাতি তথা দেশের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা।
৩। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা।
৪। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
৫। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদ মীমাংসা করা।

কোন উদ্দেশ্যটি থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় বলে মনে কর? শ্রেণিতে সবার মত যাচাই কর ও ভোট নাও।

খ| এসো লিখি

বাংলাদেশ একটি ছোট রাষ্ট্র হলেও জাতিসংঘে কী কী অবদান রেখেছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ

গ| আরও কিছু করি

প্রতিবছর ২৪এ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়। জাতিসংঘ পৃথিবীতে যেসকল ক্ষেত্রে অবদান রাখছে সেগুলো সম্পর্কে এই দিনটিতে বিদ্যালয়ে কী করা যায় তার পরিকল্পনা কর।

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
পৃথিবীতে জাতিসংঘ যেসকল ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছে.....

অধ্যায় ১২: বাংলাদেশ ও বিশ্ব

শ্রেণিভিত্তিক অর্জন উপযোগী যোগ্যতা :

১৬.১। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বুঝবে।
১৬.২। সার্ক সম্পর্কে সংক্ষেপে জানবে।
১৬.৩। জাতিসংঘ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন করবে।

শিখনফল :

১৬.১.১। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১৬.২.১। সার্ক এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবে।
১৬.২.২। সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।
১৬.৩.১। জাতিসংঘ কী বলতে পারবে।
১৬.৩.৪। জাতিসংঘের কয়েকটি উন্নয়নমূলক সংস্থার নাম ও কাজ বলতে পারবে।
১৬.৩.৫। শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে ইউনিসেফের কাজ উল্লেখ করতে পারবে।

পাঠ বিভাজন : এ অধ্যায়কে ৬টি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ ১: জাতিসংঘ

পৃষ্ঠা ৯২-৯৩

শিখনফল :

১৬.১.১। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১৬.৩.১। জাতিসংঘ কী বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৯২-৯৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- বিশ্ব রাজনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান নিয়ে এটিই শেষ অধ্যায়। এই পাঠটি শুরু করুন ৯৩নং পৃষ্ঠার ছবিটি দেখার মাধ্যমে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের সূচনালগ্নে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি এবং সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে উঠা কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা বলুন।

- ৯২নং পৃষ্ঠার অধ্যায়ের শুরুতে যে পাঠটি আছে এবং বাবলে যে তথ্য দেওয়া আছে তা ক্লাসে পড়ুন। একেকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি বাবলের তথ্য পড়তে দিন। প্রশাসনিক শাখা (অভ্যন্তরীণভাবে কাজ বিভাজন) বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন।

ক| এসো বলি

জাতিসংঘের পাঁচটি উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা কোন উদ্দেশ্যটি থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে বলে মনে করে, শ্রেণি নেতাকে বলুন শ্রেণিতে সবার মত যাচাই করতে ও ভোট নিতে। ভোট গ্রহণের পর দেখা যেতে পারে ৩নং উদ্দেশ্য-'অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা' থেকে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবে বলে শিক্ষার্থীরা মনে করে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ সম্পর্কে প্রথম পাঠে শিক্ষার্থীরা যা শিখলো তা আলোচনা করুন। জাতিসংঘের ৫টি উদ্দেশ্য এবং জাতিসংঘের প্রধান ৬টি শাখা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমেও আজকের পাঠ পুনরালোচনা করতে পারেন।

পাঠ ২: জাতিসংঘ

পৃষ্ঠা ৯২-৯৩

শিখনফল :

১৬.১.১। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব বলতে পারবে।
১৬.৩.১। জাতিসংঘ কী বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৯২-৯৩ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- জাতিসংঘের ৫টি উদ্দেশ্য এবং জাতিসংঘের প্রধান ৬টি শাখা সম্পর্কিত তথ্যগুলো আবার বলুন। শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট প্রশ্ন করার মাধ্যমেও আজকের পাঠে তাদের মনোযোগ নিয়ে আসতে পারেন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশে জাতিসংঘে বাংলাদেশ কোন কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখে তার তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ যেসব বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রাখে তা হলো সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক আদালতে বিচার ব্যবস্থায়।

গ| আরও কিছু করি

প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস পালিত হয়। এদিনে জাতিসংঘ পৃথিবীতে যে অবদান রাখছে সেগুলো সম্পর্কে বিদ্যালয়ে কীভাবে উপস্থাপনা করা যায় শিক্ষার্থীরা তার পরিকল্পনা করবে। শিক্ষক এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করবেন।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের উত্তরটি হবে জাতিসংঘের ৫টি উদ্দেশ্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সংশ্লেষণ করা শিখবে, কীভাবে সংক্ষেপে তথ্য উপস্থাপন করতে হয় তা শিখবে।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ সম্পকে শিক্ষার্থীরা যা শিখলো তা আলোচনা করুন। জাতিসংঘের ৫টি উদ্দেশ্য এবং জাতিসংঘের প্রধান ৬টি শাখা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমেও আজকের পাঠ পুনরালোচনা করতে পারেন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে জাতিসংঘের প্রশাসনিক শাখা এবং জাতিসংঘ কেন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

২ জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা আছে যার মাধ্যমে জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর জন্য উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। এই সংস্থাগুলো বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করছে।

ইউনিসেফ
এর পুরো নাম জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। ইউনিসেফ শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষা, শিশুদের বিভিন্ন প্রতিষেধক টিকা দান ইত্যাদি কাজ করে।

বিশ্বব্যাংক
এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে। বিশ্বব্যাংক বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়নে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য দিয়ে থাকে।

ইউএনডিপি
এর মূল কাজ বিভিন্ন দেশের উন্নয়নে কাজ করা এবং জাতিসংঘের কাজগুলোর সমন্বয় সাধন। বাংলাদেশে পরিবেশ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা,
ইতালির রোমে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। খাদ্য ও কৃষি সংস্থা সারা বিশ্বের খাদ্য সমস্যা মোকাবেলা ও জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উন্নয়নে কাজ করে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে খাদ্য ঘাটতি হলে এই সংস্থা আমাদের খাদ্য সরবরাহ করে থাকে।

ইউনেস্কো
এটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা। সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে। ইউনেস্কোর উদ্যোগে একুশে ফেব্রুয়ারি (আমাদের ভাষা শহিদদিবস) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা পেয়েছে। এছাড়াও এদেশে পাহাড়পুরসহ অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও সুন্দরবন রক্ষায় ইউনেস্কো সহযোগিতা করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা,
বিশ্বের ছয়টি অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশ সংস্থাটির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রতিবছর ৭ই এপ্রিল তারিখে সংস্থাটির উদ্যোগে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়। মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

ক| এসো বলি

উল্লিখিত সংস্থাগুলো বাংলাদেশে কী ধরনের সহায়তা প্রদান করে? যেকোনো একটি সংস্থা নিয়ে শিক্ষকের সহায়তায় তালিকা তৈরি কর।

খ| এসো লিখি

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয়ে কী করা যায় তা শ্রেণিতে আলোচনা কর। তোমাদের এলাকার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কোন বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে কর?

গ| আরও কিছু করি

বাংলাদেশে বিশ্ব ব্যাংক দ্বারা পরিচালিত একটি প্রকল্পের নাম CASE: Clean Air and Sustainable Environment (কেস: বিশুদ্ধ বায়ু ও টেকসই পরিবেশ)। এই প্রকল্পের লক্ষ্য যানবাহন ও ইটের ভাটা থেকে নির্গত দূষণ দূর করা।

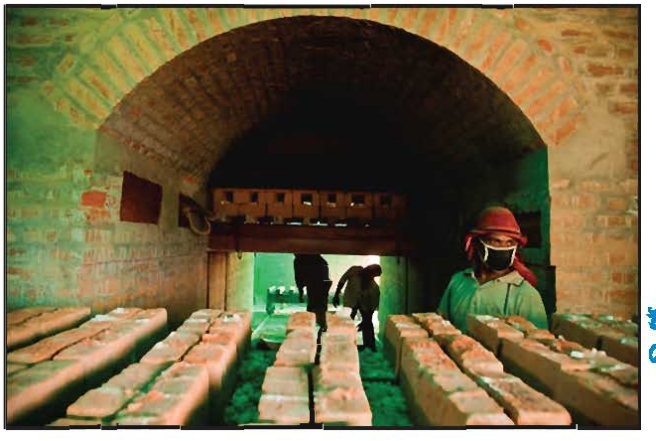

ইটের ভাটায় কেস প্রকল্প

জনগণ যেন দূষণমুক্ত বায়ু সেবন করতে পারে সেজন্য তুমি কোন বিষয়গুলো প্রকল্পটির জন্য সুপারিশ করবে?

ঘ| যাচাই করি

সঠিক উত্তরের পাশে টিকচিহ্ন (√) দাও।

কোন সংস্থাটি শিশুদের জন্য কাজ করে?

ক. ইউনেস্কো খ. ইউনিসেফ গ. সার্ক ঘ. ইউএনডিপি

পাঠ ৩: জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা

পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫

শিখনফল :

১৬.৩.৪। জাতিসংঘের কয়েকটি উন্নয়নমূলক সংস্থার নাম ও কাজ বলতে পারবে।
১৬.৩.৫। শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে ইউনিসেফের কাজ উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৯৪-৯৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- জাতিসংঘের ৫টি উদ্দেশ্য এবং জাতিসংঘের প্রধান ৬টি প্রধান শাখা সম্পর্কে পুনরালোচনা করুন। আজকের পাঠের নতুন বিষয় জাতিসংঘের ৬টি উন্নয়নমূলক সংস্থা।

- ৯৪নং পৃষ্ঠায় যে পাঠটি আছে এবং ৬টি বাবলে যে তথ্য দেওয়া আছে তা ক্লাসে পড়ুন। একেকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি বাবলের তথ্য পড়তে দিন। প্রত্যেকটি বাবলের তথ্য জাতিসংঘের একেকটি উন্নয়নমূলক সংস্থা সম্পর্কে।

কা এসো বলি

জাতিসংঘের ৬টি উন্নয়নমূলক সংস্থা বাংলাদেশে কী ধরনের সহায়তা প্রদান করে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী শিখলো তা জিজ্ঞাসা করুন। যেকোনো একটি সংস্থার কাজ নিয়ে তালিকা তৈরি করতে বলুন। এক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘের ৬টি উন্নয়নমূলক সংস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা শিখলো তা আলোচনা করুন। জাতিসংঘের ৬টি উন্নয়নমূলক সংস্থা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমেও আজকের পাঠ পুনরালোচনা করতে পারেন।

পাঠ ৪: জাতিসংঘের উন্নয়নমূলক সংস্থা

পৃষ্ঠা ৯৪-৯৫

শিখনফল :

১৬.৩.৪। জাতিসংঘের কয়েকটি উন্নয়নমূলক সংস্থার নাম ও কাজ বলতে পারবে।
১৬.৩.৫। শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়নে ইউনিসেফের কাজ উল্লেখ করতে পারবে।

শিখন উপকরণ:

৯৪-৯৫ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি

- গত পাঠে জাতিসংঘের ৬টি উন্নয়নমূলক সংস্থার নাম ও বিভিন্ন কাজ পুরনালোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের জাতিসংঘের ৬টি উন্নয়নমূলক সংস্থার নাম এবং এদের একটি করে বিশেষ কাজ শিক্ষার্থীদের বলতে বলুন।

খ| এসো লিখি

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ে কী করা যায় তা শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে আলোচনা করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা চিন্তা করবে তাদের স্থানীয় এলাকার স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কোন বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতে হবে। বিষয়গুলো এমন হতে পারে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য বা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বা পুষ্টি ইত্যাদি।

গ| আরও কিছু করি

বিশ্ব ব্যাংক এর অর্থ ব্যয়ে একটি প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে, বিশুদ্ধ বায়ু ও দূষণমুক্ত পরিবেশ। এই প্রকল্পের লক্ষ্য যানবাহন ও ইটের ভাটা থেকে নির্গত দূষণ দূর করা। জনগন যেন দূষণমুক্ত বায়ু সেবন করতে পারে সেজন্য শিক্ষার্থীদের কিছু সুপারিশ করতে বলুন। বিভিন্ন সুপারিশ হতে পারে- জনবসতি থেকে দূরে ইটের ভাটা তৈরির অনুমতি দেওয়া, সিএনজি চালিত যানবাহন ব্যবহার করা ইত্যাদি।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশের উত্তরটি হবে খ) ইউনিসেফ। এটি একটি বহুনির্বচনি প্রশ্ন, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গাঠনিক মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা এবং এদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে জাতিসংঘের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সংস্থা এবং ইউরিসেফের কাজ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।

৩ সার্ক

সার্ক-(SAARC) এর পূর্ণরূপ দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত সাতটি দেশ নিয়ে ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সার্ক গঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০০৭ সালে আফগানিস্তান যুক্ত হয়। জাতিসংঘের মতো সার্কও একটি স্বাধীন উন্নয়নমূলক সংস্থা। নিচে সার্কের আটটি দেশের মানচিত্র দেওয়া হলো :

সার্ক গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

১। সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার দ্রুত উন্নয়ন করা।

২। দেশগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা।

৩। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার মাধ্যমে দেশগুলোর উন্নয়ন সাধন করা।

৪। দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি ও পরস্পর মিলেমিশে চলা।

৫। সদস্য দেশগুলোর স্বাধীনতা রক্ষা ও ভৌগোলিক সীমা মেনে চলা।

৬। এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা।

ক| এসো বলি

জাতিসংঘ এবং সার্ক কোন কোন কাজগুলো করতে পারে ও কোনগুলো পারে না তা শিক্ষকের সহায়তায় আলোচনা কর। জাতিসংঘ ও সার্কের মতো সংস্থার প্রয়োজন কেন?

খ| এসো লিখি

সার্কভুক্ত যেকোনো দেশের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চিঠি লিখে তোমাদের বিদ্যালয় সম্পর্কে জানাও ও শ্রেণিকক্ষে পড়ে শোনাও।

গ| আরও কিছু করি

নিচে সার্কের লোগোটি দেখ। সার্কের কাজ বর্ণনা করে একটি লিফলেট তৈরি কর ।

SAARC

ঘ| যাচাই করি

বাক্যটি সম্পূর্ণ কর :
সার্কের আটটি সদস্য দেশ হলো .....
.....।

পাঠ ৫: সার্ক

পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭

শিখনফল :

১৬.২.১। সার্ক এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবে।
১৬.২.২। সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৯৬-৯৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- ক্লাসে সার্ক সম্পর্কে ধারণা দিন এবং শিক্ষার্থীরা এ জোট সম্পর্কে কিছু জানে কিনা জিজ্ঞাসা করুন।

- ৯৬নং পৃষ্ঠার পাঠটি পড়ুন এবং সার্ক যেসব দেশ নিয়ে গঠিত মানচিত্রে তাদের লক্ষ করুন। সার্কভুক্ত প্রত্যেকটি দেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা কী জানে তা জিজ্ঞাসা করুন।

কা এসো বলি

'এসো বলি' অংশের কাজের মাধ্যমে জাতিসংঘ এবং সার্কেও কাজের পরিধি বুঝতে পারবে। সার্ক একটি স্থানীয় সংস্থা এবং জাতিসংঘ একটি বিশ্ব ব্যাপি সংস্থা। তাই সার্কের তহবিল জাতিসংঘের থেকে তুলনামূলক কম হবে।

পর্যালোচনা :

সার্ক সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। সার্ক এর অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ এবং সার্ক গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

পাঠ ৬: সার্ক

পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭

শিখনফল :

১৬.২.১। সার্ক-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাম উল্লেখ করতে পারবে।
১৬.২.২। সার্ক গঠনের উদ্দেশ্য বলতে পারবে।

শিখন উপকরণ :

৯৬-৯৭ নম্বর পৃষ্ঠা

শিখন শেখানো কার্যাবলি :

- আগের পাঠে সার্ক সম্পর্কে যা আলোচনা করা হয়েছে তা সংক্ষেপে বলুন। সার্ক এর অন্তর্ভূক্ত দেশসমূহ এবং সার্ক গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে আজকের পাঠ শুরু করুন।

খ| এসো লিখি

'এসো লিখি' অংশের কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সার্কভুক্ত যেকোনো একটি দেশের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তার নিজের বিদ্যালয় সম্পর্কে একটি চিঠি লিখতে পারবে। এতে করে সে চিঠি লেখার নিয়ম-কানুন শিখবে এবং নির্দিষ্ট ঠিকানায় তা পোস্ট করা শিখবে।

গ| আরও কিছু করি

'আরও কিছু করি' অংশের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একটি লিফলেট ডিজাইন করে তা উপস্থাপন করতে পারবে। মজার ব্যপার হলো সার্ক জোটে অষ্টম দেশ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরও সার্কেও লোগোর কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ঘ| যাচাই করি

'যাচাই করি' অংশে মানচিত্র থেকে শিক্ষার্থীদের সার্কের আটটি সদস্য দেশের নাম লিখতে বলুন।

পর্যালোচনা :

বাংলাদেশ ও বিশ্ব সম্পর্কে এ অধ্যায়ে শিক্ষার্থীরা যা শিখেছে তা সংক্ষেপে বলুন। পাঠ্যবইয়ের ১০১নং পৃষ্ঠায় অধ্যায়ভিত্তিক নমুনা প্রশ্নে সার্কের উদ্দেশ্য এবং বাংলাদেশের উত্তরে অবস্থিত সার্কের দুইটি ছোট দেশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন দেওয়া আছে। পাঠ্যবইয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলোর পাশাপাশি এই ধরনের আরও কিছু প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করাতে পারেন। যে পাঠের জন্যে বর্ণনামূলক বা সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের নমুনা দেওয়া নেই সেখানে নিজে এ ধরনের প্রশ্ন তৈরি করে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন করান।